চিনের বিরুদ্ধে মসজিদ ভাঙার অভিযোগ তুলেছে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ

সারে-জমিন

পাগলা কুকুর খুবলে খেল শিশুর মুখ, আহত ১২

রূপসী বাংলা

উল্টো স্রোতে জো বাইডেনের কলাম

সম্পাদকীয়

ইসলামের দৃষ্টিতে শ্রমিক ও মালিকের সম্পর্ক

দাওয়াত

সুপার ক্লাসিকোতে ব্রাজিলকে হারাল আর্জেন্টিনা

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বৃহস্পতিবার
২৩ নভেম্বর, ২০২৩
৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩০
৮ জমাদিয়াল আউয়াল, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 18 ■ Issue: 315 ■ Daily APONZONE ■ 23 November 2023 ■ Thursday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

উত্তরপ্রদেশের পর এবার গোয়ায় হালাল প্রত্যয়িত পণ্য নিষিদ্ধের দাবি

আপনজন ডেস্ক: উত্তর প্রদেশের যোগী সরকারের সিদ্ধান্তের মতোই মঙ্গলবার গোয়ায় বেশ কয়েকটি হিন্দু সংগঠন গোয়ায় হালাল প্রত্যয়িত পণ্য বিক্রি নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়েছে। হিন্দু সংগঠনের প্রতিনিধিরা দক্ষিণ গোয়ার পোন্ডা থানায় একটি স্মারকলিপি পেশ করে গোয়ায় হালাল-প্রত্যয়িত পণ্য বিক্রি নিষিদ্ধ করার দাবিতে।
প্রতিনিধি দলে ছিলেন বজরং দল, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ এবং হিন্দু জনজাগরণ সমিতি। সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময়, হিন্দু জনজাগৃতি সমিতির সত্য বিজয় নায়েক 'হালাল' প্রত্যয়িত পণ্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের প্রশংসা করেছেন।
সত্য বিজয় নায়েক বলেছেন, "হালাল ট্যাগযুক্ত পণ্যগুলি সর্বত্র প্রকাশ্যে বিক্রি হচ্ছে। হালাল প্রত্যয়িত পণ্যগুলিও গোয়াতে প্রকাশ্যে বিক্রি হচ্ছে। সেজন্য আমরা সরকারের কাছে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি করেছি"।
তিনি বলেন, "খাদ্য পণ্যের হালাল সার্টিফিকেশন একটি সমান্তরাল ব্যবস্থা যা খাদ্য পণ্যের গুণমান নিয়ে সন্দেহ সৃষ্টি করে এবং খাদ্য নিরাপত্তা ও মান আইনের ৮৯ ধারার অধীনে প্রয়োগযোগ্য নয়। খাদ্যের হালাল সার্টিফিকেশন পদ্ধতি মান নিয়ে সন্দেহ সৃষ্টি করে"।

'পানৌটি'র পর মোদীকে 'পকেটমারের' সঙ্গে তুলনা করলেন রাহুল

আপনজন ডেস্ক: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে 'পানৌটি' বলে কটাক্ষ করার পর কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি বুধবার প্রধানমন্ত্রী মোদীকে পকেটমারের সাথে তুলনা করে বললেন, 'তারা দলে দলে আসে'। রাজস্থানের ধোলপুর জেলার রাজাখেড়ায় এক জনসভায় বক্তব্য রাখছিলেন তিনি।
নির্বাচনী জনসভায় রাহুল বলেন, 'পকেটমাররা সবসময় তিনজনের দলে আসে। তিনি কখনো একা আসেন না। প্রথম ব্যক্তি অপ্রচলিত কিছু বলে আপনাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে। তারপরে দ্বিতীয় ব্যক্তি আসে, তার সহকর্মী, যিনি পকেটটি তুলে নেন এবং তৃতীয় ব্যক্তি ভুক্তভোগীর উপর নজর রাখেন। তিনি বিশেষত ভুক্তভোগীকে পর্যবেক্ষণ করেন যে তিনি প্রতিরোধ করছেন কিনা। যদি সে প্রতিরোধ করে, তবে তৃতীয় ব্যক্তি শিকারকে আক্রমণ করে এবং হুমকি দেয়। এভাবেই পকেটমাররা কাজ করে। যিনি মনোযোগ ঘুরিয়ে দিচ্ছেন তিনি হলেন নরেন্দ্র মোদী, যিনি পকেটমারি করছেন তিনি আদানি এবং যিনি হুমকি দিচ্ছেন তিনি হলেন অমিত শাহ।'
রাহুল বারবার মোদিকে ব্যবসায়ী গৌতম আদানির জন্য কাজ করার এবং "দুটি হিন্দুস্তান" তৈরি করার অভিযোগ করেছেন, একটি আদানির জন্য এবং অন্যটি দরিদ্রদের জন্য। উল্লেখ্য, ২০১৯ সালের মার্চ মাসে মোদিকে নিয়ে মন্তব্য করার দায়ে রাহুলের সাংসদের পদ বাতিল হয়েছিল।

কেন্দ্রের ডিজিটাল ইন্ডিয়া গড়ার সমালোচনায় মমতা

বিজনেস সামিটে ৩.৭৬ লক্ষ কোটি টাকার লগ্নি প্রস্তাব

আপনজন ডেস্ক: পশ্চিমবাংলা শিল্পে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে গতবারের পরিসংখ্যানকে ছাপিয়ে গেল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দুদিনের সপ্তম বিশ্ব বাংলা বাণিজ্য সম্মেলনের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বুধবার আলিপুরের ধনধান্য অডিটোরিয়ামে জানান, এবারের বিশ্ব বাংলা বাণিজ্য সম্মেলনে ৩.৭৬ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগের প্রস্তাব পেয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। ২০২২ সালের বিশ্ব বাংলা বাণিজ্য বিনিয়োগ প্রস্তাব এসেছিল ৩.৪২ লক্ষ কোটি টাকা। সূত্রের খবর, লগ্নি প্রস্তাবের বৃহৎ অংশই ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে। এছাড়াও উৎপাদন, পরিকাঠামো, কৃষি ও কৃষিজ পণ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, স্কিল ডেভেলপমেন্ট, পর্যটন সহ একাধিক ক্ষেত্রে বিনিয়োগের প্রস্তাব রয়েছে।
বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিটের সমাপনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে এসব প্রস্তাব এসেছে। সম্মেলনে মোট ১৮৮টি সমঝোতা স্মারক (মউ) এবং লেটার অব ইনটেন্ট (এলওআই) স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তির ক্ষেত্রে গতবারকে ছাপিয়ে গেছে এবারের বিশ্ব বাংলা বাণিজ্য সম্মেলন। গতবার বিশ্ব বাংলা বাণিজ্য সম্মেলনে ১৩৭টি মৌচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এবারের বিশ্ব বাংলা বাণিজ্য সম্মেলন গতবারকে ছাপিয়ে যাওয়ায় স্বভাবতই উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী।
সমাপনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী জানান, এবারের বিশ্ব বাংলা বাণিজ্য সম্মেলনে বিশ্বের প্রায় ৪০টি দেশের পাঁচ হাজার প্রতিনিধি অংশ নিয়েছেন। শুধুমাত্র ব্রিটেনে থেকে অংশ নিয়েছেন ৪০জন প্রতিনিধি। এই বিপুল সংখ্যক প্রতিনিধি অংশ নেওয়ায় তাদেরকে অভিনন্দন জানান মুখ্যমন্ত্রী। বিশ্ব বাংলা বাণিজ্য সম্মেলন নিয়ে যে স্বপ্ন ছিল তা পূরণ হতে চরেছে বলে মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
এদিন তার বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উপর জোর দেন। তিনি বলেন, শিল্পের বিকাশের কেন্দ্রবিন্দু হল গ্রাম। রাজ্যের গ্রাম জুড়েই রয়েছে প্রায় ৯০ লক্ষ স্বনির্ভর গোষ্ঠী। তাই আজ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের দিন।এছাড়া তিনি জানান, রাজ্য চর্ম শিল্প ১০ লক্ষ কর্মসংস্থান তৈরি করেছে। সব মিলিয়ে দেশে যখন কর্মসংস্থানের হার ৪০ শতাংশ কমেছে তখন বাংলায় তা বেড়েছে ৪২ শতাংশ।'
এই সাফল্য বাংলার উন্নয়নের জোয়ারের জন্য হয়েছে বলে দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী।
মুখ্যমন্ত্রী এদিন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের উৎসাহিত করে বলেন, রাজ্যে শপিং মল হওয়ায় বহু মানুষ সেখানে যান। কিন্তু ছোট ছোট দোকানদারদের বিক্রিতে ভাটা পড়েনি। তাদেরও ভাল ব্যবসা হচ্ছে। তাই তাদের নিজেদেরকে ছোট বলে ভাবা উচিত নয়।
মুখ্যমন্ত্রী তার বক্তৃতায় কেন্দ্রীয় সরকারের চরম সমালোচনা করেন ক্যাশলেস লেনদেনে উৎসাহিত করার জন্য। মুখ্যমন্ত্রীর মতে, ক্যাশলেস লেনদেন এখনও সেভাবে সর্বত্র পৌঁছয়নি। কারণ, সাধারণ মানুষ এখনও অভ্যস্ত হয়নি ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারের ক্ষেত্রে। তাই ক্যাশলেস ইকোনিমির নামে ডিজিটাল ইন্ডিয়া গড়ার পরিকল্পনায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় না। অথচ, গ্রামই কর্মসংস্থানে দিশা দেখায়।
কৃষি থেকেই সৃজনশীলতা, দিশা দেখাচ্ছে গ্রাম। বাংলার শিল্পই আগামী দিনে দেশের সেরা শিল্পের ঠিকানা। এর পিছনে যুক্তি দেখিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলায় দক্ষ শ্রমিকের যেমন অভাব নেই তেমনি তার ক্ষেত্র তৈরির ও পরিকাঠামোর জন্য প্রস্তুত রাজ্য। বাংলাই দেশের উত্তর পূর্বের গেটওয়ে, সরকার শিল্পবান্ধব। তাই পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগ করে শিল্প তৈরির উপযুক্ত ঠিকানা হয়ে উঠছে।
এদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, অতিরিক্ত কর শিল্পপতিদের উপর বোঝা তৈরি করছে।
শিল্পপতিদের উপর কেন্দ্রীয় এজেন্সি লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থার অভিযান নিয়ে সুর চড়িয়ে মমতার অভিযোগ, শিল্পপতিদের গলার টুটি টিপে ধরার চেষ্টা করছে এজেন্সি। একই সঙ্গে, এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গণতান্ত্রিক দেশে কেন্দ্রীয় সরকার একটি দল পরিচালনা করবে ও রাজ্য সরকার অন্য রাজনৈতিক দল পরিচালনা করবে। এটা তো স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু আমি মনে করি মানুষের উন্নয়নের জন্য সব সময় সকলকে এক হয়ে কাজ করা উচিত। কেন্দ্রে যে রাজনৈতিক দল থাকুক না কেন রাজ্যে অন্য দল থাকলে কেন বঞ্চিত হবে তা বুঝতে পারি না। সবার একসঙ্গে কাজ করা উচিত।

জুনে মমতাকে ভাষণ দিতে আমন্ত্রণ জানাল অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়

আপনজন ডেস্ক: অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর জোনাথন মিকি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আগামী বছরের জুন মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। মঙ্গলবার বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিটে প্রো-ভিসি জোনাথন মিকি এই ঘোষণা করেন এবংজানান, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন।
মুখ্যমন্ত্রীর মুখ্য উপদেষ্টা এবং অনুষ্ঠানের সঞ্চালক অমিত মিত্র মিকিকে মঞ্চে ডেকে এই ঘোষণা করেন।
এ বিষয়ে মিকি বলেন, আমরা তাকে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছি এবং তার সংগ্রাম ও সাফল্য সম্পর্কে কথা বলেছি। আমরা তার জীবনের প্রতিফলন এবং বর্ণবাদ বিরোধী এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বিষয়ে তার চিন্তাভাবনা এবং নীতি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছি। আমাদের কলেজে একটি শক্তিশালী ভারতীয় ছাত্র উপস্থিতি আছে. আমরা চাই তিনি বর্ণবাদ বিরোধী এবং নারীর ক্ষমতায়নের দিকে মনোনিবেশ করুন। আমাদের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকরা তার অভিজ্ঞতা ও ধারণা থেকে উপকৃত হতে পারবে।
এই ঘোষণার আগে মুখ্যমন্ত্রী তার শৈশবের সংগ্রামের কথা বলেছিলেন। কারণ অল্প বয়সে তার বাবা মারা যাওয়ার পরে তার পড়াশোনা বাধাগ্রস্ত হয়েছিল।
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মিকির উদ্দেশ্যে বলেন, আমি আপনাদের অনেকের মতো খুব ভালো ইংরেজি বলতে পারি না। তবে আমি বেশ কয়েকটি ভাষা অল্পস্বল্প জানি।
অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র লক্ষ্মী গ্রুপের এমডি শিল্পপতি রুদ্র চ্যাটার্জি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দেন।
মিস্টার মিকি, একজন অর্থনীতিবিদ যিনি অক্সফোর্ডের কেলগ কলেজের সভাপতি এবং সেখানে ইনোভেশন ও নলেজ এক্সচেঞ্জের অধ্যাপক তিনি বলেন, আমরা সংক্ষিপ্ত আলাপ করেছি। আমি তাকে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে বক্তৃতা দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলাম। আমরা সংক্ষিপ্ত কথোপকথন করেছি। আমি তাকে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে বক্তৃতা দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলাম, তিনি রাজি হয়েছিলেন। তার পরে তার উপদেষ্টা আমাকে ঘোষণা করতে বলেছিলেন।
উল্লেখ্য, ২০২০ সালের ২ ডিসেম্বর অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অক্সফোর্ড ইউনিয়নে ভাষণের জন্য আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন মমতা। কিন্তু শেষ মুহূর্তে তা বাতিল হয়। ২০১৭ সালেও তিনি আমন্ত্রণ পান।

রাজৌরিতে জঙ্গিদের সঙ্গে সংঘর্ষে চার সেনা জওয়ান নিহত

আপনজন ডেস্ক: জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরি জেলায় বুধবার নিরাপত্তা বাহিনী ও জঙ্গিদের মধ্যে সংঘর্ষে দুই ক্যাপ্টেনসহ চার সেনা সদস্য নিহত ও আরও দুজন আহত হয়েছেন। সেখানে আটকা পড়া দুই সন্ত্রাসীকে নিষ্ক্রিয় করতে আরও সেনা মোতায়েনের পর ওই এলাকায় ভয়াবহ বন্দুকযুদ্ধ চলছিল। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, সংঘর্ষে দুই ক্যাপ্টেন, একজন হাবিলদার ও এক জওয়ান প্রাণ হারিয়েছেন। এনকাউন্টারে এক মেজর এবং আরও এক জওয়ান আহত হয়েছেন এবং আহতদের উধমপুরে সেনাবাহিনীর কমান্ড হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ধর্মমালের বাজিমাল এলাকায় তল্লাশি অভিযানের পর জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদীদের সংঘর্ষ শুরু হয়।
সেনাবাহিনীর হোয়াইট নাইট কর্পস এক পোস্টে জানিয়েছে, সুনির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে রবিবার রাজৌরির গুলাবগড় জঙ্গলের কালাকোট এলাকায় যৌথ অভিযান শুরু করা হয়। ২২ শে নভেম্বর যোগাযোগ স্থাপন করা হয়েছিল এবং তীব্র গোলাগুলি শুরু হয়েছিল। সন্ত্রাসীরা আহত হয়েছে এবং ঘিরে ফেলা হয়েছে এবং অভিযান চলছে, ভারতীয় সেনাবাহিনীর সর্বোচ্চ ঐতিহ্যে নারী ও শিশুদের ক্ষতি রোধকরার চেষ্টায় নিজের সাহসীদের বীরত্ব এবং আত্মত্যাগের মধ্যে।
#Whiteknightcorps সর্বোচ্চ আত্মত্যাগকে স্যালুট জানাই।
কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, অতিরিক্ত সেনা মোতায়েনের মাধ্যমে অভিযান আরও জোরদার করা হয়েছে।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, রবিবার থেকে ওই এলাকায় সন্ত্রাসবাদীদের খুঁজে বের করতে তল্লাশি অভিযান চলছে। এক গ্রামবাসী সংবাদ সংস্থাকে বলেছেন, অপারেশনের কারণে আমাদের বাড়িতে থাকতে বলা হয়েছিল এবং বাইরে বের না হতে বলা হয়েছিল। আমাদের ছেলেমেয়েরা বাড়িতেই থাকত এবং স্কুলে যেত না। তিনি বলেন, গ্রামের নিকটবর্তী বনাঞ্চলে গোলাগুলি চলছে।

ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডস হোল্ডার প্রতিষ্ঠান

দানবীর অ্যাকাডেমি

প্রথম থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত

ভর্তি চলছে

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪ ● আবাসিক বালক বিভাগ

স্বল্প খরচে সুশিক্ষার একটি আদর্শ পীঠস্থান

দুস্থ, এতিম ছাত্রের জন্য বিশেষ সুযোগ

আপনার সন্তানের সার্বিক উন্নতির জন্য আমাদের ওপর নির্ভর করতে পারেন।

বাড়গড়চুমুক ● শ্যামপুর ● হাওড়া ● পিন-৭১১৩১২

9143076708 9734387558

আল-কুরআন এখন আরও সহজ হলো ● এই প্রথম পড়া এবং শোনা একসাথে

মূল আরাবিসহ সহজ বাংলা অনুবাদ ও সঠিক উচ্চারণ

আল-কুরআন

অনুবাদক : বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ ঐতিহাসিক গোলাম আহমাদ মোর্তজা(রহ:)

বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশিত কুরআনটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য সমূহ

- বাংলা অনুবাদে এত সহজ শব্দের ব্যবহার এই প্রথম।
- সহজ গদ্যে শুদ্ধ বঙ্গানুবাদ।
- সঠিক বাংলা উচ্চারণ
- বিশ্ববিখ্যাত দু'জন ক্বারির কণ্ঠে সমগ্র কুরআন শোনার ব্যবস্থা।
- পারার শেষে নৈতিক শিক্ষামূলক আরাবি ক্যালিগ্রাফিসহ বঙ্গানুবাদ।
- প্রতিটি সুরার বৈশিষ্ট্য, শানে নুযুল, টীকাসহ প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা।

QR কোডসহ

সমগ্র কুরআন এক খণ্ডে ১১৫০৲

দুই খণ্ড একত্রে আকর্ষণীয় গিফ্‌ট প্যাকসহ ১৪০০৲

গোলাম আহমাদ মোর্তজার গ্রন্থাবলী :

- চেপে রাখা ইতিহাস ৪৫০৲
- সিরাজুদ্দৌলার সত্য ইতিহাস ও রবীন্দ্রনাথ ৩০০৲
- বিভিন্ন চোখে স্বামী বিবেকানন্দ ৩০০৲
- এ এক অন্য ইতিহাস ২৫০৲
- বজ্রকলম ২৫০৲
- বাজেয়াপ্ত ইতিহাস ৯০৲
- ধর্মের সহিংস ইতিহাস ১২০৲
- ইতিহাসের এক বিস্ময়কর অধ্যায় ১১০৲
- পুস্তক সম্রাট ৯০৲
- অনন্য জীবন ১৫০৲
- মুসাফির ১১০৲
- সৃষ্টির বিস্ময় ৭০৲
- জাল হাদীস ও বিশ্বসমাজ ৮০৲
- ৪৮০টি হাদীস ও বিশ্বসমাজ ৮০৲
- এ সত্য গোপন কেন? ৩০৲
- সেরা উপহার ৩০
- রক্তমাখা ছন্দ ৩০৲
- রক্তমাখা ডায়েরী ৩০৲

বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন

বর্ণপরিচয়, বি-৯ কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলকাতা-৭০০ ০০৭

ফোন-০৩৩-২২৫৭ ০০৪২ ৯৮৩০০১২৯৪৭

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৮ বর্ষ, ৩১৫ সংখ্যা, ৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩০, ৮ জমাদিয়াল আউয়াল, ১৪৪৫ হিজরি

যেমন নেতা, তেমন জনগণ

ফরাসি দার্শনিক, লেখক, আইনজীবী ও কূটনীতিবিদ জোসেফ দ্য মায়েস্তর (১৭৫৩-১৮২১) ফরাসি বিপ্লবের (১৭৮৯) অন্যতম সাক্ষী। তাহার একটি উক্তি প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়াছে বিশ্বব্যাপী। তিনি বলিয়াছেন, 'ইন আ ডেমোক্রেসি পিপল গেট দ্য লিডারস দে ডিজার্ভ'। ইহার সহজ অর্থ দাঁড়ায়—যেমন জনগণ, তেমন তাহাদের নেতা। এই কথা বিশেষত তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশের জন্য খুবই প্রযোজ্য ও তাৎপর্যময়।

এই সকল দেশে চোর-বাটপাড়, বদমাইশ, দুর্নীতিবাজ, এমনকি দাগি অপরাধীরা পর্যন্ত অনেক সময় নেতা হইয়া যান। ইহা কি ভাবা যায়? ইহা কতটা দুঃখ ও লজ্জাজনক, তাহা বলিয়া শেষ করা যাইবে না। কেন এমন ঘটনা ঘটে? কেননা আমরা দেখিতে পাই, এই সকল দেশে নেতা হইয়া যাইবার পর সাত খুন মাফ হইয়া যায়। ক্ষমতায় থাকিতে তাহারা ধরাকে সরা জ্ঞান করে। সুশিক্ষা, আইনের শাসন, সুশাসন, মানবাধিকার, জবাবদিহিতা ইত্যাদির বালাই নাই বলিয়া যাহারা নেতা হইবার অযোগ্য, তাহারাও নেতা হইয়া যান। এই সকল দেশের সমাজব্যবস্থার মূলেই রহিয়াছে ত্রুটিবিচ্যুতি। চিন্তাভাবনায় রহিয়াছে বৈকল্য।

যে সমাজে দুর্নীতিবাজদের কদর মেলে, সেই সমাজের নেতারা দুর্নীতিবাজ হইবেন না কেন? চোখের সম্মুখে ও দিনে-দুপুরে পুকুর চুরি হইতে দেখিয়াও যাহারা প্রতিবাদমুখর হন না, তাহারা সেই দেশে ভালো নেতার জন্ম হইবার আশা করেন কীভাবে? ইহা ছাড়া যেই সকল দেশের জনগণ নিজেদের ট্যাক্সপেয়ার না ভাবিয়া প্রজা ভাবেন, সেইখানে স্বৈরাচারী ও রাজাসুলভ নেতার জন্ম হইবে, ইহাই কি স্বাভাবিক নহে? তাহারা এমনকি রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিকে নিজেদের মনে করিতে পারেন না। ইহার রক্ষণাবেক্ষণে যেমন উদাসীন, তেমনি রক্ষক নামক ভক্ষকদের পাকড়াও করিবার ব্যাপারে ভীরু ও দ্বিধাচিত্ত। এই জন্য ক্ষমতা হইতে অপসারণের পরপরই এই সকল দেশের নেতাদের বিরুদ্ধে একের পর এক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠিতে থাকে। কিন্তু নূতন করিয়া যাহারা ক্ষমতায় আসেন, তাহারা আগের চাইতে কয়েক গুণ বেশি উত্সাহ ও উত্সবে দুর্নীতিতে নিমজ্জিত হন। জনগণ তখন অনন্যোপায় হইয়া আবার আগের নেতাদের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে। কিছুদিন না যাইতেই দেখা যায়, দুর্নীতির মামলা হইতে তাহারা বেকসুর খালাস পাইতে থাকেন। এই সকল দেশে সাংবিধানিক, গণতান্ত্রিক ও জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি কেন শক্তিশালী হইতে পারে না, তাহার মূলেও রহিয়াছে ঐ উপরিউক্ত প্রবাদ বাক্য। এমন পরিপ্রেক্ষিতে অনেকে মনে করেন, যেই দেশে যেই নিয়ম তাহা মানিয়া চলাই বাঞ্ছনীয়। দুর্নীতি ও অনিয়মের মধ্যেই অনেকে অ্যাডজাস্ট করিয়া বসবাস করিতে চান। এইভাবে এই সকল দেশের ভাগ্য কখনো পরিবর্তন হয় না। রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, সংস্কৃতি প্রভৃতিতে মৌলিক গলদ থাকায় সাময়িক সময়ের জন্য উন্নতি হইলেও সেই সকল দেশের মানুষ আবার গ্যাড়াকলে নিপতিত হন। সংঘাত, সংঘর্ষ, অনৈক্য ইত্যাদি তাহাদের ললাট লিখনে পরিণত হয়। এই সকল দেশের জনগণ মনেপ্রাণে ইচ্ছা না করিলে এবং শিক্ষাদীক্ষা, অর্থনৈতিক সচ্ছলতা ও রাজনৈতিক সচেতনতার স্তরে উন্নত না হওয়া পর্যন্ত কোনো মৌলিক পরিবর্তনই সম্ভব নহে। রাজনৈতিক সচেতনতার প্রধান স্তম্ভ হইল ভোটাধিকারকে পবিত্র আমানত হিসাবে বিবেচনা করা এবং অর্থকড়িসহ কোনো কিছুতেই প্রভাবান্বিত না হওয়া বা নির্বুদ্ধিতার পরিচয় না দেওয়া। তবে কখনো কখনো উপরিউক্ত প্রবাদ বাক্যটিকে ঘুরাইয়া দেওয়া যাইতে পারে যদি সেই সকল দেশের জনগণ সৌভাগ্যক্রমে কোনো ক্যারিশম্যাটিক ও দেশপ্রেমিক নেতার সন্ধান পাইয়া যান। তখন ঐ বাক্যটি দাঁড়াইবে: লিডারস গেট দ্য পিপল দে ডিজার্ভ। অর্থাৎ যেমন নেতা, তেমন তাহার জনগণ। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে সেই স্বপ্নচারী ও দেশপ্রেমিক নেতার বিকাশ লাভের কি কোনো পরিবেশ অবশিষ্ট রহিয়াছে?

• • • • • • • • • • • •

উল্টো স্রোতে জো বাইডেনের কলাম

পুতিন ও হামাস প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে মানচিত্র থেকে মুছে ফেলতে চায়

ইসরায়েলিরা যখন এই ধাক্কা সামলে উঠতে পারছে না, তখন আরও ৭ অক্টোবর ঘটানোর অঙ্গীকার করেছে হামাস। ঘোষণা দিয়েছে, তারা থামবে না। ফিলিস্তিনিরা নিজস্ব ভূমি ও হামাসমুক্ত ভবিষ্যতের দাবিদার। গাজায় শিশুসহ কয়েক হাজার বেসামরিক নাগরিকের লাশের ছবি দেখে আমার বুক ভেঙে যায়। ফিলিস্তিনি শিশুরা তাদের মৃত মা-বাবার জন্য কাঁদছে। বাবা-মায়েরাও তাঁদের সন্তানদের হাত-পায়ে নাম লিখে রাখছেন যেন ভয়ংকর কিছু ঘটে গেলে তাদের শনাক্ত করা যায়। লিখেছেন **জো বাইডেন** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট।

এ সময় আমরা যে বিকল্প বেছে নেব, তার ওপরই নির্ভর করছে আমাদের ভবিষ্যৎ। এই যুদ্ধবিগ্রহের উল্টো দিকের বিশ্ব আসলে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? আমরা কি হামাসের নির্ভেজাল শয়তানি দেখতে থাকব? ইসরায়েল ও ফিলিস্তিন—এই দুই জাতি কি একদিন পাশাপাশি দুটি দেশে শান্তিতে বাস করবে না? আমরা কি ভ্লাদিমির পুতিনকে তাঁর আগ্রাসী ভূমিকার জন্য জবাবদিহি করব না? আমরা কি চাইব না যে ইউক্রেনের মানুষ স্বাধীনভাবে বাঁচুক? আর ইউরোপ নোঙর হয়েই থাকুক বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার? আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো, আমরা কি একটা ইতিবাচক ভবিষ্যতের জন্য অক্লান্ত চেষ্টা চালিয়ে যাব না? নাকি যারা আমাদের মূল্যবোধে বিশ্বাসী নয়, তাদের হাতেই আমাদের ভবিষ্যৎ ছেড়ে দেব? আমরা কি চাইব যে তারা টেনেহিঁচড়ে পৃথিবীকে আরও বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে যাক? আরও বিভক্তি তৈরি করুক?

পুতিন ও হামাস প্রতিবেশী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে মানচিত্র থেকে মুছে ফেলতে যুদ্ধে জড়িয়েছে। পুতিন ও হামাসের আশা বৃহত্তর আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা ও একত্রকরণের চেষ্টাকে ধসিয়ে দেওয়া। তারা অস্থিতিশীলতার সুযোগ নিতে চায়। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র তো তা করতে দেবে না, দিতে পারে না। আমাদের নিজেদের জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে এবং গোটা দুনিয়ার ভালোর জন্যই এই অবস্থান।

এই প্রেক্ষাপটে যুক্তরাষ্ট্র একটি অপরিহার্য দেশ। আমরা মৈত্রী ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক করি তাদের সঙ্গে, যারা দখলদারদের বিরুদ্ধে এক জোট হয়। আমাদের উদ্দেশ্য একটি উজ্জ্বলতর, শান্তিপূর্ণ ভবিষ্যতের দিকে যাত্রা। পৃথিবী সমসাময়িক এসব সমস্যা সমাধানে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। নেতৃত্বের দায় থেকেই যুক্তরাষ্ট্র নেতৃত্ব দিচ্ছে। কারণ, আমরা যদি আজ এই চ্যালেঞ্জ এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি, তাহলে দ্বন্দ্ব-সংঘাত আরও বাড়বে। আর পাল্লা দিয়ে বাড়বে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার ব্যয়। আমরা তা হতে দিতে পারি না।

ইউক্রেনের মানুষের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করার মূলে কাজ করেছে এই বোধ। আমরা চেয়েছি, ইউক্রেন যেন পুতিনের বর্বর যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করে যেতে পারেন। গত শতাব্দীর দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধ থেকে আমরা জেনেছি, ইউরোপে দখলদারির বিরুদ্ধে সবাই যদি চুপ থাকে, তাহলে সংকট বাড়ে। এই সংকট শুধু ইউরোপে আর সীমাবদ্ধ থাকে না।

যুক্তরাষ্ট্রকেও সক্রিয় হতে হয়। সে কারণে ইউক্রেনকে আমরা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, তা আমাদের নিজেদের নিরাপত্তার জন্য বিনিয়োগ। ভবিষ্যতে বড় ধরনের বিরোধ মেটাতে ইউক্রেনে আমাদের এই যুক্ততা প্রয়োজন।

আমরা মার্কিন সেনাবাহিনীকে এই যুদ্ধ থেকে দূরে রেখেছি। আমরা ইউক্রেনের সাহসী জনগোষ্ঠীকে অস্ত্র ও আর্থিক সহযোগিতা দিচ্ছি যেন তারা তাদের দেশের মাটিকে মুক্ত রাখতে পারে। আমরা চাই, এই বিরোধ যেন আর না ছড়ায়।

পুতিনের এই জয়কে আমরা তাই প্রতিরোধ করতে চাই।

যুক্তরাষ্ট্র একা এসব কাজ করছে না। ৫০টির বেশি দেশ আমাদের সঙ্গে আছে। আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করছি যেন ইউক্রেন নিজেদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারে। আমাদের অংশীদারেরা এই যুদ্ধের অর্থনৈতিক দায়ের বড় অংশ বহন করছে। আমরা আরও শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ ন্যাটো গঠন করেছি। আমাদের মিত্রদের শক্তিসামর্থ্য বাড়লে আদতে আমাদেরই নিরাপত্তা জোরদার হবে। একই সঙ্গে এ কথাও জোরালোভাবে বলতে চাই যে রাশিয়ার আগ্রাসন রুখতে আমরা ন্যাটোর প্রতিটি ইঞ্চির সুরক্ষা দেব। এই যুদ্ধে এশিয়ায় আমাদের মিত্ররাও আমাদের সঙ্গে রয়েছে। তারাও ইউক্রেনকে সমর্থন দিচ্ছে এবং পুতিনের কাছ থেকে জবাবদিহি চাইছে। কারণ, তারা জানে ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল ও ইউরোপের স্থিতিশীলতা একই সূত্রে গাঁথা।

হাসামের হামলার প্রতিক্রিয়ায় ফিলিস্তিনিদের ওপর ভয়াবহ যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে ইসরায়েল। বিমান ও স্থল অভিযান চালিয়ে গাজার একাংশকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছ।

যুক্তরাষ্ট্র একা এসব কাজ করছে না। ৫০টির বেশি দেশ আমাদের সঙ্গে আছে। আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করছি যেন ইউক্রেন নিজেদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারে। আমাদের অংশীদারেরা এই যুদ্ধের অর্থনৈতিক দায়ের বড় অংশ বহন করছে। আমরা আরও শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ ন্যাটো গঠন করেছি। আমাদের মিত্রদের শক্তিসামর্থ্য বাড়লে আদতে আমাদেরই নিরাপত্তা জোরদার হবে।

হাসামের হামলার প্রতিক্রিয়ায় ফিলিস্তিনিদের ওপর ভয়াবহ যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে ইসরায়েল। বিমান ও স্থল অভিযান চালিয়ে গাজার একাংশকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছ।

আমরা আরও দেখেছি কীভাবে মধ্যপ্রাচ্যের বিরোধ পুরো বিশ্বে অস্থিরতা ছড়িয়ে দেয়।

আমরা হামাসের খুনে ধ্বংসবাদী আচরণ থেকে ইসরায়েলিদের সুরক্ষার অধিকারের প্রতি জোরালো সমর্থন জানাই। ৭ অক্টোবর হামাস ৩৫ জন মার্কিন নাগরিকসহ ১ হাজার ২০০ মানুষকে খুন করে।

হলোকাস্টের পর এক দিনে ইহুদিদের এত মৃত্যুর ঘটনা আর ঘটেনি। নবজাতক, দু-আড়াই বছরের শিশু, মা-বাবা, দাদা-দাদি, নানা-নানি, শারীরিক প্রতিবন্ধী, হলোকাস্ট থেকে বেঁচে ফেরা মানুষের অঙ্গহানি ও হত্যা করেছে ওরা। পরিবারের সব সদস্য খুন হয়েছেন, এমন নজিরও আছে।

কনসার্টে অংশগ্রহণকারী অল্প বয়সী তরুণ-তরুণীরা খুন হয়েছেন। বুলেটবিদ্ধ ও অগ্নিদগ্ধ কিছু লাশের পরিচয় শনাক্ত করতে হিমশিম খেতে হয়েছে। আর এক মাসের বেশি সময় ধরে দুই শতাধিক মানুষ জিম্মি হয়ে আছেন। তাঁদের মধ্যে শিশু ও মার্কিন নাগরিক রয়েছেন। তাঁদের পরিবারগুলো নরকযন্ত্রণা ভোগ করছে। স্বজনেরা বেঁচে আছেন না মারা গেছেন, জানতে উদ্বেগের সঙ্গে অপেক্ষা করছে তারা। আমি যখন এই লেখা লিখছি, তখনো জিম্মি মুক্তির জন্য আমার সহকর্মীরা নিরলস চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

ইসরায়েলিরা যখন এই ধাক্কা সামলে উঠতে পারছে না, তখন আরও ৭ অক্টোবর ঘটানোর অঙ্গীকার করেছে হামাস। ঘোষণা দিয়েছে, তারা থামবে না। ফিলিস্তিনিরা নিজস্ব ভূমি ও হামাসমুক্ত ভবিষ্যতের দাবিদার। গাজায় শিশুসহ কয়েক হাজার বেসামরিক নাগরিকের লাশের ছবি দেখে আমার বুক ভেঙে যায়। ফিলিস্তিনি শিশুরা তাদের মৃত মা-বাবার জন্য কাঁদছে। বাবা-মায়েরাও তাঁদের সন্তানদের হাত-পায়ে নাম লিখে রাখছেন যেন ভয়ংকর কিছু ঘটে গেলে তাদের শনাক্ত করা যায়।

প্রতিটি প্রাণই অমূল্য। ফিলিস্তিনি নার্স ও চিকিৎসকেরা প্রাণপণ চেষ্টা করছেন প্রত্যেকের জীবনকে রক্ষা করতে। তাঁদের হাতে সামান্য সরঞ্জাম আছে, কিংবা কিছুই নেই। প্রত্যেক ফিলিস্তিনির প্রাণহানি একটি গোটা পরিবার বা সমাজকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়।

যুদ্ধে সাময়িক বিরতিই আমাদের মূল লক্ষ্য হওয়া অনুচিত। যুদ্ধ বন্ধ হওয়া উচিত সারা জীবনের জন্য। উচিত চলমান সহিংসতার চক্র ভেঙে গাজা ও মধ্যপ্রাচ্যে নতুন কিছু গড়ার উদ্যোগ নেওয়া, যেন একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি না হয়।

৭ অক্টোবরের কয়েক সপ্তাহ আগে আমি নিউইয়র্কে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। ওই আলোচনায় কিছু বাস্তবসম্মত প্রতিশ্রুতি নিয়ে কথা হয়। বৃহত্তর মধ্যপ্রাচ্যে ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের অন্তর্ভুক্তিতে সাহায্য করতে পারে, এমন সব বিষয়ই ছিল আলোচনার কেন্দ্রে। সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব, জর্ডান ও ইসরায়েলকে মাঝখানে রেখে ভারত ও ইউরোপের মধ্যে একটি অর্থনৈতিক করিডর স্থাপনের অভিনব প্রস্তাবও সে কারণেই উঠেছিল। গত সেপ্টেম্বরে ভারতে জি-২০ বৈঠকে এর ঘোষণাও দেওয়া হয়েছিল।

দেশে দেশে যোগাযোগ বাজারের সম্ভাবনা বাড়ায়, বিনিয়োগেরও সুযোগ সৃষ্টি করে। আঞ্চলিক যোগাযোগ-অর্থনৈতিক অবকাঠামো তরুণদের জন্য আরও বেশি কাজের সুযোগ সৃষ্টি করে। আমরা মধ্যপ্রাচ্যে তা-ই চাই। আমি এমন এক ভবিষ্যৎ চাই, যেখানে হামাসের সহিংসতা ও ঘৃণার কোনো জায়গা নেই। আমি মনে করি, এমন একটা ভবিষ্যৎ নস্যাৎ করতেই হামাস এই সংকট তৈরি করেছে।

গাজায় ইসরায়েলি হামলায় নিহত ফিলিস্তিনিদের বড় একটি অংশ শিশু। এক শিশুর মৃতদেহ জড়িয়ে কাঁদছেন স্বজন।

গাজায় ইসরায়েলি হামলায় নিহত ফিলিস্তিনিদের বড় একটি অংশ শিশু। এক শিশুর মৃতদেহ জড়িয়ে কাঁদছেন স্বজন।

এটা পরিষ্কার যে ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনিদের দীর্ঘমেয়াদি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে দুটি পৃথক দেশের দিকে যেতে হবেই। যদিও এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে এই চাওয়া সুদূর পরাহত, তবু এটা হতেই হবে।

দুই দেশভিত্তিক সমাধান—দুটি জাতি পাশাপাশি বসবাস করবে, সমান স্বাধীনতা, সুযোগ ও মর্যাদা ভোগ করবে, যেখানে শান্তিই থাকবে সর্বাগ্রে। এর জন্য ইসরায়েলি ও ফিলিস্তিনি—দুই পক্ষের কাছ থেকেই প্রতিশ্রুতি চাই। সেই সঙ্গে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যুক্তরাষ্ট্র, তাদের মিত্র ও অংশীদারদের। এই কাজ এখনই শুরু করতে হবে।

পরবর্তী অংশ আগামীকাল..

ইসরায়েল-ফিলিস্তিন যুদ্ধ: নির্বিচারে গণহত্যা বন্ধ হোক/৩

মহবুবুর রহমান

হামাস নেতা সালেহ আল-আরৌরি বলেন, এ অভিযান ছিল "দখলদারী অপরাধের" সুস্পষ্ট প্রতিক্রিয়া। তিনি আরো যোগ করেন যে, যোদ্ধারা আকসা মসজিদ এবং দখলদার ইস্রায়েলের হাতে বন্দী হওয়া হাজার হাজার ফিলিস্তিনি বন্দীকে রক্ষা করছে। এনজিও আডমির অনুমান করেছে যে, প্রায় ৫,২০০ জন ফিলিস্তিনি বন্দী রয়েছেন; যাদর মধ্যে ৩৩ জন মহিলা এবং ১৭০ জন অপ্রাপ্তবয়স্ক।

তথ্যমতে ৭ অক্টোবর ইসরায়েলি ভূখণ্ডে হামাস হামলা চালালে এক হাজার ২০০ ইসরায়েলি নিহত হন। হামাসের হাতে জিম্মি হন প্রায় ২০০ ইসরায়েলি ও বিদেশী নাগরিক। প্রথমে এক হাজার ৪০০ নিহত ও ২৪০ জিম্মির কথা বললেও পরে সংখ্যাটি সংশোধন করে ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ।

এর পর থেকে প্রায় ৪০ দিন ধরে গাজা ভূখণ্ডে নির্বিচার ও প্রতিশোধমূলক বিমান ও স্থল হামলা চালাচ্ছে ইসরায়েল। এই হামলার সর্বশেষ লক্ষ্যবস্তু হল গাজার সবচেয়ে বড় হাসপাতাল আল-শিফা।

বেশ কয়েকদিন ধরেই আল-শিফা হাসপাতালের আশেপাশের এলাকাগুলোতে চলছে হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যে স্থল যুদ্ধ। এর মাঝে থেমে নেই ইসরায়েলের নির্বিচার বোমাবর্ষণও।

হাসপাতাল থেকে কেউ বেরও হতে পারছেন না, সেখানে কেউ ঢুকতেও পারছেন না। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও চিকিৎসাসামগ্রীর অভাবে হাসপাতালের রোগী, চিকিৎসক ও সেখানে আশ্রয় নেওয়া বাস্তুচ্যুত মানুষ চরম দুর্দশার মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা হাসপাতালের ভেতরের পরিস্থিতিকে 'ভয়াবহ' বলে বর্ণনা করেছেন। তারা জানান, চেতনানাশক ছাড়াই এরকম অস্থায়ী অপারেশ থিয়েটারে রোগীদের সার্জারি করছেন চিকিৎসকরা।

তাদের কাছে সামান্য খাবার-জল রয়েছে, যা খুব শিগগির ফুরিয়ে যাবে।এ তথ্য জানিয়েছে রয়টার্স, বিবিসি, সিএনএন,আল জাজিরা।

নিহতদের লাশ দাফন করারও জায়গা নেই—পচা লাশের গন্ধে ভরে গেছে পুরো হাসপাতাল। হাসপাতালটির পরিচালক মোহাম্মাদ আবু সালমিয়া জানান, কমপ্লেক্সের ভেতর গণকবরে খুঁড়ে শ শ মরদেহ কবর দেওয়া হয়েছে।

এদিকে ইসরায়েলের সেনাবাহিনী এক বিবৃতিতে জানায়, '(হাসপাতালের) একটি সুনির্দিষ্ট জায়গায়, পূর্ব নির্ধারিত লক্ষ্যবস্তুতে হামাসের বিরুদ্ধে এই নিখুঁত অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে।'সেনাবাহিনী অপর এক বিবৃতিতে দাবি করে, অভিযানের সময় তারা হাসপাতালে ইনকিউবেটর, শিশুদের জন্য খাবার ও চিকিৎসা সামগ্রী পৌঁছে দিয়েছে। ফিলিস্তিনে নির্বিচারে গণহত্যা নিয়ে পশ্চিমাদের নৈতিক অবস্থান খুবই অমানবিক ও উদ্বেগের! ইসরাইল দাবি করে, 'আমাদের মেডিকেল টিম ও আরবি ভাষায় কথা বলতে পারেন এমন সেনারা এই অভিযানে আছেন। তাদের দায়িত্ব এসব উপকরণ সঠিক মানুষের হাতে তুলে দেওয়া'।

ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর মুখপাত্র লেফটেন্যান্ট কর্নেল পিটার লার্নার সিএনএনকে জানান, '(আল-শিফা) হাসপাতাল ও কমপাউন্ড হামাসের সব কার্যক্রমের কেন্দ্র। এমন কী, একে আমরা (হামাসের) হৃদযন্ত্র বা মধ্যাকর্ষণকেন্দ্র হিসেবেও বিবেচনা করতে পারি।' বিশ্লেষকদের অভিমত, এ দাবি সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও আক্রোশমূলক।যা আসলেই ভিত্তিহীন।

এদিকে ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্যমন্ত্রী মাই আল-কাইলা এক বিবৃতিতে ইসরায়েলি বাহিনীর এই অভিযানকে 'মানবতার বিরুদ্ধে নতুন অপরাধ' হিসেবে অভিহিত করেছেন।ফিলিস্তিনের ওয়াফা সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত বিবৃতিতে তিনি বলেন, 'হাসপাতালে অসহায় রোগীরা আছেন। একইসঙ্গে আছেন চিকিৎসাকর্মীরাও। হাসপাতালে অভিযান চালিয়ে ইসরায়েল মানবতার বিরুদ্ধে চরম অপরাধ করেছে।' গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র আশরাফ আল-কুদরা আল জাজিরাকে বলেন, 'ইসরায়েলি বাহিনী এখন হাসপাতালের বেসমেন্টে আছে। সেখানে তারা তল্লাশি চালাচ্ছে। কমপ্লেক্সের ভেতরেও আছে সেনারা। সেখানে নির্বিচার গুলি ও বোমাবর্ষণ চালাচ্ছে।'

গাজা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক ড. মুনির আল-বুর্শও আল জাজিরা টিভিতে দেওয়া বক্তব্যে বলেন, ইসরায়েলি বাহিনী হাসপাতাল কমপ্লেক্সের পশ্চিম অংশে হামলা চালিয়েছে।

এদিকে হোয়াইট হাউস পক্ষপাতদুষ্টতা করে জানিয়েছে, মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার কাছে যে তথ্য আছে, তা ইসরায়েলের দাবির সঙ্গে মিলে যায়।ইসরায়েলের সঙ্গে সুর মিলিয়ে হোয়াইট হাউজ জানায়, হামাস ও অপর এক সশস্ত্র সংগঠন, ফিলিস্তিনি ইসলামিক জিহাদ তাদের 'নিয়ন্ত্রণকেন্দ্র' আল-শিফার অভ্যন্তরে লুকিয়ে রেখেছে। হামাস এসব দাবি অস্বীকার করেছে। বিবিসির বিশ্লেষণও একই কথা বলছে, প্রতিষ্টিত করেছে।

জাতিসংঘের দেওয়া তথ্যের সারকথা হচ্ছে আল-শিফা হাসপাতালে অন্তত তিন হাজারের মত রোগী, চিকিৎসক ও বাস্তুচ্যুত মানুষ আছেন। নিরবচ্ছিন্ন ড্রোন ও স্নাইপার হামলার কারণে তারা বের হতে পারছেন না।এ ছাড়া, জাতিসংঘ গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে জানায়, আল-শিফায় ভেন্টিলেটর সহ সার্বিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে এখন অবধি বহু সংখ্যক রোগী মারা গেছেন।এদিকে ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য দফতরের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলেছে। ফিলিস্তিনের হাসপাতাল,স্কুল, শরনার্থীশিবির আদিতে ইসরাইল কর্তৃক সৃষ্ট কৃত্রিম সংকটময় পরিস্থিতির কবলে পড়ে মৃতের সংখ্যা উদ্বেগজনক ভাবে হু হু করে বাড়ছে! তথ্যমতে প্রায় ১৫০০ মানুষ শুধু শিফা হাসপাতালে আবদ্ধ হয়ে আছেন।যে কোনো সময় ৬০০-৭০০ মানুষের মৃত্যু হতে পারে।তাই হু (ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন) অনতিবিলম্বে যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়েছে।

ইতিমধ্যে এ যুদ্ধ ত্রাস নিয়ে বিশ্ব নেতারা সবাই ঝেড়ে না কাঁশলেও ইসরাইল কর্তৃক ফিলিস্তিন (গাঁজা) ভূখণ্ডে অতর্কিত হামলা ও বোমাবর্ষণের বিপক্ষে রাষ্ট্র সংঘ কর্তৃক আনীত নিন্দা প্রস্তাবে ১৪৫ টি দেশ স্বপক্ষে (ইসরাইলের বিপক্ষে) ভোট দিয়েছে।এর মধ্যে ভারত অন্যতম। উপরন্তু,ভারত সহ কয়েকটি দেশ স্বাধীন ফিলিস্তিনের পক্ষেও মত দিয়েছে। যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক অতি সম্প্রতি রাজধানী লন্ডনের লর্ড মেয়র'স ব্যাঙ্কোয়েট হলে দেওয়া এক বক্তব্যে হামাস-ইসরায়েলের সাম্প্রতিক যুদ্ধ নিয়ে দ্বিরাষ্ট্র ভিত্তিক সমাধানের কথাই স্পষ্ট হয়েছে। তিনি আরোও বলেন, 'অনেকেই ভাবতে পারেন যে ইসরায়েলি বা ইহুদিদের প্রতি ঘৃণাবশত হামাস গত ৭ অক্টোবর হামলা চালিয়েছে; কিন্তু আমার মনে হয় এই ধারণা পুরোপুরি ঠিক নয়। কেবলমাত্র ঘৃণার বশবর্তী হয়ে হামাস এই হামলা করেনি।'

চলবে.....

প্রথম নজর

গাজায় নিহতের সংখ্যা ছাড়াল ১৪ হাজার

আপনজন ডেস্ক: গাজায় ইসরায়েলি হামলা চলছে গত ৭ অক্টোবর থেকে। দেড় মাস ধরে অবরুদ্ধ অঞ্চলটিতে ইসরায়েলি বাহিনীর নির্বিচার হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন ১৪ হাজার ফিলিস্তিনি। নিহতদের মধ্যে সাড়ে ৫ হাজারের বেশি শিশু এবং নারী প্রায় ৪ হাজারের বেশি। রোববার সন্ধ্যায় গাজা প্রশাসনের জনসংযোগ বিভাগ এক বিবৃতিতে এই তথ্য জানিয়েছে।

এছাড়া ইসরায়েলি হামলায় ধ্বংস হয়ে গেছে হাসপাতাল, মসজিদ ও গির্জাসহ হাজারও ভবন। মঙ্গলবার রাতে এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম আনাদোলু এজেন্সি।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি হামলায় নিহত ফিলিস্তিনিদের সংখ্যা ১৪ হাজার ১২৮ জনে পৌঁছেছে বলে অবরুদ্ধ এই ভূখণ্ডটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় মঙ্গলবার জানিয়েছে।

এক বিবৃতিতে মন্ত্রণালয় আরও জানিয়েছে, 'নিহতদের মধ্যে ৫ হাজার ৮৪০ জনেরও বেশি শিশু এবং ৩ হাজার ৯২০ জন নারী রয়েছেন।'

গত ৭ অক্টোবর হামাসের নজিরবিহীন আন্তঃসীমান্ত হামলার পর থেকে ইসরায়েল গাজা উপত্যকায় অবিরাম বিমান ও স্থল হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। ইসরায়েলি এই হামলায় হাসপাতাল, মসজিদ, গির্জাসহ হাজার হাজার ভবন ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হয়ে গেছে।

অন্যদিকে সংঘাত শুরুর পর থেকেই গাজায় সম্পূর্ণ অবরোধ আরোপ করে রেখেছে ইসরায়েল। ইসরায়েলি অবরোধ গাজাকে জ্বালানি, বিদ্যুৎ এবং পানির সরবরাহ থেকেও পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে।

ফিলিস্তিনের পক্ষে কথা বলায় বরখাস্ত হলেন স্পেনের মন্ত্রী

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনকে সমর্থন করার দায়ে স্পেনের সামাজিক অধিকার রক্ষা বিষয়কমন্ত্রী ইয়ন ব্যালেরাকে বরখাস্ত করেছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী। ইউরোপের এই মন্ত্রী একাই গাজায় ইসরায়েলি গণহত্যার বিরোধিতা করে আসছিলেন।

কয়েক দিন আগে তিনি বলেছেন, সবার সামনে ফিলিস্তিনে গণহত্যা চালাচ্ছে ইহুদিবাদী ইসরায়েল। এর আগে তিনি গাজায় বর্বর আগ্রাসন ও নির্বিচারে নারী, শিশু ও বেসামরিক লোকজন হত্যা করার জন্য দখলদার ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর শাস্তি দাবি করেছিলেন। একই সঙ্গে তিনি ইসরায়েলের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন।

ইউরোপীয় এই মন্ত্রী স্পষ্টভাবে বলেছিলেন, আমাদের নিষ্ক্রিয়তা ইসরায়েলকে গণহত্যা চালাতে সহযোগিতা করছে। ইউরোপীয় নেতাদের উদ্দেশে সহজ বার্তাটি হলো আমাদেরকে ইসরায়েলের এই গণহত্যার সহযোগী বানাবেন না। ইউরোপীয় ইউনিয়নের নামে কোনো কাজ করবেন না।

গাজায় গণহত্যার প্রতি সমর্থন ও সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় দেশগুলো। গাজায় গণহত্যা শুরুর পরপরই ইউরোপ ও আমেরিকার নেতারা ইসরায়েল সফর করে দখলদারদের প্রতি তাদের সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেছিলেন।

চিনের বিরুদ্ধে মসজিদ ভাঙার অভিযোগ তুলেছে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ

আপনজন ডেস্ক: মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডাব্লিউ) অভিযোগ করেছে, চিনা কর্তৃপক্ষ দেশটিতে থাকা বেশ কয়েকটি মসজিদ বন্ধ এবং তা ভেঙে পুনর্নির্মাণ করছে। যা ইসলামের চর্চা বন্ধে একটি পরিকল্পিত প্রচেষ্টার অংশ।

সংস্থাটির এমন অভিযোগের ভিত্তিতে আজ বুধবার একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে ব্রিটিশ গণমাধ্যম বিবিসি।

এইচআরডাব্লিউর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চিনে ইসলাম ধর্মের অনুসারী প্রায় ২০ মিলিয়ন। তাদের বেশির ভাগই জিনজিয়াং, কিংহাই, গানসু ও নিংজিয়া এলাকায় বসবাস করে।

প্রতিবেদনটি চিনের উত্তর-পশ্চিম জিনজিয়াং অঞ্চলে উইঘুর মুসলমানদের বিরুদ্ধে কৌশলগত মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। তবে বেইজিং এমন অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচের চিনের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক মায়া ওয়াং বলেছেন, 'চিন সরকারের মসজিদ বন্ধ, ধ্বংস এবং পুনর্নির্মাণ কার্যক্রম দেশটিতে ইসলামের চর্চা বন্ধ করার একটি কৌশলগত প্রচেষ্টার অংশ।

চিনে দুটি প্রধান মুসলিম জাতিগোষ্ঠী রয়েছে। একটি হুইসরা তাং রাজবংশের সময় অষ্টম শতাব্দীতে চিনে আসা মুসলমানদের বংশধর। দ্বিতীয়টি হলো, উইঘুর। যাদের বেশির ভাগই জিনজিয়াংয়ে বসবাস করে।

এইচআরডাব্লিউ প্রতিবেদনে আরো জানিয়েছে, নিংজিয়ার স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের লিয়াওকিয়াও গ্রামের ছয়টির মধ্যে তিনটি মসজিদের গম্বুজ ও মিনার খুলে ফেলা হয়েছে। বাকি মসজিদ ভেঙে ফেলা হয়েছে। একটি স্যাটেলাইট ফুটেজে লিয়াওকিয়াও গ্রামে মসজিদ পুনর্নির্মাণ করতে দেখা গেছে।

বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চিনের নেতা শি চিনপিংয়ের অধীনে কমিউনিস্ট পার্টি রাজনৈতিক মতাদর্শ এবং চিনা সংস্কৃতির সঙ্গে ধর্মকে সারিবদ্ধ করার চেষ্টা করেছে। ২০১৮ সালে চিনা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি একটি নথি প্রকাশ করে।

যাতে মসজিদগুলোর নিয়ন্ত্রণ এবং একত্রীকরণের কথা উল্লেখ আছে। প্রদেশিক সরকারকে এই জাতীয় কাঠামো (মসজিদ) আরো বেশি করে ভেঙে ফেলা এবং কম নির্মাণের প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে। নথিতে মসজিদ নির্মাণ, বিন্যাস এবং তহবিল কঠোরভাবে পর্যবেক্ষণ করা আবশ্যক বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

তবে চিনা সরকার দাবি করেছে, মসজিদের একত্রীকরণ প্রায়ই ঘটে। এটা ঘটে যখন গ্রামবাসীরা অন্য স্থানে চলে যায় বা একত্র হয়। যা মুসলমানদের ওপর অর্থনৈতিক বোঝা কমাতে সাহায্য করে।

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক হুই কর্মী মা জুর মতে, মসজিদ থেকে বাহ্যিক উপাদানগুলো সরানোর পর, স্থানীয় সরকার নামাজ কায়েমের জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধা, যেমন অজুর স্থান এবং ইমামের মঞ্চগুলো সরিয়ে ফেলে। হিউম্যান রাইটস ওয়াচের প্রতিবেদনে মা জুকে উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, 'তখন মুসলমানরা মসজিদে যাওয়া বন্ধ করে দেয় এবং তখন কর্তৃপক্ষ মসজিদগুলো বন্ধ করার অজুহাত দেখায়।'

হিউম্যান রাইটস ওয়াচের এশিয়ার পরিচালক ইলেইন পিয়ারসন বলেছেন, সারা বিশ্বের আরব ও মুসলিম নেতাদের উচিত এ নিয়ে প্রশ্ন তোলা এবং উদ্বেগ প্রকাশ করা।

ফিলিস্তিনিদের টিউশন ফি মওকুফ করল মালয়েশিয়া-তুরস্ক

আপনজন ডেস্ক: মালয়েশিয়া ও তুরস্কে অধ্যয়নরত ফিলিস্তিনি শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি মওকুফ করার ঘোষণা দিয়েছে দেশ দুটির সরকার।

মালয়েশিয়ার বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছয় শতাধিক ফিলিস্তিনি শিক্ষার্থীর টিউশন ফি এক বছরের জন্য মওকুফ করার ঘোষণা দিয়েছে দেশটি।

একইসাথে দেশটির বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া দুই শতাধিক ফিলিস্তিনি শিক্ষার্থীকে এই সুবিধা দিতে আলোচনা চলছে। এছাড়াও তাদের আগামী বছরের জন্য মাসিক হারে ভাতা দেওয়ার কথাও ভাবছে মালয়েশিয়া।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স-এ এক বার্তায় মালয়েশিয়া সরকারের এ পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছে ফিলিস্তিনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

এদিকে তুরস্কে অধ্যয়নরত ফিলিস্তিনি শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি মওকুফ করার ঘোষণা দিয়েছে দেশটির সরকার।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স-এ এক বার্তায় তুরস্ক সরকারের এ পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছে ফিলিস্তিনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

এ বিষয়ে এরইমধ্যে একটি আদেশ জারি করেছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রজব তাইয়েব এরদোগান।

আদেশে বলা হয়, তুরস্কে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক ও ডিপ্লোমা পর্যায়ে অধ্যয়নরত গাজ্জার শিক্ষার্থীদের এ বছরের দ্বিতীয় সেমিস্টারের খরচ বহন করবে তুর্কি সরকার।

বিরতির পর ফের অভিযান শুরু হবে গাজায়: নেতানিয়াহু

আপনজন ডেস্ক: অবশেষে সাময়িক যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে সম্মত হয়েছে ইসরায়েল ও হামাস। অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় নির্বিচার হামলা বন্ধের এ প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছে ইসরায়েলের মন্ত্রিসভা। ফলে অন্তত চার দিনের জন্য গাজাবাসী ইসরায়েলি বাহিনীর হামলা থেকে রেহাই পাবে।

তবে বিরতি শেষে গাজা উপত্যকায় ফের ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনীর অভিযান শুরু করবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু।

এদিকে হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যে যুদ্ধবিরতির চুক্তি হলেও কখন থেকে এটি শুরু হবে তা নিয়ে বিস্তারিত কিছু বলা হয়নি। তবে এই চুক্তির মধ্যস্থতাকারী কাতারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এটি ২৪ ঘন্টার মধ্যে ঘোষণা করা হবে।

এর আগে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে দেওয়া বিবৃতিতে বলা হয়, দেশটির সরকার সব জিম্মিকে দেশে ফিরিয়ে আনতে বদ্ধপরিকর। তাতে আরও বলা হয়েছে, সরকার লক্ষ্য অর্জনের একটি রূপরেখা অনুমোদন করেছে এবং সেই অনুযায়ী নারী ও শিশুদের সমন্বয়ে আগামী চারদিনে মুক্তি পাবে অন্তত ৫০ জিম্মি। এ সময় যুদ্ধে বিরতি দেওয়া হবে।

পাশাপাশি ইসরায়েল সরকার বলেছে, এর বাইরে অতিরিক্ত প্রতি ১০ জিম্মির মুক্তির জন্য একদিন করে যুদ্ধবিরতি থাকবে। এতে আরও বলা হয়, ইসরায়েল সরকার, আইডিএফ (ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী) ও নিরাপত্তা সংস্থাগুলো সব জিম্মিকে মুক্ত করতে, হামাস নির্মূলে এবং গাজা থেকে ইসরায়েলের প্রতি নতুন কোনো হুমকি আসবে না- এমনটা নিশ্চিতে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে।

ইসরায়েলের পর ওই চুক্তির বিষয়ে একটি বিবৃতি দিয়েছে হামাস। সেখানে তারা বলেছে, ৫০ জিম্মিকে ছেড়ে দেওয়ার বিনিময়ে ইসরায়েলি কারাগারে আটক দেড়শ' ফিলিস্তিনি নারী ও শিশু মুক্তি পাবে।

ইসরায়েলের হামলায় হামাস নেতা ইসমাইল হানিয়ার নাতি নিহত

আপনজন ডেস্ক: দখলদার ইসরায়েলি বাহিনীর বোমা হামলায় নিহত হয়েছেন ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাসের রাজনৈতিক প্রধান ইসমাইল হানিয়ার নাতি। মঙ্গলবার (২১ নভেম্বর) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে ফিলিস্তিনি সংবাদমাধ্যম আল কুদস।

প্রতিবেদনে জানানো হয়, দশদিন আগে ইসরায়েলের বিমান হামলায় ইসমাইল হানিয়ার নাতনি নিহত হন। এবার তার বড় নাতি জামাল মুহাম্মদ হানিয়ার নিহতের সংবাদ পাওয়া গেল। জামাল পেশায় একজন সাংবাদিক ছিলেন। নাতি বা নাতনি কারো মৃত্যুতেই কোন মন্তব্য করেনি ইসমাইল হানিয়া বা তার সংগঠন হামাস।

বর্তমানে হামাস ও ইসরায়েল সাময়িক যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছে। হামাসের হাতে জিম্মি ৫০ ইসরায়েলির মুক্তির বিপরীতে ৪ দিনের এ যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয় ইসরায়েল। গত ৭ অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া ইসরায়েলের হামলায় ১৪ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহতের পর কিছু সময়ের জন্য স্বস্তি পাবে বেসামরিক ফিলিস্তিনিরা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ইতালিতে মাফিয়া চক্রের সদস্যদের দৃষ্টান্তমূলক সাজা

আপনজন ডেস্ক: ইতালির একটি আদালতে চাঁদাবাজি, চুরি ও মাদক পাচারের মতো অভিযোগে সাজা হলো দুইশর বেশি মাফিয়া কর্মীসহ দেশটির সরকারি কর্মীদেরও। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, কুখ্যাত মাফিয়া চক্র 'এনদ্রাঙ্গেতা'-র সাথে জড়িত ছিল তারা। তিন বছর ধরে চলা এই মামলায় অবশেষে রায় ঘোষণা হয়েছে। বিশ্বের অন্যতম ক্ষমতাশালী মাফিয়া চক্রদের মধ্যে একটি এই এনদ্রাঙ্গেতা। ইতালির এই মামলা ও তারপরের এই রায় এনদ্রাঙ্গেতার কার্যকলাপে গভীর প্রভাব ফেলবে বলে ধারণা বিশেষজ্ঞদের। এনদ্রাঙ্গেতার শীর্ষ দুই নেতাকে ৩০ বছরের কারাবাসের সাজা দেয়া হয়েছে। এই মামলায় ৩২২ জন আসামীর বিরুদ্ধে লড়ছিলেন সরকারি আইনজীবীরা। এদের বিরুদ্ধে উঠেছিল মাদক ও অস্ত্র পাচার, চাঁদাবাজি ও মাফিয়া কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত থাকার মতো অভিযোগ। উল্লেখ্য, 'মাফিয়া সংযোগ' ধারাটি ইতালির আইনের অন্তর্ভুক্ত আছে। ইতালির রাজনীতিক ও সাবেক অ্যান্টি মাফিয়া চিফ প্রসিকিউটার ফেদেরিকো কাফিয়েরো দে রাহো বার্তা সংস্থা এপিকে বলেন, এ মামলা ও বিচারের গুরুত্ব অপরিসীম, কারণ প্রথমত, এনদ্রাঙ্গেতার বিরুদ্ধে মামলাটি শুধু কালাব্রিয়ার জনতাকে নয়, গোটা দেশের জনতাকেই অর্থবহ বার্তা দেয়। কিন্তু ইউরোপিয়ান ও বৈশ্বিক স্তরেও এর প্রভাব রয়েছে, কারণ এনদ্রাঙ্গেতা বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী মাফিয়া সংগঠন, যারা মাদকের গতিবিধিসহ আরো অনেক কিছুই নিয়ন্ত্রণ করে। দক্ষিণ ইতালির লামেজিয়া টেরমে শহরে বিশেষভাবে স্থাপিত একটি ভবনে চলে এ মামলার বিচারের কাজ। বিচার চলাকালে ভবনটিতে উচ্চস্তরের বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেয়া হয়। মাফিয়া চক্রের সাথে যুক্ত থাকার অভিযোগে ১১ বছরের কারাবাসের সাজা পান জিয়ান কার্লো পিত্তেল্লি। তিনি বর্তমানে ইতালিতে ক্ষমতাসীন জোটসঙ্গী দল ফরজা ইতালিয়া দলের সাবেক সদস্য। দক্ষিণ ইতালির কালাব্রিয়া অঞ্চলে নিজেদের ঘাঁটি থেকে গোটা ইউরোপজুড়ে কোকেন পাচার চালায় এনদ্রাঙ্গেতা বলে মত বিশিষ্ট অ্যান্টি-মাফিয়া প্রসিকিউটরদের। গণপরিসরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এনদ্রাঙ্গেতা সদস্যদের দেখা যায়, যেমন নগর পরিষদের কার্যালয় বা আদালত বা হাসপাতালেও। ইতালি ছাড়াও তাদের কর্মকাণ্ড ছড়িয়ে আছে উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা থেকে আফ্রিকার বিভিন্ন কোণে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৩০মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৪.৫৬ মি.

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৩০	৫.৫৫
যোহর	১১.২৮	
আসর	৩.১৬	
মাগরিব	৪.৫৬	
এশা	৬.১০	
তাহাজ্জুদ	১০.৪৩	

যুদ্ধবিরতি আলোচনার মধ্যেই গাজায় বিমান হামলা, নিহত ১৫

আপনজন ডেস্ক: যুদ্ধবিরতি নিয়ে আলোচনার মধ্যেই ফিলিস্তিনের গাজার খান ইউনিসে মঙ্গলবার রাতে একটি আবাসিক ভবনে বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল। এ ঘটনায় ১৫ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরো ২২ জন। ওই আবাসিক ভবনের একটি ভিডিওতে সেখানকার বাসিন্দাদের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে নিখোঁজ ব্যক্তিদের খুঁজতে দেখা গেছে। কয়েকজন শিশুর মরদেহ চাদরে মুড়িয়ে রাখতে দেখা যায়। হামাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত টেলিগ্রাম চ্যানেল শেহাব নিউজ এজেন্সি জানিয়েছে, নিহত ও আহতদের নাসের হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

ফিলিস্তিনের মুক্তিকামী সংগঠন হামাসের হাতে গাজায় বন্দি ৫০ জন ফিলিস্তিনিকে মুক্তির শর্তে চারদিনের যুদ্ধবিরতির একটি প্রস্তাব অনুমোদন করেছে ইসরায়েলের মন্ত্রিসভা। দীর্ঘ বৈঠকের পর বুধবার ভোরে হামাসের সঙ্গে এ সংক্রান্ত চুক্তি অনুমোদন দেয় মন্ত্রিসভা। কাতার এ প্রস্তাবে মধ্যস্থতা করেছে।

ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, যুদ্ধে চার দিনের বিরতিতে জিম্মিদের মুক্তি দেওয়া হবে। চুক্তির অধীনে অতিরিক্ত প্রতি ১০ জন বন্দি মুক্তির বিনিময়ে ইসরায়েল যুদ্ধবিরতি একদিন করে বাড়াবে।

মেক্সিকোতে বাস দুর্ঘটনায় নিহত ১২

আপনজন ডেস্ক: মেক্সিকোর দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় ভেরাক্রুজ রাজ্যের মহাসড়কে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় ১২ জন নিহত ও ৫৮ জন আহত হয়েছে। খবর এএফপি'র। সংবাদমাধ্যম এএফপি জানায়, একটি বাস উল্টে গিয়ে এ হতাহতের ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সরকারি কর্মকর্তারা এ কথা জানিয়েছেন। এদিকে দেশটির কর্তৃপক্ষ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেওয়া পোস্টে বলেছেন, মঙ্গলবার সকালে লা টিনাজা এবং আকাইউকান শহরের সংযোগ মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

৬.৭ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্পে কাঁপল ভানুয়াতু

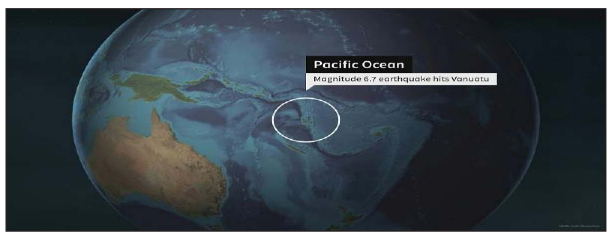

আপনজন ডেস্ক: ভানুয়াতুর রাজধানী পোর্ট ভিলায় শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপটির একেবারে উপকূলে ভূপৃষ্ঠের ২২ কিলোমিটার গভীরে আঘাত হানা এ ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল রিখটার স্কেলে ৬ দশমিক ৭।

মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা জানিয়েছে, স্থানীয় সময় বুধবার বিকেল ৩টা ৩৭ মিনিটের দিকে রাজধানী পোর্ট ভিলার প্রায় ৩০০ কিলোমিটার উত্তরে আঘাত হানে ভূমিকম্পটি। মার্কিন সুনামি সতর্কতা ব্যবস্থা জানিয়েছে, ভূমিকম্পের পর কোনো সুনামি সতর্কতা জারি করা হয়নি। এছাড়া ক্ষয়ক্ষতির কোনো খবর পাওয়া যায়নি। তবে প্রশান্ত মহাসাগরীয় সুনামি সতর্কীকরণ কেন্দ্র, ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থলের কাছাকাছি উপকূলীয় ভানুয়াতু এলাকায় বসবাসকারী বাসিন্দাদের স্বাভাবিক সতর্কতা অবলম্বন করতে বলেছে। ভানুয়াতুর আবহাওয়া অফিস উত্তরের প্রদেশ পেনামা, তোরবা, মালাম্পা এবং সানমার বাসিন্দাদের উপকূল থেকে উচ্চ ভূমিতে যাওয়ার জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহনে সতর্ক থাকতে বলেছে।

টেক্সাসের শপিংমলে আছড়ে পড়ল বিমান, নিহত ১

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-মধ্যাঞ্চলীয় অঙ্গরাজ্য টেক্সাসের প্লেনো শহরের একটি শপিংমলের পার্কিং লটে একটি ছোট বিমান বিধ্বস্ত হয়েছে। মঙ্গলবারের (২২ নভেম্বর) এ দুর্ঘটনায় বিমানের পাইলট অগ্নিদগ্ধ হয়ে নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ।

বার্তা সংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের (এপি) এক প্রতিবেদনে বলা হয়, বিমানটি এক ইঞ্জিনবিশিষ্ট মুনি এম২০ ছিল। এটি মামা'স ড্যাগটার'স ডিনার অ্যান্ড নেইল অ্যাডিকশন নামের এক রেস্টুরেন্টের পাশে বিধ্বস্ত হয়েছে। বিমান বিধ্বস্তের পর একটি অগ্নিকাণ্ডে বিমানের পাইলট নিহত হয়েছে।

বিমান বিধ্বস্তের ছবি এবং ভিডিও বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এক প্রত্যক্ষদর্শী এক্স (সাবেক টুইটার) পোস্টে বিমান বিধ্বস্তের একটি ভিডিও শেয়ার করে বলেন, 'বিমানটি বিধ্বস্ত হওয়ার পর এর থেকে সৃষ্ট অগ্নিকাণ্ড দ্রুত আশেপাশের যানবাহনে ছড়িয়ে পড়ে।' বিমানটি এয়ার পার্ক-ডালাস বিমানবন্দরের কাছে বিধ্বস্ত হয়েছে। তবে এ দুর্ঘটনাটি বিমান উড্ডয়নের সময় নাকি অবতরণের সময় হয়েছে তা এখনও জানা যায়নি। ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফএএ) এবং ন্যাশনাল ট্রান্সপোর্টেশন সেফটি বোর্ড (এনটিএসবি) এমন আকস্মিক দুর্ঘটনার কারণ তদন্ত করছে।

প্রথম নজর

পৌষ মেলার জন্য মঞ্চের ডেপুটেশন

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: ঐতিহ্যবাহী পৌষ মেলা বেশ কিছু কারণ জনিত বন্ধ রেখেছিলেন প্রাক্তন উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী। কিন্তু বিশ্বভারতীর উপাচার্যের পাঁচ বছর মেয়াদ শেষ। তাই এবার বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য সঞ্জয় কুমার মল্লিক দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য প্রথম দিনেই সাংবাদিক সম্মেলন করে তার মতামত প্রকাশ করেছিলেন তাই সকলেই আশাবাদী যে এবারে বিশ্বভারতী মাঠেই পৌষ মেলা অনুষ্ঠিত হবে। এই পৌষ মেলাকে কেন্দ্র করে বহু মানুষ তাকিয়ে থাকেন তাদের রুজি রোজগারের জন্য। এমনকি বিদেশী পর্যটকরা আশায় থাকেন পৌষ মেলায় আসার জন্য। আজকে তাই বোলপুর ব্যবসায়ী সমিতি ও বাংলা সংস্কৃত মঞ্চের পক্ষ হইতে ডেপুটেশন দেওয়া হয় যাতে পৌষ মেলা বিশ্বভারতী প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বভারতী ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য সঞ্জয় কুমার মল্লিকের সঙ্গে সৌজন্য মূলক সাক্ষাৎ করে আবেদন জানানো হয় যাতে ঐতিহ্যবাহিত পৌষ মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

পরীক্ষা কেন্দ্রে ছাত্রীর গলায় ছুরির কোপ!

সেখ মহম্মদ ইমরান ● গড়বেতা

আপনজন: প্রেমে প্রত্যাখ্যান! তাই মাধ্যমিক টেস্ট পরীক্ষা চলাকালীন স্কুলে ঢুকে ছাত্রীর গলায় ছুরি চালালো। ঘটনা পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতা থানার রসকুণ্ডু হাইস্কুলের। মেয়েকে বাঁচাতে গেলে, রেহাল মেলেনি বাবারও। আহত হয়েছে ওই ছাত্রীর বাবাও। তাদেরকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয়েছে গড়বেতা হাসপাতালে। আহত ছাত্রীর নাম শম্পা মন্ডল, ১৬ বছর বয়স। অভিযুক্ত ছেলের নাম গোবিন্দ বিশ্বাস ২১ বছর বয়স। তার বাড়ি গোয়ালতোড় থানার অন্তর্গত খড়কাটি এলাকায়। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় গড়বেতা থানা পুলিশ। ঘটনার পরে উত্তেজিত হয়ে পড়ে ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকেরা। তার স্কুলের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। স্কুলে ইংলিশ পরীক্ষা ছিল আজ। পরীক্ষা শুরু হওয়ার আগে এই ঘটনা ঘটনায়, চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে স্কুল চত্বরে।

পাগলা কুকুর খুবলে খেল শিশুর মুখ, আহত আরও ১২ জন

সাদ্দাম হোসেন ● জলপাইগুড়ি

আপনজন: পাগলা কুকুরের কামড়ে গুরুতর আহত এক শিশু সহ প্রায় ১২ জন। খুবলে খেলো শিশুর মুখ। আতঙ্ক ছড়ালো গোটা গ্রামে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আহত শিশুকে দেখতে গেলেন ধূপগুড়ির বিডিও সহ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি। জানা গেছে, পাগলা কুকুরের কামড়ে আহত প্রায় ১২ জন।ঘটনাটি ঘটেছে ধূপগুড়ি ব্লকের অন্তর্গত বারোঘড়িয়া গ্রামপঞ্চায়েতের ওভার ব্রিজ সংলগ্ন ভেমটিয়া এলাকায়। গত দু'দিন থেকে একটি পাগল কুকুর একাধিক মানুষকে কামড়েছে। গুরুতর আহত হয়েছে ইয়াসমিন পারভিন নামে ৩ বছরের এক শিশু। শিশুর মুখ খুবলে নেয় পাগল কুকুরটি। ধূপগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে শিশুটিকে প্রথমে জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতাল তারপর সেখান থেকে রেফার করা হয়েছে শিলিগুড়ি মেডিকেলে কলেজ ও হাসপাতালে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এদিন একটি পাগলা কুকুর গ্রামে ঢুকে পড়ে এবং এক এক করে প্রায় ১২ জনকে কামড়ে আহত করে।ঘটনার খবর চাউর হতেই আতঙ্ক ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। ঘটনার খবর পেয়ে ধূপগুড়ি ব্লকের বিডিও জয়ন্ত রায়, ধূপগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অর্চনা সূত্রধর যান এবং আহত শিশুর পরিবারের সাথে কথা বলে চিকিৎসার সমস্ত ব্যবস্থার আশ্বাস দেন।আহত শিশুর পরিবারের সদস্য মতিজা বেওয়া বলেন, বাচ্চাটার মুখের মধ্যে কুকুরটা কামড়ে ধরেছিলো। সবাই মিলে কুকুর টাকে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে ছাড়িয়েছি। সাথে সাথে ধূপগুড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা করার পর, আবার জলপাইগুড়ি রেফার করে। সেখান থেকে সার্জেন দেখানোর কথা বলে ছেড়ে দেয়। জলপাইগুড়িতে কোনো চিকিৎসা করেনি। বারোঘড়িয়া গ্রামপঞ্চায়েতের উপপ্রধান আবু তাহের বলেন, গ্রামে গত দু'দিন থেকে কুকুরটি ১০-১২ জন কে কামড়েছে। অনেক গবাদি পশুকেও কামড়েছে। একটা শিশুর মুখের মধ্যে মারাত্মকভাবে কামড়ে দেয়। তাকে কালকেই জলপাইগুড়ি নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ধূপগুড়ি থেকে। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেয়। আজ ধূপগুড়ির বিডিও সাহেব পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সহ সবাই বাড়িতে এসেছিলেন। শিশুটির সাথে কথা বলে এবং তার পরিবারের সাথে কথা বলে। বাচ্চা থেকে ভালো চিকিৎসার জন্য ব্যবস্থা করবে বলে বিডিও সব আশ্বাস দিয়েছেন।

সামসি রেলগেটে ফ্লাইওভারের দাবিতে বিক্ষোভ নিত্যযাত্রীদের

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: মালদহের সামসি রেলগেটে ফ্লাই ওভারের দাবি জানিয়ে বুধবার বিক্ষোভ দেখালেন আটকে পড়া নিত্যযাত্রীরা। অভিযোগ,ফ্লাই ওভার না থাকার ফলে প্রতিদিন আটকে পড়ে নাকাল হতেই মানুষজনদের। এদিকে সামসি রেল স্টশনে ডবল লাইন থাকায় ট্রেন চলাচলের সংখ্যা বেড়েছে।সেখান দিয়ে প্রতিদিনই একাধিক এক্সপ্রেস,লোকাল ও মালবাহী ট্রেন চলাচল করে।তার ফলে সামসি রেলগেট ঘন ঘন বন্ধ থাকে।রেলগেট বন্ধ থাকায় জরুরি প্রয়োজনে যাতায়াতকারী যাত্রী সহ বিভিন্ন যানবাহন রেলগেটের দু'পাশে আটকে পড়ে। মুমূর্ষ রোগীদের অ্যাম্বুলেন্সে নিয়ে গেলে সেখানে দীর্ঘক্ষণ রেলগেটে খোলার অপেক্ষা করতে হয় বলে দাবি।এই সমস্যা দীর্ঘ কয়েকদশকের। এদিকে সোমবার সন্ধ্যায় ডাউন বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের ধাক্কায় এক কিশোরীর মৃত্যু হয় ওই রেলগেটে সংলগ্ন এলাকাতে।বিক্ষোভকারীদের দাবি,সেখানে ফ্লাইওভার থাকলে ইটাহার থানার চাকলাঘাটি গ্রামের বাসন্তী মণ্ডলকে(১৭) অকালে প্রাণ হারাতে হতনা। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে,রেলগেটে বন্ধ থাকার জন্য সময় ব্যয় না করে শৌচকর্ম করতে গিয়ে সেখানে ট্রেনের ধাক্কায় ছিন্নভিন্ন হয় তাঁর দেহ। এদিন রেলগেটে আটকে পড়া বিক্ষোভকারী বরকত আলি বলেন, চাঁচল হাসপাতালে আমার আত্মীয় চিকিৎসাধীন রয়েছে।ঔষধ কেনার জন্য তড়িয়াহ ব্যাঙ্কে টাকা তুলে হাসপাতালের উদ্দেশ্যে যাচ্ছি।কিন্তু এক ঘন্টা ধরে গেটে বন্ধ।এই সমস্যা দীর্ঘদিনের।এখানে ফ্লাই ওভার হলে সমস্যা দূর হবে।কোনো দুর্ঘটনা ঘটবে না। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের কাটিহার ডিভিশনের এডিআরএম বিজয় কুমার চৌধুরী বলেন,মানুষের সমস্যার কথা ভেবে সেখানে আন্ডারপাস রাস্তা নির্মাণ করা হবে।

খেজুর গাছের রসের আশায় এখন থেকে প্রস্তুতি শুরু করেছে শিউলিরা

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: খেজুর গাছে রসের আশায় এখন থেকে গাছ ঝুরতে ও গাছের প্রস্তুতি শুরু করেছে শিউলিরা।আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর শীত আসতে খুব তাড়াতাড়ি খেজুর গাছ রস আসায় গাছ ঝুড়তে ও গাছ কাটাতে ব্যস্ত গাছিরা।নদীয়া জেলার সীমান্তবর্তী কৃষ্ণগঞ্জ মাঠে ঘাটে গেলে চখে পড়বে খেজুর গাছ কাটাতে ব্যস্ত গাছিরা।শীত পড়তে নদীয়া জেলার বিভিন্ন ব্লকে খেজুর গাছ তৈরি করে ব্যস্ত গাছিরা।প্রকৃতিতে শীতের আগমনীবার্তা। মৌসুমের শুরুতেই খেজুর রস আহরণের জন্য ব্যস্ত হয়েছে পড়েছে কৃষ্ণগঞ্জ,চাপড়া, নাকাশীপাড়া সহ বিভিন্ন ব্লকের গাছিরা।কোমর বেঁধে গাছিরা খেজুর গাছ পরিষ্কার ও নলি বসানোর কাজে ব্যস্ত সময় পার ক রছেন। খেজুর রস আহরণ মূলত কার্তিক মাস থেকেই শুরু হয়, চলে ফাল্গুন পর্যন্ত।কৃষ্ণগঞ্জ ব্লকের বাবলু মণ্ডল জানান, গাছের বাকল কেটে গাছ ঝোড়া হয়। গাছ ঝোড়া শেষে গাছ কাটার পালা। খেজুরের রস পেতে হলে বেশ কিছু কাজ করতে হয়। গাছের উপরিভাগের নরম অংশকে কেটে সেখানে বসিয়ে দেওয়া হয় বাঁশের তৈরি নালা। আবার পাখিরা যাতে রস না খেতে পারে আর কোনো জীবাণু না ছড়াতে পারে সেজন্য আবার জাল বিছাতে হয়।গাছের কাটা অংশ থেকে চুইয়ে চুইয়ে রস এনে নল দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় জমা হয় ভাড়ে।প্রথম একবার গাছ কেটে কিছুদিন বিরতির পর আরও গাছি গাছ কাটেন। একবার গাছ কাটার পর ২-৩ দিন রস পাওয়া যায়। রসের জন্য গাছ একবার কাটার পর ৪-৬ দিন বিশ্রাম দেওয়া হয়। রোদে কাটা অংশ শুকিয়ে গেলে আবার ওই অংশ চেছে রস সংগ্রহ করা হয়। আর এ কারণেই সাধারণত খেজুর গাছ পূর্ব ও পশ্চিম দিকে কাটা হয়, যাতে সূর্যের আলো সরাসরি ওই কাটা অংশে পড়তে পারে। চাপড়া বসির সেখ বলেন, এখন আর আগের মতো গাছিরা সপরিবারে ব্যস্ত থাকে না। তবে গাছের সংখ্যা যেভাবে কমছে সেভাবে নতুন করে খেজুর গাছ রোপণ করা হচ্ছে না। খেজুর গাছ নেই বলে চলে কারণ নতুন করে গাছ রোপণ করছে খুব কম। বর্তমান যুবকেরা খেজুর গাছে উঠে পারে না। চাষের নজর নেই, লেখা পড়া করে চাকরি পেতে চায়।

শিশুদের অনুষ্ঠানে ডিএম

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: শিশুর অধিকার রক্ষায় পুলিশ সবসময় সচেষ্ট, বললেন বাঁকুড়ার পুলিশ সুপার বৈভব তিওয়ারী। বুধবার প্রশাসনিক উদ্যোগে জেলাশাসকের দপ্তরের সামনে 'আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার সপ্তাহ' অনুষ্ঠান মঞ্চে তিনি বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথা বলেন। জেলা পুলিশ সুপার এদিন আরো বলেন, শিশু শ্রমিক থেকে বাল্য বিবাহ রোধ সব বিষয়েই পুলিশের তরফে নিরবিচ্ছিন্ন কাজ করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বাঁকুড়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি অনসূয়া রায় বলেন, শিশুদের শৈশব ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। একটা বয়সের পর তাদের কাঁধে বইয়ের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। শিশু স্বার্থে এটা না করাই ভালো। পড়াশুনা থাকবেই, তবে তা নির্দিষ্ট সময়ে বলে তিনি জানান। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক সিয়াদ এন, পুলিশ সুপার বৈভব তিওয়ারী, জেলা পরিষদের সভাধিপতি অনসূয়া রায়, পৌর প্রধান অলকা সেন মজুমদার প্রমুখ।

দলীয় সমস্যা সৃষ্টি হলে তা মেটানো প্রথম কাজ, বার্তা হাজী নুরুলের

শেখ হাজি নুরুল ইসলাম

বিধায়ক ও বিশিষ্ট তৃণমূল নেতা শেখ নুরুল ইসলাম সম্প্রতি বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি বসিরহাটের প্রাক্তন সাংসদ, তৃণমূলের সূচনা থেকেই বিভিন্ন সাংগঠনিক দায়িত্ব সামলেছেন। এবার পুনরায় দায়িত্ব পেয়ে বসিরহাটের দলীয় সংগঠন মজবুত করতে তৎপর শেখ নুরুল ইসলাম। ২০২৪ সালে লোকসভা ভোটের প্রস্তুতি এবং তাঁর সংগঠন নিয়ে 'আপনজন'-এ একান্ত সাক্ষাৎকারে শেখ নুরুল ইসলাম কি বললেন তা তুলে ধরেছেন 'আপনজন' সাংবাদিক **এম মেহেদী সানি।**

■ *লোকসভা ভোটের আগে নতুন দায়িত্ব, কি বলবেন?*

□ দল আমাকে বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচন করেছেন, এজন্য দলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। দলীয় নির্দেশ দায়িত্ব সহকারে নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করার চেষ্টা করব। সংগঠনকে মজবুত করতে আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেখানো পথ ধরে এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্মসূচি সফলভাবে রূপায়িত করতে সর্বদা সচেষ্ট থাকবো।

■ বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। প্রথম কাজ কি হবে?

□ দীর্ঘদিন আমি জেলার চেয়ারম্যান ছিলাম, বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সংগঠন একেবারেই সাজানো আছে, খুবই মজবুত। তার প্রমাণ গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনে বসিরহাট জুড়ে ৯২ টি পঞ্চায়েতের মধ্যে ৯১ টি তৃণমূলের দখলে। এখন কাজ হল দলীয় কোন সমস্যা সৃষ্টি হলে তা সমাধান করা।

■ *২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে কিভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছেন?*

□ ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচন সামনে রেখে আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং যুবরাজ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় বসিরহাটকে সাংগঠনিকভাবে আরও শক্তিশালী করার চেষ্টা করছি, দলীয় উর্ধাতন নেতৃত্বরা উপযুক্ত প্রার্থী নির্বাচন করলে আগামী লোকসভা ভোটে বসিরহাট থেকে আমাদের প্রার্থী তিন লক্ষাধিক ভোটে জয়যুক্ত হবে।

■ বাংলায় তৃণমূলের ব্যাপক সাফল্যের পেছনে কি কারণ রয়েছে বলে মনে করছেন?

□ রাজ্যের মানবিক মুখ্যমন্ত্রী ও তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার প্রতিটি মানুষের ঘরে ঘরে উন্নয়ন পৌঁছে দিয়েছেন। মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্পের মাধ্যমে সহায়তা করে চলেছেন, যে কারণেই বাংলার মানুষ বার বার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে রায় দিচ্ছে।

■ *রাজ্যে দুর্নীতির অভিযোগে তৃণমূল নেতা মন্ত্রীদের উপর ইডি-সিবিআই -এর অতি সক্রিয়তা নিয়ে কী বলবেন।*

□ আজ পর্যন্ত তাঁরা কোন দুর্নীতি প্রমাণ করতে পারেনি, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বাংলার উপর, তৃণমূলের উপর চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। বাংলার মানুষের কণ্ঠ স্তব্ধ করার চেষ্টা করছে। এতে কোন লাভ হবে না। লোকসভা ভোটেও এর কোনও প্রভাব পড়বে না।

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন টোকেন হারানো প্রসূতি

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: গত ১৬ নভেম্বর বৃহস্পতিবার সিউড়ি সদর হাসপাতালে প্রসব বেদনা নিয়ে ভর্তি হয় সাঁইথিয়া এলাকার মাঠপলসা গ্রামের গৃহবধূ কবিতা খাতুন। এরপর সিজার করে তার বাচ্চা প্রসব করানো হয়। নিয়মানুযায়ী হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে মা ও শিশু উভয়ের হাতে ২৩৩ নাম্বারের টোকেন বেঁধে দেওয়া হয়। সোমবার সেই নাম্বার দেওয়া টোকেন মা এর কাছে থেকে হারিয়ে যায়। যার ফলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের নির্দেশানুযায়ী উক্ত মা ও শিশুকে ছুটি দিতে নিষেধ করা হয়। অসহায় অবস্থায় তখন কবিতা খাতুনের স্বামী কারিবুল হোসেন সহ বাড়ির লোকজন "জেলা আইনি পরিষেবা কতৃপক্ষের পার্শ্ব আইনি সহায়ক মহম্মদ রফিক এর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। খবর শোনা মাত্র তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে স্থানীয় সিউড়ি থানায় একটা জেনারেল ডাইরি করা হয় এবং রিসিভ কপিটা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেওয়া হয়। হাসপাতালের নিয়মানুযায়ী কর্তৃপক্ষ ২০০/- টাকা জমা নেয়। জিডি কপির নকল ও টাকা জমা দেওয়ার প্রাপ্তি স্বীকার পত্রটি প্রসূতি ওয়ার্ডে জমা দেওয়া হয়। তার ফলে এদিন বিকেল ৪.৩০ মিনিট নাগাদ মা ও শিশুকে ছুটি দিয়ে ছেড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এর জন্য জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের পার্শ্ব আইনি সহায়ক মহম্মদ রফিক ধন্যবাদ জানায় প্রসূতির পরিবার।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বল ভেবে খেলতে গিয়ে বোমা ফেটে জখম ৩ শিশু

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের পাশেই বল ভেবে বোমা নিয়ে খেলতে গিয়ে বোমা বিস্ফোরণে জখম তিন শিশু।বুধবার এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল মুর্শিদাবাদ জেলার ফরাক্কা ব্লকে শঙ্করপুর হাউসনগর এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানায়ায়, আহত মাহামুদা খাতুন (৯), এহিদিনা পারভিন (৭) ও আসিম সেখ (৬)। তিন শিশু অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে খাবার নেওয়ার জন্য গিয়েছিল তারা। সেখান থেকে খিচুড়ি নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে রাস্তার ধারে পুকুর থেকে পাওয়া একটি প্লাস্টিক বোমা বল ভেবে হাতে তুলে নেই তারা তারপর অঙ্গনওয়াড়ি থেকে কিছুটা দূর গিয়ে বল ভেবে বোমটি নিয়ে খেলা করতে লাগে তারা আর হঠাৎ সেই বোমা হাত থেকে পড়ে গিয়ে ফেটে যায়। আর এরফলে জখম হয় তিন শিশু। ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। তড়িঘড়ি ওই তিন শিশুকে উদ্ধার করে জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়। ঘটনাস্থলে ছুটে আসে ফারাক্কা থানার পুলিশ। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র সংলগ্ন এলাকায় কে বা কারা বোমা রেখে গিয়েছিল আর কি উদ্দেশ্যেই বা রেখে গিয়েছিল তা তদন্ত করে দেখছে ফারাক্কা থানার পুলিশ।

গ্রামের উন্নয়নের জন্য গ্রাম সংসদ সভা

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: হরিশ্চন্দ্রপুর-১ নং ব্লকের মহেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে ভবানীপুর পূর্ব ও পশ্চিম দুই বুথের জনসাধারণকে নিয়ে বুধবার বিকেলে তিনটা নাগাদ ভবানীপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে গ্রাম সংসদ সভা(পাড়া বৈঠক)অনুষ্ঠিত হল। এদিন সভায় উপস্থিত ছিলেন মহেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাহী সহায়ক মহম্মদ আসফাক আলম,গ্রাম রোজগার সহায়ক সাবির আলম ও পঞ্চায়েত কর্মী গোবিন্দ সরকার এবং দুই বুথের পঞ্চায়েত সদস্যা মামনি মহলদার ও রবিনা খাতুন সহ গ্রামের প্রায় শতাধিক জনসাধারণ।পঞ্চায়েত নির্বাহী সহায়ক মহম্মদ আসফাক আলম জানান,প্রতিবছর নভেম্বর মাসে পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে গ্রামে সংসদ সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।এ বছর ২১ নভেম্বর থেকে শুরু হয়েছে এই গ্রাম এই সংসদ সভা।চলবে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত।আগামী ৭ ডিসেম্বর মহেন্দ্রপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে রয়েছে গ্রাম সভা। গ্রাম রোজগার সহায়ক সাবির আলম জানান,আগামী ২০২৪ ও ২০২৫ অর্থবর্ষে গ্রামের উন্নয়নের জন্য পঞ্চায়েত সদস্যাদের মারফতে বুথে কি ধরনের কাজ হবে তার স্কিম সংক্রান্ত নিয়ে আলোচনা করা হয়।বুথের সাধারণ ভোটারদের যাতে পঞ্চায়েতের স্কিম সম্পর্কে ধারণা হয় এবং নিজেদের পাড়ার কাজের দাবি জানাতে পারে তার জন্যই এই এক গ্রাম সংসদ।

বাইক দুর্ঘটনায় মৃত যুবক, শোকের ছায়া এলাকায়

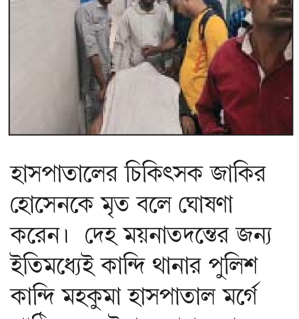

রঙ্গিলা খাতুন ● কান্দি

আপনজন: কান্দির ঘনশ্যামপুর এলাকায় পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক যুবকের। মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি থানার অন্তর্গত ঘনশ্যামপুর এলাকায় বুধবার বিকেলে মোটরবাইক ও একটি ধান বোঝাই করা গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষের ফলে জাকির হোসেন নামে বছর ৩৫ এক যুবকের মৃত্যু হয়। জানা গিয়েছে মৃত যুবকের বাড়ি কান্দি থানার অন্তর্গত চৈতন্যপুর গ্রামে। স্থানীয় বাসিন্দারা জাকির হোসেনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় কান্দি মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসলে কান্দি মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসক জাকির হোসেনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য ইতিমধ্যেই কান্দি থানার পুলিশ কান্দি মহকুমা হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য গোটা এলাকায়। তদন্ত শুরু করেছে কান্দি থানার পুলিশ। যুবকের মৃত্যুতে গ্রামে শোকের ছায়া।

নারকেল চাষের উন্নতির লক্ষ্যে বিশেষ সেমিনার হাসনাবাদে

শামিম মোল্যা ● বসিরহাট

আপনজন: ভারত সরকারের কৃষি এবং কৃষক কল্যাণ মন্ত্রণালয় এর নারিকেল উন্নয়ন পর্ষদের উদ্যোগে এক বিশেষ সেমিনার অনুষ্ঠিত হলো উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহাকুমার হাসনাবাদে। এদিন হাসনাবাদ পঞ্চায়েত সমিতি ও জয়গ্রাম কোকোনাট ফার্মাস ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সহযোগিতায় হাসনাবাদের সৃজন পঞ্চায়েত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয় এই সেমিনার। মূলত কৃষি প্রধান সুন্দরবনাঞ্চলের মানুষের কৃষিতে কিভাবে উন্নয়ন আনা যায় তা নিয়ে একাধিক সময় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যকলাপ করেছে হাসনাবাদ পঞ্চায়েত সমিতি। এবারে নারিকেল চাষের উপর ভিত্তি করে কিভাবে নতুন ভাবে আরো বেশি মুনাফা লাভ করতে পারে কৃষকরা তার প্রচেষ্টায় এই সেমিনার অনুষ্ঠিত হলো। বুধবার শতাধিক কৃষকদের নিয়ে এই সেমিনার হয়। এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন উপদেশ দেওয়া হয়, যে কিভাবে নারকেল চাষ করলে দ্রুততর সাথে ফলন পাওয়া যাবে। এছাড়াও কিভাবে বেশি সংখ্যক নারিকেল পাওয়া যাবে তার উপরে উপদেশ দেন আধিকারিকরা। এদিনের এই সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন উপ অধিকর্তা নারকেল উন্নয়ন পরিষদ অমিত দেবনাথ, উঃ ২৪ পরগনার ডেপুটি ভাটিকালচার কুশল রেজবার, হাসনাবাদ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আমিরুল ইসলাম গাজী, জয়গ্রাম কোকোনাট ফার্মাস ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি নিরেশ বৈদ্য, সম্পাদক আরিফুল ইসলাম সহ বিশিষ্ট জনেরা। এদিনে উপস্থিত কৃষক সুশীল মণ্ডল বলেন, আগে আমরা নিজেদের মতো করে নারকেল চাষ করতাম কিন্তু তেমন ফলন হতো না। আজকে এই সেমিনারে এসে ওদেরকে কিভাবে সঠিক নিয়মে চাষবাস করতে হয় তার প্রশিক্ষণ দেওয়াতে আগামী দিনে অনেকটাই উপকৃত হতে পারব বলে মনে করি।"

প্রথম নজর

রাস্তার কাজ শেষ না হতেই উঠে যাচ্ছে পিচ

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: পাটির মতো জড়ানো হচ্ছে রাস্তা এমনি রাস্তার ঘিরে বিক্ষোভ স্থানীয়দের ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সকালে মুর্শিদাবাদের জলঙ্গি ব্লকের সাগর পাড়া থানার দেবীপুর বাজারের পিচ রাস্তা। রাস্তার কাজ চলছে এখনো পর্যন্ত শেষ হয়নি কাজ তার মধ্যই পিচ উঠে পড়ছে আর সেই নিয়ে গ্রবাসীদের বিক্ষোভ কাজ বন্ধ করে।

স্থানীয়বাসিন্দারা দীপক দাস বলেন নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে নতুন পিচ রাস্তার কাজ করছে ঠিকাদার প্রায় দুই কিলোমিটার রাস্তার কাজ এতো খারাপ হচ্ছে যে এক দিক থেকে রাস্তা হচ্ছে অন্য দিক থেকে উঠে পড়ছে রাস্তার পিচ আর সেই কারণে রাস্তার কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সঠিক নিয়মে কাজ না হলে কাজ করতে দেওয়া হবে না বলে জানান। জেলা থেকে ইঞ্জিনিয়ার আসার কথা রয়েছে আসলে কথা বলে কাজ শুরু করা হবে।

ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনা স্থলেই সাগর পাড়া থানার পুলিশ পৌঁছায় এবং বিক্ষোভ কারীদের সঙ্গে কথা বলে বিক্ষোভ তুলে দেন।

১৫৫ বস্তা বেআইনি ধান বাজেয়াপ্ত বিডিওর

সাদ্দাম হোসেন ● জলপাইগুড়ি

আপনজন: সরকারি সমবায় ধান ক্রয় কেন্দ্র থেকে ১৫৫ বস্থা বেআইনি ধান বাজেয়াপ্ত করল স্বয়ং বিডিও খাদ্য দপ্তরে আধিকারিকরা।ধান ক্রয় কেন্দ্রে ভুয়ো নামের তালিকা উদ্ধার করল প্রশাসনিক আধিকারিকরা। অজান্তেই অ্যাকাউন্টে চলে যেত লক্ষ লক্ষ ১ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা ধান বাজেয়াপ্ত করেছে প্রশাসন উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগর ব্লকের স্বরূপনগর সমবায় ধান ক্রয় কেন্দ্রে সেখানে দীর্ঘদিন ধরে ধান কেনাবেচা হয়। স্থায়ী ও কৃষক থেকে চাষিরা দীর্ঘদিন ধরে অভিযোগ করছিল এই ধান ক্রয় কেন্দ্রের মধ্যে ঢুকে পড়েছে দালাল অবৈধভাবে ভাবে ভুয়ো নাম ঢুকিয়ে তাদের একাউন্ট থেকে টাকা হাতানোর চেষ্টা করছে কিছু ফড়ে ও দালালরা। এই নিয়ে বিডিও শুভদীপ চৌধুরীর কাছে সম্প্রতিকালে একটি অভিযোগ যায় এখান থেকে পুরো বিষয়টা খাদ্য দপ্তরকে জানানো হয় বিডিও একটি তদন্তকারী দল তৈরি করে প্রশাসনিক লেভেলের তদন্ত শুরু করতে শুরু করেন। এদিন স্বরূপনগর সমবায় কেন্দ্রে বিডিও নেতৃত্বে একদল প্রশাসনিক আধিকারিকরা গিয়ে হাতেনাতে সব একশো পঞ্চান্ন বস্তা ধান বাজেয়াপ্ত করে।

সেখানে দেখা যায় এই ধান ক্রয় কেন্দ্রের যাদের নামের তালিকা রয়েছে তারা সম্পূর্ণ ভুয়া এবং অবৈধভাবে তাদেরকে ঢুকানো হয়েছেশ নড়েচড়ে প্রশাসন এই বাজেয়াপ্ত ধানগুলো ইতিমধ্যে বিডিও অফিসে মজুদ করা হয়েছে যে বুয় এটা নামের তালিকা পাওয়া গেছে তদন্ত শুরু করেছে সরুপনগর থানার পুলিশ ও বিডিও বিস্তারিত জেলা প্রশাসনকে একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট দেয়ার জন্য নামের তালিকা নথিভুক্ত করছে বিডিওসহ আধিকারিকরা। প্রশাসনিক স্তরে তদন্ত শুরু হয়েছে।

পতিভাষ সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: প্রকাশিত হল পতিভাষ সাহিত্য পত্রিকার পঞ্চম সংখ্যা।পতিরামের লেখিকা ও শিক্ষিকা নার্গিস বেগম এর বাসভবনে একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পত্রিকার পঞ্চম সংখ্যা উন্মোচিত হয়। এই সংখ্যা ২৮ জন কবির কবিতা রয়েছে। দুইজন লেখকের দুটো অনুগল্প রয়েছে।

শিশু কিশোর কিশোরী বিভাগে দুইজন ক্ষুদে সৃজা সাহা ও জিতোশ্রী প্রামাণিকের অঙ্কণ ও কবিতা রয়েছে। ফিরে দেখা পতিরাম বিভাগে এবারে কলম ধরেছেন রতন ব্যানার্জি। প্রবাসীর চোখে পতিরাম বিভাগে কলম ধরেছেন বিভাস সরকার।ইতিহাসের পাতায় পতিরাম বিভাগে কলম ধরেছেন ইতিহাস গবেষক ডঃ সমিত ঘোষ।গল্পের প্রচ্ছদ এঁকেছেন দেবজিত চৌধুরী এবং পঞ্চম সংখ্যার প্রচ্ছদ ও পত্রিকার নামাঙ্কণ করেছেন নার্গীস বেগম।

এ বিষয়ে পতিভাষ সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক বিশ্বজিৎ প্রামানিক জানান, 'আগামী তিনদিনের মধ্যে পতিরাম ও পার্শ্ববর্তী পতিরাম এলাকায় ১৩০০ বাড়িতে এই পত্রিকা পৌছে যাবে, যা প্রতি সংখ্যাতেই পৌছে দেওয়া হয়।'

উচ্চ প্রাথমিক চাকরি প্রার্থীদের বিক্ষোভ বিকাশ ভবনের কাছে

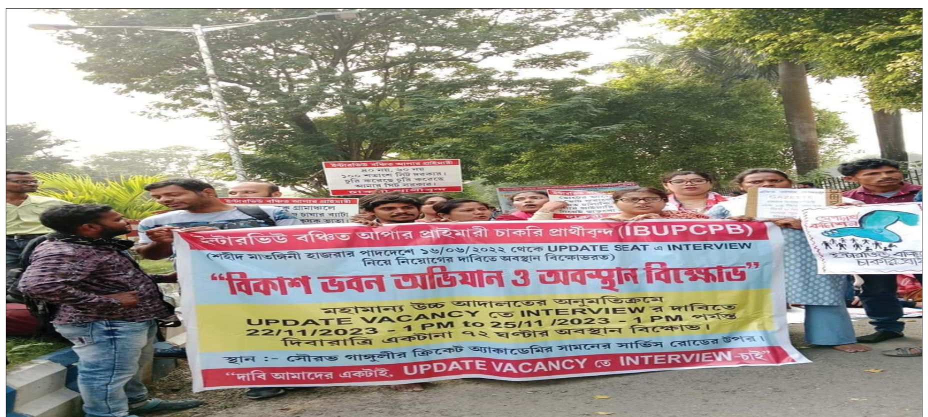

সেখ নুরুদ্দিন ● কলকাতা

আপনজন: দীর্ঘ প্রায় ৮-১০ বছরের বঞ্চনার পুঞ্জিভূত ক্ষোভ নিয়ে বিকাশ ভবনের অদূরে ৭২ ঘন্টা বিক্ষোভ সমাবেশ কর্মসূচি ঘোষণা করল উচ্চ প্রাথমিকে ইন্টারভিউ বঞ্চিত চাকুরী প্রার্থীরা। তারা জানিয়েছে প্রায় ৫৩০দিন ধরে মাতঙ্গিনী হাজরার মূর্তির পাদদেশে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে আসছে। তাদের বিষয়ে সরকার কর্ণপাত না করায় তারা তাদের হকের চাকরি আদায়ে কলকাতা হাইকোর্টের অনুমতি নিয়ে বিকাশ ভবনের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানান আন্দোলনকারীরা।

আন্দোলনকারীদের দাবি , --১) সরকার নিজের প্রকাশিত২০১৬ গেজেট কে মান্যতা দেয়নি।২) দ্বিতীয়বার প্রকাশিত (২৩শে আগস্ট ২০২৩) মেধা তালিকা অস্বচ্ছ। অনেকের একাডেমিক ,টেট স্কোর, ইন্টারভিউ নম্বর পরিবর্তন করা হয়েছে। ৩) শূন্যপদ পূরণের ক্ষেত্রে ইন্টারভিউতে রেশিও মেইনটেইন হয়নি।

আন্দোলনকারীদের দাবি সরকার গেজেট 8.3b রুল অনুযায়ী আপডেট সিটে নিয়োগ হলে তাদের রাস্তায় নেমে আন্দোলন করতে হতো না। অনেকের বয়স গড়িয়ে গেছে। হতাশায় ভুগছে চাকরি প্রার্থীরা। অনেক শিক্ষাঙ্গন শিক্ষক অপ্রতুল। শিক্ষার স্বার্থে সব ১০ বছরের শূন্যতা পূরণ করলে বহু চাকুরী প্রার্থীদের সমস্যা নিরসন হবে বলে জানিয়েছেন চাকরি প্রার্থীরা।

এদিকে যথারীতি উচ্চ প্রাথমিক চাকরি প্রার্থীদের প্রথম দফার কাউন্সিলিং সদ্য সমাপ্ত হয়েছে।২য় দফার কাউন্সিলিং এর প্রস্তুতি চলছে।

এই সময়ে আপার প্রাইমারি নিয়োগ ক্ষেত্রে নয়া জট। প্রথম মেধা তালিকায় থাকা ৩৫জন চাকুরী প্রার্থী দ্বিতীয় মেধা তালিকায় স্থান না পাওয়া সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন।২৮শে নভেম্বর হাইকোর্টের আপার প্রাইমারি নিয়োগ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ মামলার শুনানি। উদ্বিগ্ন চাকরি প্রার্থীরা।

খড়িবাড়ি মৎস্য বাজারে জমা জল অপসারণে তৎপরতা কর্মাধ্যক্ষের

মনিরুজ্জামান ও ইস্রাফিল বৈদ্য ● বারাসত

আপনজন: কৃষিকাজ হল পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি।কিন্তু পিছিয়ে নেই জলাভূমি প্রবণ বাংলার মাছ চাষও।রাজ্যের অন্যতম মাছের আড়ৎ উত্তর ২৪ পরগনার হাড়োয়া বিধানসভা এলাকার বারাসাত -২ নম্বর ব্লকের কীর্ত্তিপুর -২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের খড়িবাড়ি মাছের বাজার। স্থানীয় মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল বাজার সংলগ্ন এলাকায় জল নিকাশি ব্যবস্থা দ্রুত সমাধানের। মানুষের সেই দাবিকে মান্যতা দিয়ে এগিয়ে এলেন স্থানীয় জেলা পরিষদের সদস্য তথা বন ও ভূমি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ। মঙ্গলবার জেলা প্রশাসন ও ব্লক নেতৃত্বদের সঙ্গে নিয়ে মৎস্য বাজার সহ পুরো এলাকা পরিদর্শন করেন। উল্লেখ্য, খড়িবাড়ি এলাকার উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া বিদ্যাধরী নদী হল জল নিকাশের একমাত্র পথ।বেলিয়াঘাটা থেকে রাজারহাট ২১১ রোডের উপর ছোটখাল ব্রিজের উপর নির্মিত ব্রিজের জন্য জলনিকাশের সমস্যার ফলেই বছরের বেশিরভাগ সময় মাছ বাজারসহ সংশ্লিষ্ট এলাকায় জল থৈ থৈ করে বলে স্থানীয় মানুষের অভিযোগ। এ প্রসঙ্গে একেএম ফারহাদ বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় তৃণমূলস্তর থেকে

মানুষের সঙ্গে জনসংযোগের মধ্যে দিয়ে কাজ করতে পারলে খুব ভালো লাগে। খড়িবাড়ি মৎস্য বাজার রাজ্য তথা দেশের মাছ রপ্তানির ক্ষেত্রে একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা বহন করে চলে।এটা মৎস্য চাষীদের কাছে আয়ের একটা বড় উৎস। স্থানীয় মানুষের দীর্ঘদিনের দাবীর মতো যত দ্রুত সম্ভব জলনিকাশের বন্দোবস্ত করতে প্রশাসনের আধিকারিকরাও তৎপরতার সঙ্গে যত দ্রুত সমস্যা সমাধানে কাজ শুরু হবে। মানুষের পরিষেবা দেওয়াই আমাদের একান্ত কর্তব্য বলে জানান ফারহাদ।

পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মনোয়ারা বিবি বলেন, মানুষের পরিষেবা দেওয়াই আমাদের সকলের কাজ। তাকে ত্বরান্বিত করতে আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শেখর সেন বলেন, বিভিন্ন বিভাগের আধিকারিকদের সম্বন্বয়ে বৃহত্তর মানুষের স্বার্থে জনকল্যাণমূলক কাজ করা হবে। খড়িবাড়ি মৎস্য বাজারে দৈনিক প্রচুর সংখ্যক মানুষের আগমন হয়ে থাকে।তাই যত দ্রুত সম্ভব সমস্যার সমাধানে এলাকার মানুষের সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গি রাখতে হবে।এদিন অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা ইঞ্জিনিয়ার অরিন্দম বাবু, ডিস্ট্রিক্ট স্যানিটারি কো অর্ডিনেটর সুমন বাবু,পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মান্নান আলি, সাহাবুদ্দিন আলি,বিশিষ্ট সমাজকর্মী হাজী দাউদ আলি,হাজী সামসুজ্জামান (রাজু), আব্দুর রউপ, মেসবাহউদ্দীন, খড়িবাড়ি মৎস্য বাজার কমিটির সম্পাদক সফিকুল ইসলাম বাচ্চু, স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান তৃষ্ণা পাত্র, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য হাফিজুল ইসলাম,ব্লক আধিকারিক শঙ্কর বাবু,সদস্য প্রসেনজিৎ, নাজিবুল প্রমুখ।

১০ ডিসেম্বর জমিয়তের সমাবেশের প্রস্তুতি সভা হল ভগবানগোলায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ভগবানগোলা

আপনজন: বুধবার ভগবানগোলা ব্লক জমিয়তের আহ্বানে প্রায় একশ জমিয়ত কর্মীর উপস্থিতিতে বিশেষ প্রসুততি সভা হয়। আগামী ১০ ই ডিসেম্বর ২০২৩ রবিবার মুর্শিদাবাদ জমিয়তের প্রকাশ্য সমাবেশ ভগবানগোলা হাইস্কুল ময়দানে হতে চলেছে। তারই প্রস্তুতি মিটিং করা হলো দয়ানগর মাদরাসায়।

এ দিনের সভায় মুর্শিদাবাদ জমিয়তের সাধারণ সম্পাদক মুফতি মোঃ নাজমুল হক সাহেব দেশের সম্প্রীতি, জাতীয় ঐক্য এবং সামাজিক গঠন মূলক অনেক আলোচনা করে বলেন আমাদের ওই সমাবেশের আলোচনার বিষয়বস্তু হলো।

অভিন্ন দেওয়ানি বিধি লাগু ভারতের মতো মিশ্র সংস্কৃতির দেশে কতটা যুক্তিযুক্ত?

জাতীয় ঐক্য ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সুদৃঢ়করণ,

মদ জুয়া পণপ্রথা ও সাইবার ক্রাইম মুক্ত সমাজ গঠন, নারীদের মর্যাদা ও সুরক্ষা,

এই দেশ ও জাতি গঠনে জমিয়তে উলামার অবদান ইত্যাদি।

এই গুরুত্বপূর্ণ সমাবেশ কে ঐক্যবদ্ধভাবে সকল জমিয়ত প্রেমীগনকে সফল করার জন্য অগ্র ভূমিকা নেওয়ার অনুরোধ জানান। ভগবানগোলা ব্লক জমিয়তের সাধারণ সম্পাদক মুফতি শহিদুল ইসলাম সাহেব সংগঠন সম্পর্কে গঠনমূলক অনেক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন।

সভা শেষ করার পূর্বে সকল ভারতবাসী ও নির্যাতিত ফিলিস্তিনি সহ অন্যান্য মুসলমানদের সার্বিক মঙ্গলের জন্য আকুল ভাবে প্রার্থনা করেন।

এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন মুর্শিদাবাদ জমিতের সাধারণ সম্পাদক মুফতি মোঃ নাজমুল হক, ভগবানগোলা ব্লক জমিয়তের সাধারণ সম্পাদক মুফতি শহিদুল ইসলাম , মাওলানা এনামুল হক , মাওলানা আব্দুল খাবির, শাহাবুদ্দিন আহমেদ, মাস্টার জেকের আলী, মাস্টার জয়নাল হক সহ আরো অনেকে।

ত্রাণ নিয়ে দলুয়াখাকি গ্রামে কামদুনির দুই প্রতিবাদী মৌসুমি-টুম্পা

মোমিন আলি লস্কর ● জয়নগর

আপনজন: জয়নগর থানার অন্তর্গত জয়নগর এক নম্বর ব্লকে বামনগাছি অঞ্চলের কামারিয়া গ্রামে বাঙার বুড়ি মোড়ে গত ১৩ নভেম্বর সাজসকালে বামনগাছি অঞ্চলের তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি ও সদস্য সাইফুদ্দিন লস্কর, কামারিয়া বাঙার বুড়ি মোড়ে নিজের বাড়ির কাছে মসজিদে নামাজ আদায় জন্য যাচ্ছিলেন সেই সময় দুষ্কৃতকারীরা খুব কাছ থেকে গুলি করে, সঙ্গে সঙ্গে সাইফুদ্দিন লস্কর মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।গ্রামের মানুষ জন গুলির শব্দ শুনে বার হয়ে দেখেন দুষ্কৃতিরা বাইকে চেপে পালিয়ে যাচ্ছে। পিছনে ধাও করে এবং দুই জন কে ধরে ফেলে।একজন গনপিটুনি মারাযায়।অন্য জন্য কে জয়নগর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে থেকে উদ্ধার করেন। এদিকে সাইফুদ্দিন লস্কর কে গ্রামের মানুষ উদ্ধার করে পদ্মেরহাট গ্রামীন হাসপাতালের নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন।

এই ঘটনা পর ঘটনার স্থল থেকে দীর্ঘ ৫ কিলোমিটার দূরে তৃণমূল কংগ্রেসের দুষ্কৃতকারীরা দলুয়াখাকী গ্রামে লস্কর পাড়ায় দলবেঁধে ঢোকে প্রথমে লুটপাট,ভাঙচুর, ও পরে অগ্নিসংযোগ চালায়। লস্কর পাড়ার প্রচুর পরিমানে বাড়ি দোকান কারখানা আগুনে পুড়ে ছারখার হয়ে যায়।এই সমস্থ মানুষদের পাশে দাঁড়াতে বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে ত্রাণ নিয়ে আসলে পুলিশ রাস্থার বাধা দেয়, ঠিক মত গ্রামবাসীরা ত্রাণ না পাওয়ায় কলকাতার হাইকোর্টে মামলা রুজু হয়, হাইকোর্টে ওডার হয় ৫ জন ব্যাক্তি ত্রাণ বিতরণের জন্য গ্রামের মানুষের কাছে যেতে পারবে এবং কোন রাজনৈতিক বিষয় মন্তব্য করতে পারবেনা। সেই নির্দেশ মেনে আজ ২:০০ টার সময় ৫ জন ব্যাক্তিকে নিয়ে দলুয়াখাকী গ্রামে লস্কর পাড়ায় ত্রাণ নিয়ে পৌঁছালের কামদুনির প্রতিবাদী দুই মুখ মৌসুমী ও টুম্পা । আবার ও পুলিশের বাধা মুখে পড়তে দেখাগেল। সেই বাধা কে ভেঙ্গে গ্রামের মধ্যে বুকে পড়লেন মৌসুমী ও টুম্পা ।গ্রামের মধ্যে ঢুকে এই সমস্থ দৃশ্য দেখে সবার সামনে হাইহাইকরে কেঁদে উঠলো। তাদের এই কান্নাকাটি দেখে গ্রামের মানুষ জনের চোখে জল আসতে দেখা গেল ।নিজেরা গ্রামবাসীদের হাতে বিভিন্ন জিনিস পত্র তুলে দেন এবং মানুষের পাশে দাঁড়ানোর অঙ্গীকার বদ্ধ করেন।

গ্রামের সমস্ত জায়গায় ঘুরে ঘুরে দেখে যান, মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীকে এই রকম দৃশ্য উপলব্ধি করার জন্য ঘটনার স্থলে এসে তদন্তের জন্য গ্রামবাসীসহ কামদুনির প্রতিবাদী দুই মুখ মৌসুমী ও টুম্পা পরিদর্শেনের জন্য এই অনুরোধ রেখেছেন। অবশেষে সমস্থ গ্রামবাসীদের সামনে কথা দিয়েছেন আমরা খুব দেরীতে এসেছি তবে আমরা আবার খুব তাড়াতাড়ি এখানে আসবো।তবে কোন হিংসা রাজনৈতিক করবেনা সততার সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাবেন আমরা সর্বদা আপনাদের পাশে আছি এবং থাকব।

গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রে আর্থিক তছরুপ ও প্রতারণার অভিযোগ

আনোয়ার আলি ● মেমারি

আপনজন: বুধবার ভোরে পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারি থানার অন্তর্গত রসুলপুরের দলুই বাজার থেকে আর্থিক তছরূপ ও প্রতারণার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয় গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রে মালিককে। ধৃতের নাম কিরিটি বৈরাগ্য। মেমারি থানা সূত্রে জানা যায় রসুলপুরের দলুই বাজার এলাকায় ইন্ডিয়ান ব্যাংকের গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রের প্রায় ৩০০ গ্রাহকের আনুমানিক ৩০ লক্ষ টাকা তছরূপ করেছেন কিরিটি বৈরাগ্য। জানা যায় মঙ্গলবার গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রটি বন্ধ থাকায় ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের ম্যানেজারকে ঘেরাও করে গ্রাহকরা বিক্ষোভ দেখায়। শীতলা দাস, সুলতা সাঁতরা, সুনয়নী সাঁতরা, মিলনী মন্ডল. বুনি চালক, দীনবন্ধু অধিকারী, রেখা অধিকারী ছাড়াও আরও অনেকে অভিযোগ করেন তাদের সরলতা ও অজ্ঞনতার সুযোগ নিয়ে গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রের মালিক কিরিটি বৈরাগ্য তাদের টাকা নিয়ে প্রতারণা করেছে। এব্যপারে ইন্ডিয়ান ব্যঙ্কের ম্যানেজারকে জানানোর পরও কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রে টাকা তুলতে গেলে কখনো লিংক নেই, কখনো বা আঙুলের ছাপ মিলছে না বলে গ্রাহকদের ফিরিয়ে দেওয়া হতো। ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কে বিক্ষোভ চলাকালীন হাজির হয় মেমারি থানার পুলিশ ও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক প্রতারিত গ্রাহকদের সাথে কথা বলেন এবং তদন্তের আশ্বাস দেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করে অতি দ্রুততার সাথে বুধাবার ভোরে গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রের মালিক কিরিটি বৈরাগ্যকে গ্রেপ্তার করে।

তৃণমূলের প্রতিবাদ মিছিল

তৃণমূলের উপর আক্রমণের প্রতিবাদে কাপাসএড়্যা হাইরোড থেকে কেশবপুর জালপাই বাজার পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিল করেন মহিষাদলের বিধায়ক তীলক কুমার চক্রবর্তী। ছবি সেক আনোয়ার হোসেন

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

মুর্শিদাবাদ মেডিক্যালের সিকিউরিটি সুপারভাইজার ঘিরে ধুন্ধুমার

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের সিকিউরিটি সুপারভাইজারকে ঘিরে ধুন্ধুমার সৃষ্টি হল মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের ভেতরে। অভিযোগ, করোনার সময় যে সমস্ত সিকিউরিটি গার্ডদের কাজের জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল, করোনার সময় পার হওয়ার পর তাদের কাজ থেকে ছাঁটাই করে দেওয়া হয়। কাজে রাখার সময় তাদের কাছ থেকে মোটা অংকের টাকা চাওয়া হয় বলেও অভিযোগ হাসপাতালের সিকিউরিটি সুপারভাইজারের বিরুদ্ধে। ছাঁটাই করার পর কাজ করিয়ে নেওয়া সিকিউরিটি গার্ডদের আশ্বাস দেওয়া হয়, পরবর্তীতে আবার কাজে ঢোকানো হবে কিন্তু মাসের পর মাস কেটে গেলেও তাদের কোনো সুরাহা হয়নি। বুধবার দুপুরে ১২০ জন কাজ করা সিকিউরিটি গার্ড পুনরায় কাজের দাবিতে সিকিউরিটি সুপারভাইজারকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের ভেতরেই শুরু হয় ধুন্ধুমার পরিস্থিতি। অভিযোগকারীদের দাবি, তাদের পুনরায় কাজে ফেরানো হোক।

কেমিক্যালের জল মিশে দূষণ বাড়ছে গঙ্গায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন:কেমিক্যাল মিশ্রিত জল মিশে দূষণ বাড়ছে গঙ্গায়, হাওড়ার টোপিওয়ালা ঘাটের ভয়ানক চিত্র। হাওড়ার বি.গার্ডেন থেকে বালি, গঙ্গার ধরে গজিয়ে উঠেছে একাধিক কলকারখানা। অভিযোগ, এই সব কারখানার নিকাশির অভিমুখ রয়েছে গঙ্গার দিকেই। হাওড়া রামকৃষ্ণপুর ঘাট থেকে শিবপুর ঘাটের মাঝেই রয়েছে এই টোপিওয়ালা ঘাট। সেই ঘাটে এলে এমনিতেই চোখ জ্বালা করতে বাধ্য। সঙ্গে ঝাঁজালো গন্ধ তো রয়েছেই। শুধু গঙ্গার পাড়েই নয়, ভুগর্ভস্থ থেকেও এলাকা থেকে বেরচ্ছে ধোঁয়া।

আগুনে পুড়ে ছাই দোকান

সেখ আব্দুল আজিম ● হুগলি

আপনজন: হুগলির চন্ডীতলা থানার অন্তর্গত নবাবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চক কৃষ্ণ রামপুরের খাঁ পাড়াতে গত ২০ শে নভেম্বর গভীর রাত্রে স্থানীয় বাসিন্দা জনৈক শেখ আজিজুর রহমানের একটি চায়ের দোকান সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয়ে যায়। ভোররাত্রে যখন কিছু মুসল্লী ফরজের নামাজ আদায় আদায় করতে যাচ্ছিলেন তখনই তাদের ঘটনাটি চোখে পড়ে। এরপর খবর পেয়ে শেখ আজিজুর রহমান যখন তার একমাত্র সম্বল চায়ের দোকানের সামনে এসে দেখেন চায়ের দোকানটি সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয়ে গেছে। উল্লেখ্য কিছু দূরে একটি খালি পেট্রোলের ডিব্বা পাওয়া গেছে। শেখ আজিজুর রহমানের অভিযোগ স্থানীয় বিবাদের জেরে কিছু সমাজ বিরোধী এই অগ্নিসংযোগ করিয়েছেন।

الدعوة
দাওয়াত

ইসলামের দৃষ্টিতে শ্রমিক ও মালিকের সম্পর্ক
ফজরের নামাজ পড়লে ১০ পুরস্কার পাওয়া যায়
মা-বাবার জন্য আল্লাহর শেখানো দোয়া
ধারাবাহিক: মুহাম্মদ সা.: অনন্য হয়ে ওঠার রোলমডেল

আপনজন ■ বৃহস্পতিবার ■ ২৩ নভেম্বর, ২০২৩

ইসলামের দৃষ্টিতে শ্রমিক ও মালিকের সম্পর্ক

আবদুল মজিদ মোল্লা

ইসলাম শ্রমিকের মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপনের নিশ্চয়তা দেয়। শ্রমিকের স্বার্থ সুরক্ষায় ইসলাম মৌলিকভাবে কয়েকটি বিষয়কে গুরুত্ব দেয়। তা হলো, ক. শ্রমিক-মালিকের ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক, খ. যথাযথ মজুরি নির্ধারণ, গ. ইহকালীন ও পরকালীন জবাবদিহি। নিম্নে উল্লিখিত তিনটি বিষয়ে আলোচনা করা হলো।

শ্রমিক-মালিকের সুসম্পর্ক

ইসলাম শ্রমিক ও মালিকের সম্পর্ককে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক হিসেবে ঘোষণা করেছে, যা সৌহার্দ্য ও কল্যাণকামিতার বার্তা বহন করে। ইসলাম শ্রমিক ও মালিক উভয়কে দায়িত্বশীল হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। মালিকের উদ্দেশে মহানবী সা. বলেছেন, ‘তারা তোমাদের ভাই। আল্লাহ তাদের তোমাদের অধীন করেছেন।

সুতরাং যার ভাইকে তার অধীন করেছেন সে যেন তাকে তা-ই খাওয়ায় যা সে খায়, সেই কাপড় পরিধান করায়, যা সে পরিধান করে। তাকে সামর্থ্যের অধিক কোনো কাজের দায়িত্ব দেবে না। যদি এমনটা করতেই হয়, তাহলে সে যেন তাকে সাহায্য করে।’ (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫৬১৭)

অন্যদিকে শ্রমিককে বলেছে, ‘আল্লাহ পছন্দ করেন যে তোমাদের কেউ যখন কোনো কাজ করবে সে তা যথাযথভাবে করবে।

’ (সহিহুল জামে,হাদিস : ১৮৮০)

যথাযথ মজুরি নির্ধারণ

ইসলাম শ্রমিকের উপযুক্ত মজুরি নির্ধারণের নির্দেশ দিয়েছে। কেননা মজুরি যথাযথ না হলে শ্রমিকের পূর্ণ মনোযোগ ও আন্তরিকতা আশা করা যায় না। রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, ‘যথোপযুক্ত খাদ্য ও পরিধেয় মালিকানাধীন (বা অধীন) ব্যক্তির প্রাপ্য।’ (মুয়াত্তায়ে মালিক, হাদিস : ৪১)

হাদিসে ব্যবহৃত ‘মারুফ’ বা যথোপযুক্ত শব্দটি তাৎপর্যবহ। কেননা কোনো পারিশ্রমিককে তখনই যথোপযুক্ত বলা যাবে, যখন তা শ্রমিকের মানবিক অধিকার, সামাজিক মর্যাদা ও সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনের নিশ্চয়তা দেবে।

মজুরি নির্ধারণের মূলনীতি

রাসুলুল্লাহ সা. থেকে বর্ণিত একটি ঐতিহাসিক হাদিসকে ইসলামী শ্রম আইনে পারিশ্রমিক নির্ধারণের মাপকাঠি বিবেচনা করা হয়। তিনি বলেন, ‘তারা তোমাদের ভাই। আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীন করেছেন। সুতরাং যার ভাইকে আল্লাহ তার অধীন করেছেন সে যেন তাকে তাই খাওয়ায়, যা সে নিজে খায়, তাই পরিধান করায়, যা সে পরিধান করে এবং তার ওপর এমন কোনো কাজের বোঝা চাপাবে না, যা তার সাধ্যাতীত। আর যদি এমন কাজের বোঝা চাপাতে বাধ্য হয়, তবে সে যেন তাকে এই বিষয়ে তাকে সাহায্য করে।’ (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৬০৫০)

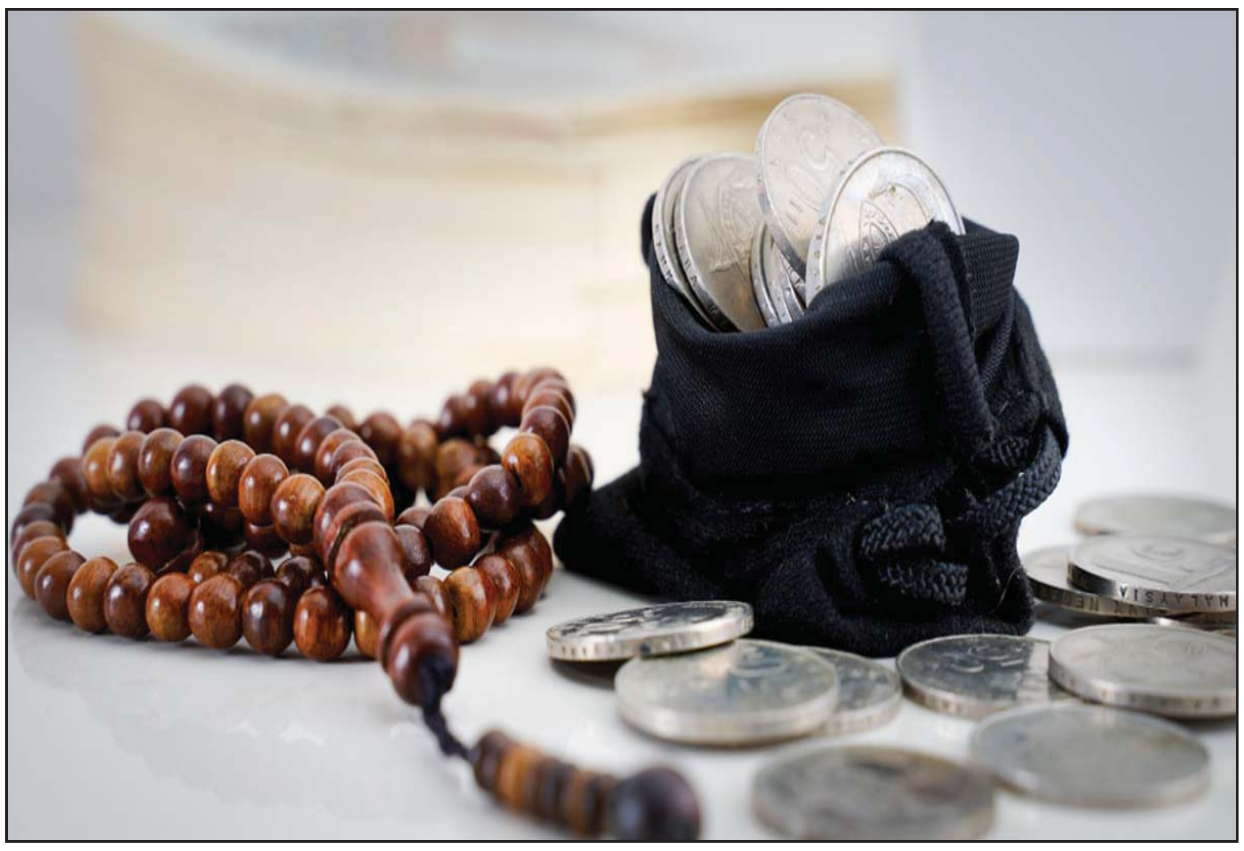

উল্লিখিত হাদিসের আলোকে মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ.) চারটি মূলনীতি নির্ধারণ করেছেন। তা হলো–

১. মালিক ও পুঁজিদার শ্রমিককে নিজের ভাইয়ের মতো মনে করবে। দুই সহোদর ভাইয়ের মধ্যে যেমন কোনো মৌলিক পার্থক্য থাকে না এবং যেরূপ সম্পর্ক বর্তমান থাকে, তাদের ভেতরও তেমন সম্পর্ক থাকবে।

২. খাওয়া-পরা-থাকা প্রভৃতি মৌলিক প্রয়োজন পূরণের মান মালিক ও শ্রমিকের উভয়ের সমান হবে। মালিক ও পুঁজিদার নিজে যা খাবে ও পরবে মজুর-শ্রমিককে তাই খেতে-পরতে দেবে; কিংবা অনুরূপ মানের পরিমাণ অর্থ মজুরিস্বরূপ দান করবে।

৩. সময় ও কাজ উভয় দিকে দিয়ে সাধ্যাতীত এমন কোনো কাজ মজুরের ওপর চাপানো যাবে না, যাতে সে সীমাহীন ক্লান্ত ও অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে।

৪. কোনো কাজ সাধ্যাতীত হলে মজুরকে অতিরিক্ত সময় বা লোকবল দিয়ে সাহায্য করতে হবে। (ইসলামী অর্থনীতি, পৃষ্ঠা ১১০-১১১)

ইহকালীন ও পরকালীন জবাবদিহি

শ্রমিকের অধিকার সুরক্ষায় রাষ্ট্র মালিকপক্ষকে আইনি জবাবদিহিতে বাধ্য করবে আর আইনের দৃষ্টি ফাঁকি দিতে পারলেও মালিক পরকালীন জবাবদিহিকে ভয় করবে। কেননা ইসলামের আদর্শ হলো শ্রমিক তার প্রাপ্য সম্পর্কে ওয়াকিফহাল না হলেও মালিক তাকে প্রাপ্য বুঝিয়ে দেবে। যেমন শোআইব (আ.) মুসা (আ.)-কে ডেকে এনে পারিশ্রমিক দিয়েছিলেন। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘তখন নারীদ্বয়ের একজন সলজ্জ পায়ে তার কাছে এলো এবং বলল, আমার পিতা আপনাকে আমন্ত্রণ করেছেন আমাদের পশুগুলোকে পানি পান করানোর বিনিময় প্রদানের জন্য।’ (সূরা : কাসাস, আয়াত : ২৫)

আর মহানবী সা. এই ব্যাপারে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, ‘যে জাতির দুর্বল লোকেরা জোরজবরদস্তি ছাড়া তাদের পাওনা আদায় করতে পারে না সেই জাতি কখনো পবিত্র হতে পারে না।’ (ইবনে মাজাহ, হাদিস : ২৪২৬)

ইসলাম শুধু মালিককেই জবাবদিহির আওতায় আনেনি, বরং শ্রমিককেও জবাবদিহির আওতায় নিয়ে এসেছে। দায়িত্ব পালন ও বিশ্বস্ততাকে তার প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে উল্লেখ করেছে। ইরশাদ হয়েছে, ‘নিশ্চয়ই আপনার মজুর হিসেবে সেই উত্তম যে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত।’ (সূরা : কাসাস, আয়াত : ২৬)

শ্রমিকের স্বার্থ সুরক্ষা কেন প্রয়োজন

মুসলিম সমাজবিজ্ঞানী আল্লামা ইবনে খালদুন বলেন, ‘শ্রমের মূল্য হ্রাস করা শ্রমিকের প্রতি অবিচার। যে ব্যক্তি উপযুক্ত পারিশ্রমিকের চেয়ে কম মূল্যে শ্রমিক নিয়োগ দিল, সে শ্রমিকের অধিকার লুণ্ঠন করল। শ্রমিক তার পরিশ্রমের সমান পারিশ্রমিক পাবে। কেউ যদি তার চেয়ে কম পারিশ্রমিক দেয়, তবে সে জুলুম করল। আর জুলুম ব্যক্তির জন্য ধ্বংসাত্মক, সভ্যতাকে দুর্বলকারী এবং সামাজিক স্থিতিশীলতা নষ্টকারী।’ (মুকাদিমায়ে ইবনে খালদুন, পৃষ্ঠা ৫১২)

তিনি আরো বলেন, ‘কোনো ন্যায়ভিত্তিক সমাজ ছাড়া মানবসভ্যতার সঠিক বিকাশ সম্ভব নয়। কেননা জুলুম মানবপ্রকৃতিতে মন্দ প্রভাব ফেলে। তা মনোবৃত্তিকে দুর্বল করে, প্রকৃতিকে অসুস্থ করে এবং তার সুকুমারবৃত্তি ধ্বংস করে। ফলে মানুষ হতাশ হয়ে যায়, জীবিকা অর্জনের আকাঙ্ক্ষা হারিয়ে ফেলে। তখন তাদের কর্মস্পৃহা বিলুপ্ত হয় এবং সমাজের স্বাভাবিক প্রবাহ ব্যাহত হয়। এভাবে ক্রমেই মানবসভ্যতার বিপদ বাড়তে থাকে।’ (মুকাদিমায়ে ইবনে খালদুন, পৃষ্ঠা ৩৩৩)

আল্লাহ সবাইকে সঠিক বুঝ দান করুন। আমিন।

ফজরের নামাজ পড়লে ১০ পুরস্কার পাওয়া যায়

ফেরদৌস ফয়সাল

ফজরের বিশেষ গুরুত্ব যেমন নামাজের মধ্যে আছে, তেমনি সময়ের মধ্যেও। কোরআনে সুরা ফজরের শুরুতে আল্লাহ তাআলা বলেন, শপথ ফজরের। (সুরা ফজর, আয়াত: ১)

ফজরের নামাজ পড়ার কয়েকটি উপকারের কথা জানা যাক,

১. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, ‘যে জামাতের সঙ্গে এশার নামাজ আদায় করল, সে যেন অর্ধেক রাত পর্যন্ত নফল নামাজ আদায় করল। আর যে ফজরের নামাজ জামাতের সঙ্গে আদায় করল, সে যেন সারা রাত জেগে নামাজ আদায় করল।’ (মুসলিম, হাদিস: ১৩৭৭)

২. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, ‘ফজরের দুই রাকাত নামাজ দুনিয়া ও তার সবকিছুর চেয়ে উত্তম।’ (মুসলিম, হাদিস: ১৫৭৩)

৩. রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, ‘যে ফজরের নামাজ আদায় করল, সে মহান আল্লাহর রক্ষণাবেক্ষণের অন্তর্ভুক্ত হলো।’ (মুসলিম, হাদিস: ১৩৭৯)

৪. রাসুলুল্লাহ সা. আরও বলেন, ‘সেই মানুষটি জাহান্নামে যাবে না, যে সূর্যোদয়ের আগের এবং সূর্যাস্তের আগের অর্থাৎ ফজর ও আসরের নামাজ আদায় করে।’ (মুসলিম, হাদিস: ১৩২২)

৫. রাসুল সা. বলেন, ‘মুনাফিকদের জন্য ফজর ও এশার চেয়ে বেশি ভারী কোনো নামাজ নেই। এ দুই নামাজের ফজিলত যদি তারা জানত, তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তারা উপস্থিত হতো।’ (বুখারি, হাদিস: ৬৫৭)

৬. খলিফা হজরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা.)-এর বরাতে একটি হাদিস জানা যায়। রাসুলুল্লাহ সা. নাজদের দিকে এক অভিযানে একটি সেনাদল পাঠান। তারা প্রচুর গণিমতের সম্পদ অর্জন করে তাড়াতাড়ি ফিরে আসে। তাদের সঙ্গে যায়নি এমন একজন বলেন,‘অল্প সময়ের মধ্যে এত পরিমাণে ভালো গণিমত নিয়ে এদের চেয়ে তাড়াতাড়ি আর কোনো সেনাদলকে আমরা ফিরে আসতে দেখিনি।’ তখন রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, ‘আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি দলের কথা বলব না, যারা এদের চেয়ে তাড়াতাড়ি উত্তম গণিমত নিয়ে ফিরে আসে? যারা ফজরের নামাজে জামাতে হাজির হয়, (নামাজ শেষে) সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে আল্লাহ তাআলার জিকির করতে থাকে, তারাই অল্প সময়ের মধ্যে উত্তম গণিমতসহ প্রত্যাবর্তনকারী।’ (সুনানে তিরমিজি: ৩৬৪১)

৭. সাহাবি আনাস (রা.) বলেন যে রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, ‘রাতের অন্ধকারে মসজিদগুলোয় যাতায়াতকারী ব্যক্তিদের কিয়ামতের দিনের পরিপূর্ণ নুরের সুসংবাদ দাও।’ (ইবনে মাজাহ, হাদিস: ৭৮১)

৮. ফজরের সময় ফেরেশতাদের পালাবদল হয়। আর এ সময় বান্দা যা কিছু করে ফেরেশতারা আল্লাহর কাছে তা পেশ করেন। এক হাদিসে আল্লাহর রাসুল সা. বিষয়টি চমৎকারভাবে তুলে ধরে বলেন, ‘ফেরেশতারা পালাবদল করে তোমাদের মাঝে আগমন করেন; একদল দিনে, একদল রাতে। আসর ও ফজরের নামাজে উভয় দল একত্র হয়। তারপর তোমাদের মাঝে রাতযাপনকারী দলটি উঠে যায়। তখন তাদের প্রতিপালক তাদের জিজ্ঞাসা করেন, আমার বান্দাদের কোন অবস্থায় রেখে এলে? অথচ তিনি তাদের ব্যাপারে সর্বাধিক অবগত। জবাবে তাঁরা বলেন, ‘আমরা তাদের নামাজে রেখে এসেছি আর আমরা যখন তাদের কাছে গিয়েছিলাম তখনো তারা নামাজরত ছিলেন।’ (বুখারি, হাদিস: ৫৫৫)

৯. জাবির বিন আবদুল্লাহ (রা.) বর্ণনা করেন, ‘একবার আমরা নবী করিম সা.-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। তিনি রাতে (পূর্ণিমার) চাঁদের দিকে তাকিয়ে বলেন, ওই চাঁদকে তোমরা যেমন দেখছ, ঠিক তেমনি অচিরেই তোমাদের প্রতিপালককে তোমরা দেখতে পাবে।’

১০. রাসুল সা. বলেন, ‘তোমাদের কেউ যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন শয়তান তার ঘাড়ের পেছনে তিনটি গিঁট দেয়। প্রতি গিঁটে সে এ বলে চাপড়ায়, তোমার সামনে রয়েছে দীর্ঘ রাত, অতএব, তুমি শুয়ে থাকো।

তারপর সে যদি জেগে আল্লাহকে স্মরণ করে তাহলে একটি গিঁট খুলে যায়, অজু করলে আরেকটি গিঁট খুলে যায়, তারপর নামাজ পড়লে আরেকটি গিঁট খুলে যায়। তখন তার প্রভাত হয় উত্‌ফুল্ল মনে ও অনাবিল চিত্তে। না হলে সে সকালে ওঠে কলুষ কালিমা ও আলস্য নিয়ে।’ (বুখারি, হাদিস: ১১৪২)

সহজ পন্থা অবলম্বনে রাসূল মুহাম্মদ সা.-এর নির্দেশনা

আশরাফ আলী

একজন আলেম রেলগাড়িতে ভ্রমণ করছিলেন। নামাজের সময় হলে তিনি গাড়ি থেকে নেমে স্টেশনের প্ল্যাটফরমে নামাজ পড়তে চাইলেন। সহযাত্রীরা বলল, মাওলানা! এই স্টেশনে গাড়ি বেশিক্ষণ থামবে না। আপনি ভেতরেই নামাজ পড়ুন।

তিনি বললেন, এটা কেমন কথা যে আমি চলন্ত গাড়িতে নামাজ আদায় করব! গাড়ি থাকুক বা যাক আমি নিচে নেমেই নামাজ আদায় করব। সব যুগেই এমন কঠোর প্রকৃতির গোঁড়া কিছু মানুষ থাকে। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, আল্লাহ মানুষকে যে অবকাশ দিয়েছেন এবং ইবাদত আদায়ের যে সহজ পদ্ধতি বলে দিয়েছেন তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে আজিমত তথা স্বাভাবিক অবস্থার মতো দৃঢ়তার সঙ্গে তা পালন করাই শরিয়তের মূল উদ্দেশ্য। এতে সওয়াব বেশি পাওয়া যায়।

বিপরীতে কেউ সহজ পদ্ধতি অবলম্বন করলে সওয়াব কমে যায়। সুতরাং তারা শরিয়তের অবকাশ গ্রহণ করে না, সহজ পদ্ধতিতে আমল করে না। তারা মনে করে, সহজ পদ্ধতি কেবল অসুবিধার সময় সাধারণ মানুষের জন্য, যেন তারা শরিয়তের কঠোরতার কারণে মন ছোট না করে। আমরা বিশেষ লোক, আমরা কেন দুর্বলদের পদ্ধতি অবলম্বন করব।

এটা তাদের মহা ভুল। এই ধারণা ফিকহশাস্ত্রের ভাষ্যের বিপরীত। যদিও কারো কারো মতে, বিশেষ লোকদের জন্য রুখসত বা অবকাশ গ্রহণের চেয়ে আজিমত অনুসারে আমল করা উত্তম। তবে আমার মতে, বিশেষ লোকদের জন্যও রুখসতের ক্ষেত্রে সে অনুযায়ী আমল করা আজিমত অনুসারে আমল করার চেয়ে উত্তম। কেননা বিশেষ শ্রেণির কাজগুলো সাধারণ লোকেরা অনুসরণীয় মনে করে। তাই তারা যদি রুখসতের ক্ষেত্রে রুখসত অনুসারে আমল না করে আজিমত অনুসারে আমল করে, তাহলে মানুষ মনে করবে আজিমত অনুসারে আমল করাই শরিয়তের মূল নির্দেশ। কেবল আরামের জন্য আমাদের সহজ পন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। হয়তো এতে সওয়াবের পরিমাণ কম। এতে মানুষের জন্য শরিয়ত পালন করা কঠিন হয়ে যাবে। অথচ আল্লাহ তাঁর দ্বিনকে সহজ করেছেন।

রাসুলুল্লাহ সা. ছিলেন আল্লাহর সবচেয়ে নিকটতম বান্দা। আল্লাহর নির্দেশ পালনে তিনি নিজের জীবন দিতেও দ্বিধা করতেন না। তাঁর কর্মপন্থা সম্পর্কে হাদিসে বলা হয়েছে, রাসুলুল্লাহ সা.-কে দুটি বিষয়ের মধ্যে অবকাশ দেওয়া হলে তিনি সহজটা গ্রহণ করতেন। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৬৭৮৬)

একদল সাহাবি স্বাভাবিক ও জীবনের সহজ ধারার পরিবর্তে কঠোর তপস্যার নিয়ত করলে রাসুলুল্লাহ সা. তাদের উদ্দেশে বলেন, ‘মানুষের কী হলো যে আমি যে কাজ করি তা থেকে দূরে থাকে? আল্লাহর কসম! নিশ্চয়ই আল্লাহ সম্পর্কে তাদের চেয়ে আমার জ্ঞান অনেক বেশি এবং আল্লাহকে তাদের চেয়ে আমি বেশি ভয় করি।’ (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৬১০১)

রাসুলুল্লাহ সা. ইবাদতের ক্ষেত্রে রুখসত বা অবকাশ গ্রহণ করতেন এবং সাহাবিদেরও তা গ্রহণ করতে বলতেন। তাহলে আমরা কোথাকার কে যে রুখসত অনুসারে আমল করাকে নিজের জন্য অনুপযুক্ত মনে করি!

মাওয়াইজে আশরাফিয়া থেকে

ক্ষমা প্রার্থনার শ্রেষ্ঠ দোওয়া ‘সাইয়েদুল ইসতেগফার’

ওয়াহেদ গাজী

পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহতে বেশি বেশি করে তাওবাহ ইসতেগফার করার ব্যাপারে তাগিদ দেওয়া হয়েছে। কেননা গুনাহমুক্ত জীবনের জন্য অন্যতম উপায় হচ্ছে তাওবাহ ও ইসতেগফার করা।

মহান রাব্বুল আলামিন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا

উচ্চারণ: ‘ওয়ামাইঁ ইয়া‘মাল সূআন আও ইয়াজলিম নাফসাহূসু ম্মা ইয়াসিতাগফিরিল্লা-হা ইয়াজিদিল্লাহা গাফূরার রাহীমা-’।

অর্থ: ‘যে গুনাহ করে কিংবা নিজের অনিষ্ট করে, অতঃপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল, করুণাময় পায়’। (সূরা: নিসা, আয়াত: ১১০)

সাইয়েদুল ইসতেগফার

বিশ্বনবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ‘যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে এই দোয়া পাঠ করবে, দিবসে পাঠ করে রাতে মারা গেলে কিংবা রাতে পাঠ করে দিবসে মারা গেলে, সে জান্নাতবাসী হবে’। (বুখারি, মিশকাত, হাদিস: ২৩৩৫)

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

উচ্চারণ: ‘আল্লাহুম্মা আংতা রাব্বি লা ইলাহা ইল্লা আংতা খালাক্কতানি ওয়া আনা আবদুকা ওয়া আনা আলা আহিদকা ওয়া ওয়াদিকা মাসতাতাতু আউজুবিকা মিন শাররি মা সানাতু আবুউলাকা বিনিমাতিকা আলাইয়্যা ওয়া আবুউলাকা বিজাম্বি ফাগ্ফিরলি ফা-ইন্নাহু লা ইয়াগফিরুজ জুনুবা ইল্লা আংতা’।

অর্থ: ‘হে আল্লাহ! তুমিই আমার প্রতিপালক। তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তুমিই আমাকে সৃষ্টি করেছ। আমি তোমারই বান্দা আমি যথাসাধ্য তোমার সঙ্গে প্রতিজ্ঞা ও অঙ্গীকারের ওপর আছি। আমি আমার সব কৃতকর্মের কুফল থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই। তুমি আমার প্রতি তোমার যে নেয়ামত দিয়েছ তা স্বীকার করছি। আর আমার কৃত গুনাহের কথাও স্বীকার করছি। তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। কারণ তুমি ছাড়া কেউ গুনাহ ক্ষমা করতে পারবে না’।

যেসব কাজ আল্লাহর ওপর ভরসার পরিপন্থী

সাখাওয়াত উল্লাহ

তাওয়াক্কুলের মূল কথা হলো আল্লাহর ওপর পরিপূর্ণ ভরসা করা, সেই সঙ্গে পার্থিব উপায়-উপকরণ গ্রহণ করা। যে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, ‘আর যে আল্লাহকে ভয় করে তিনি তার জন্য বেরোনোর পথ বের করে দেন এবং তাকে এমন স্থান থেকে জীবিকা দেন, যা সে ভাবতেও পারে না। আর যে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে তিনি তার জন্য যথেষ্ট হন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তার কাজ চূড়ান্তকারী। অবশ্যই আল্লাহ প্রত্যেক কাজের জন্য একটা পরিমাপ ঠিক করে রেখেছেন।’ (সুরা : তালাক, আয়াত : ২-৩)

মহান আল্লাহ প্রত্যেক কাজের সমজাতীয় প্রতিফল নির্ধারণ করে রেখেছেন। তিনি তাওয়াক্কুলের প্রতিদান নির্ধারণ করেছেন প্রাচুর্যতা। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহকে যথেষ্ট জানবে, আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট হবেন। আর আল্লাহ যার তত্ত্বাবধান করবেন, তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। কিছু কাজ আছে, যেগুলো তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী। নিম্নে সেসব কাজ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

কোনো কিছু কুলক্ষণ মনে করা : অশুভ বাসনা আল্লাহর ওপর ভরসার পরিপন্থী।

কেননা আল্লাহর ওপর ভরসাকারী কোনো অন্তরকে কখনো বাঁ দিক দিয়ে পাখি উড়ে যাওয়া, প্যাঁচা দেখে অশুভ লক্ষণ মনে করা ইত্যাকার কোনো বাতিল কথা তার গন্তব্য থেকে ফিরিয়ে দিতে পারে না। নবী করিম সা. কুলক্ষণ ও অশুভ মনে করা সম্পর্কে সবাইকে হুঁশিয়ার করেছেন। তিনি বলেছেন, কুলক্ষণ ও অশুভ বলে কিছু নেই। (বুখারি, হাদিস : ৫৭৫৪)

জ্যোতিষী ও গণকের কাছে যাওয়া : জ্যোতিষী, গণক ও হারানো বস্তুর সন্ধানদাতাদের কাছে যাওয়া তাওয়াক্কুল পরিপন্থী কাজ। মুহাম্মাদ ইবনে মুসান্না আনাজি (রহ.) থেকে বর্ণিত, নবী সা.-এর কিছু স্ত্রীর সূত্রে নবী সা. থেকে বর্ণিত, যে ব্যক্তি গণকের কাছে গেল এবং তাকে কোনো ব্যাপারে প্রশ্ন করল- ৪০ রাত তার কোনো নামাজ গ্রহণযোগ্য হবে না।

(মুসলিম, হাদিস : ৫৭১৪)

গাছ, পাথর থেকে বরকত কামনা করা : গাছ, পাথর ও বস্তু থেকে বরকত লাভের আশায় ভক্তি বা এগুলো সংগ্রহ করে রাখা তাওয়াক্কুলবিরোধী কাজ। কখনো কখনো এ ধরনের কাজ শিরকের দিকে ধাবিত করে।

উপায়-অবলম্বন গ্রহণ না করা : উপায়-অবলম্বন গ্রহণ করা তাওয়াক্কুলের অন্যতম শর্ত। অবলম্বন গ্রহণ না করা তাওয়াক্কুল পরিপন্থী। কোনো কাজ সম্পন্ন করতে যে উপায়-উপকরণ অবলম্বনের কথা অস্বীকার করে এবং নিশ্চেষ্ট বসে থাকে, সে গণ্ডমূর্খ ও পাগল। আবার যে আল্লাহর কুদরতের ওপর ভরসা না করে শুধুই উপায়-উপকরণ নিয়ে পড়ে থাকে তার আচরণ শিরকি। আনাস বিন মালেক (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসুল সা.! আমি কি তাকে (আমার উষ্ট্রী) বেঁধে রেখে (আল্লাহর ওপর) ভরসা করব, না কি তাকে বন্ধনমুক্ত করে দিয়ে ভরসা করব? তিনি বলেন, আগে বেঁধে রাখো, তারপর ভরসা করো। (তিরমিজি, হাদিস : ২৫১৭)

তাই বেকার বসে না থেকে কামাই-রোজকার করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, কোনো ব্যক্তি নিজ হাতের কামাইয়ের মাধ্যমে যা খায় তার থেকে উত্তম কোনো খাদ্য সে কখনো খায়নি। আল্লাহর নবী দাউদ নিজ হাতের কামাই থেকে জীবিকা নির্বাহ করতেন। (বুখারি, হাদিস : ২০৭২)

চিকিৎসার চেষ্টা না করা : রোগশোক দেখা দিলে চিকিৎসার চেষ্টা না করা তাওয়াক্কুল পরিপন্থী কাজ। নবী করিম সা. তো বলেছেন, আল্লাহ তাআলা এমন কোনো রোগ দেননি, যার প্রতিষেধক বা চিকিৎসা তিনি দেননি। (বুখারি, হাদিস : ৫৬৭৮)

একইভাবে তিনি রোগের চিকিৎসা করাতেও আদেশ দিয়েছেন। হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, হে আল্লাহর বান্দারা, তোমরা চিকিৎসা করাও। (তিরমিজি, হাদিস : ২০৩৮)

মুহাম্মদ সা.: অনন্য হয়ে ওঠার রোলমডেল

হেশাম আল-আওয়াদি

পূর্ব প্রকাশিতের পর-

আমরা পরিবর্তনের জন্য প্রণোদনাও দেখেছি : মানসিক এবং যুক্তিপূর্ণ মিথস্ক্রিয়া: পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে নমনীয়তা; একটি নতুন জীবনের জন্য সদিচ্ছা; কীভাবে নিজেকে বিকাশ করা যায় তা নিয়ে ব্যস্তভাবে চিন্তা করা; এবং দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণের গুরুত্ব যা আপনার মধ্যে সফলভাবে পরিবর্তন আনতে সাহায্য করতে পারে।

আমাদের ক্রমাগত পরিবর্তনশীল একবিংশ শতাব্দীর বিশ্বের বাস্তবতা পরিবর্তনকে একটি গুঞ্জন করে তুলেছে। কিন্তু এটা একেবারেই সত্য যে পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে এবং মানিয়ে নিতে একজনকে অবশ্যই দ্রুত অগ্রসর হতে হবে।

আমরা কিভাবে মুহাম্মদ সা:-এর ৪০ এর দশক থেকে শিখতে পারি? (দ্রষ্টব্য : এখানে আমরা তাঁর ৪০-এর দশকের ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছি, যেহেতু আমরা একটি জীবনের এমন পর্যায় বলতে চাই- যা পুরোপুরি পরিপক্ব। এটি শুধু একটি সংখ্যা বা জন্ম সময় নয়, আর আমাদের ক্ষেত্রে এই জীবন পর্যায় ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে পরিবর্তিত হতে পারে।)

মুহাম্মদ সা: ৪০ দশকে

-মুহাম্মদ সা: তীব্র ব্যথায় ভুগছিলেন যখন ফেরেশতা জিবরাইল তাঁকে গুহায় চেপে ধরেছিলেন, তবুও তাকে আবার দেখার জন্য তিনি আকুল হয়েছিলেন এবং দীর্ঘ সময় তা না হওয়ায় বিচলিত হয়েছিলেন।

-পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য মুহাম্মদ সা: নিজেকে এবং তাঁর বন্ধুদের আল-আরকামের বাড়িতে প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন।

-মুহাম্মদ সা: তাঁর পরিবেশ পরিবর্তন করেন, মক্কা ছেড়ে মদিনায় বসতি স্থাপন করেন।

আপনার পরিপক্বতার পর্যায়

-পরিবর্তনের যন্ত্রণা সহ্য করুন, কারণ এটি আগুনের পরীক্ষা যা আপনাকে উচ্চতার স্তরে নিয়ে যাবে।

-আপনি যদি একবিংশ শতাব্দীতে সফলভাবে টিকে থাকতে চান তবে আপনাকে অবশ্যই শিখতে হবে। কিন্তু আপনি যদি উন্নতি করতে চান তবে আপনাকে অবশ্যই শিখতে হবে, প্রশিক্ষণ নিতে হবে এবং অনুশীলন করতে হবে।

-আপনার পরিবেশ পরিবর্তন করুন যদি এটি আপনাকে আটকে রাখে। আপনার পরিবেশ আপনার শারীরিক স্থান বা আপনার অবস্থা হতে পারে।

অধ্যায় ৭ : মুহাম্মদ সা: ৫০ এর দশকে

সফল পরিবর্তনের জন্য সফল নেতৃত্বের প্রয়োজন এবং সফল নেতৃত্ব মানুষকে এমন কিছু করতে দেয় যা তারা আগে করতে চায়নি বা আশা করেনি যে এটি তারা করতে পারে।

নেতারা ঝুঁকি নেয়, সুযোগ খোঁজে, বিশ্বাস করার মতো কিছু দেয় এবং কৃতিত্বকে অনুপ্রাণিত করে।

মুহাম্মদ সা: যখন মদিনায় আসেন, তখন তিনি শহরের ভূমিকাকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করেন, নতুন সম্পর্ক গড়ে তোলেন এবং মানুষকে বিশ্বাস করার জন্য একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দেন। যদিও সেখানে ঐতিহ্যগতভাবে জন্ম নেয়া নেতারা ছিলেন। নেতৃত্ব শেখা এবং প্রয়োগ করা যায়, এমনকি দায়িত্বের নিম্ন স্তরেও।

নেতৃত্বের দক্ষতা

মুহাম্মদ সা: ৫৩ বছর বয়সে মক্কা ছেড়ে মদিনায় বসবাস শুরু করেন। তিনি ছিলেন তাঁর জীবনের বাকি ১০ বছরের জন্য শহরের নেতা। যদি বয়সের ৪০-এর দশক পরিবর্তনের একটি সময় হয়, তাহলে ৫০ হলো নির্দেশনা এবং নেতৃত্ব দেয়ার জন্য পরিশ্রমের একটি পর্যায়।

(ক্রমশ...)

মা-বাবার জন্য আল্লাহর শেখানো দোওয়া

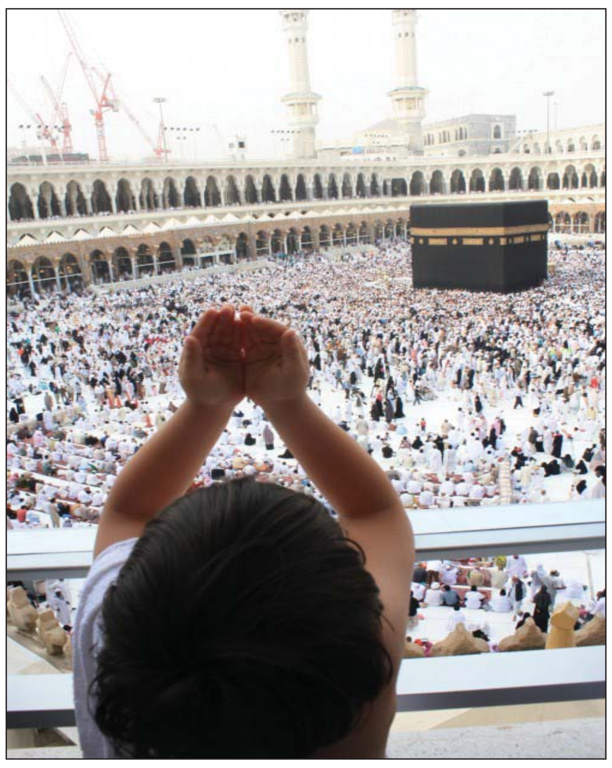

আপনজন ডেস্ক: পৃথিবীতে বাবা-মা’র চেয়ে আপন কেউ নেই। নিজে ভালোমতো না খেয়ে, ভালো পোশাক পরিধান না করে সন্তানের কল্যাণে ছায়ার মতো লেগে থাকেন মা-বাবা। এমন দরদিরা যখন চিরদিনের জন্য বিদায় নেন, তাদের জন্য অনেক কিছুই করার থাকে সন্তানের। বিশেষ করে তাদের জন্য দোয়া করা সন্তানের কর্তব্য।

কেননা সন্তানের দোয়ার কারণে মা-বাবার অনেক উপকার হয়।

এক হাদিসে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, ‘মানুষ মৃত্যু বরণ করলে– তার যাবতীয় আমল বন্ধ হয়ে যায়, তবে তিনটি আমল কখনো বন্ধ হয় না। ১. সাদকায়ে জারিয়া (এমন দান-অনুদান; যার সওয়াব চলমান থাকে) ২. এমন জ্ঞান– যার দ্বারা মানুষ উপকৃত হয় এবং ৩. নেক সন্তান– যে তার মৃত বাবা মায়ের জন্য সবসময় দোয়া এবং আমল করে।’ (মুসলিম: ৪৩১০)

হাদিসের ঘোষণা অনুযায়ী, কোনো সন্তান মৃত বাবা-মায়ের জন্য দোয়া করলে আল্লাহ তাদের নেয়ামত ও সুখ-শান্তি আরও বাড়িয়ে দেন।

আরেক হাদিসে এসেছে, সন্তানের দোয়ার কারণে মৃত মা-বাবার মর্যাদা বাড়িয়ে দেওয়া হয়।

রাসুলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করেছেন, ‘মানুষের মৃত্যুর পর তার মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়। তখন সে বলে, হে প্রভু! এটা কী জিনিস? তাকে বলা হয়, তোমার সন্তান তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছে’। (আল-আদাবুল মুফরাদ: ৩৬)

কবরে মা-বাবার প্রশান্তির জন্য, মাগফেরাতের জন্য স্বয়ং আল্লাহ তাআলা দোয়া শিখিয়ে দিয়েছেন। এখানে মৃত মা-বাবার জন্য কোরআনে বর্ণিত তিনটি দোয়া তুলে ধরা হলো।

এক. প্রশান্তির দোয়া

رَبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

উচ্চারণ: ‘রাব্বির হামহুমা, কামা রাব্বায়ানি সাগিরা।’

অর্থ: ‘হে আমার প্রতিপালক, তাদের উভয়ের প্রতি রহম করো; যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন।’ (সুরা বনি ইসরাইল: ২৪)

দুই. ক্ষমা প্রার্থনার দোয়া

رَبَّنَا ٱغْفِرْ لِي وَلِوَٰلِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ

উচ্চারণ: ‘রাব্বানাগ ফিরলি ওয়ালি ওয়ালিদাইয়া, ওয়ালিল মু’মিনিনা ইয়াওমা ইয়াকুমুল হিসাব।’

অর্থ: ‘হে আমাদের প্রতিপালক! রোজ কেয়ামতে আমাকে, আমার পিতা-মাতা ও সকল মুমিনকে ক্ষমা করুন।’ (সুরা ইবরাহিম: ৪১)

তিন. মা-বাবাসহ সব মুমিনের জন্য দোয়া

رَّبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِوَٰلِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَلَا تَزِدِ ٱلظَّٰلِمِينَ إِلَّا تَبَارًا

উচ্চারণ: ‘রাব্বিগ ফিরলি ওয়ালি ওয়ালিদাইয়া, ওয়া লিমান দাখালা বাইতিয়া মু’মিনাও ওয়ালিল মু’মিনিনা ওয়াল মু’মিনাত। ওয়ালা তাজিদিজ জা-লিমিনা ইল্লা তাবারা।’

অর্থ: ‘হে আমার রব! আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে, যে আমার ঘরে ঈমানদার হয়ে প্রবেশ করবে তাকে এবং মুমিন নারী-পুরুষদের ক্ষমা করুন এবং আপনি জালিমদের ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই বাড়িয়ে দেবেন না।’ (সুরা নুহ: ২৮)

যাদের মা-বাবা অনন্ত জীবনে পাড়ি দিয়েছেন, সুসন্তান হিসেবে তাদের উচিত মৃত বাবা-মায়ের জন্য দোয়া করা। আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রত্যেককে মা-বাবার জন্য কোরআনে বর্ণিত দোয়াগুলো করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

সেজদার সময় শরীরের যে অঙ্গগুলো মাটিতে স্পর্শ করা জরুরি

আপনজন ডেস্ক: মহান রাব্বুল আলামিন আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনুল কারিমে ইরশাদ করেছেন, ‘হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা রুকু কর, সিজদা কর এবং তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত ও সৎকর্ম কর; যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার’। (সূরা: হজ, আয়াত: ৭৭)

পবিত্র কোরআনুল কারিমে আল্লাহ রাব্বুর আলামিন আরো বলেন, ‘তুমি কি দেখো না যে আল্লাহকে সিজদা করে যা কিছু আছে নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্ররাজি, পর্বতরাজি, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু ও বহু মানুষ। আর বহু মানুষ (যারা সিজদা করতে অস্বীকার করেছে) তাদের ওপর শাস্তি অবধারিত হয়েছে। বস্তুত আল্লাহ যাকে লাঞ্ছিত করেন তাকে সম্মানদাতা কেউ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ যা চান তা-ই করেন’। (সূরা: হজ, আয়াত: ১৮)

এক হাদিসে হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, ‘বান্দা আল্লাহর অধিক নিকটবর্তী হয়, যখন সিজদারত থাকে। অতএব, তোমরা তখন অধিক দোয়া করতে থাকো’। (মুসলিম, হাদিস: ৪৮২)

অতএব সব ইবাদতের শ্রেষ্ঠ অংশ হলো সেজদা। সেজদার সময় বান্দা মহান আল্লাহর সবচেয়ে নিকটবর্তী হয়।

সেজদায় ৭ অঙ্গ মাটিতে বা ভূমিতে লাগানো জরুরি। রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, ‘আমাকে ৭টি অঙ্গের ওপর সেজদা করতে বলা হয়েছে। তা হলো-কপালের ওপর; এবং তিনি তার হাত দিয়ে ইঙ্গিত করেন নাক, দুই হাত, দুই টাখনু ও দুই পায়ের আঙুলের দিকে’। (বুখারি: ৮১২)

মুসলিম শরিফের ব্যাখ্যা গ্রন্থে ইমাম নববী (রহ.) বলেন, ‘কেউ যদি ৭ অঙ্গের কোনো অঙ্গ সেজদার সময় ব্যবহার না করে, তবে তার নামাজ শুদ্ধ হবে না’। হানাফি মাজহাব অনুসারে, কেউ যদি তিন তাসবিহের চেয়ে বেশি সময় ইচ্ছা করে কোনো একটি অঙ্গ যদি মাটি থেকে বিচ্ছিন্ন রাখে, তবে তার নামাজ হবে না। সেজদায় পূর্ণ সময় উভয় পা জমিনে রাখা এবং কেবলামুখী করে রাখা সুন্নতে মুয়াক্কাদা। (দুররুল মুখতার: ১৪৪৭, আহসানুল ফতোয়া: ৩/৯৬, ফতোয়ায়ে মাহমুদিয়া: ১১/৮০)

অনেকে নাক ও পায়ের আঙুলগুলো ভূমিতে লাগল কি না তা খেয়াল করেন না। অথচ ফুকাহায়ে কেরামের মতে, সেজদার সময় ৭টি অঙ্গ ব্যবহার করতেই হবে; অন্যথায় নামাজ শুদ্ধ হবে না। ৭ অঙ্গগুলো হলো - ১. চেহারা (কপাল ও নাক), ২-৩. দুই হাত, ৪-৫. দুই হাঁটু, ৬-৭ দুই পা (দুই পায়ের আঙ্গুলসহ)

ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, ‘আমি ৭ অঙ্গে সেজদা করতে এবং চুল ও পরিধেয় বস্ত্র না গুটাতে আদিষ্ট হয়েছি’। ইবনু তাউস (রহ.) বলেন, আমার পিতা বলতেন, (৭ অঙ্গ হলো) দুই হাত, দুই হাঁটু, দুই পা এবং কপাল ও নাক। তিনি নাক ও কপালকে একটি অঙ্গ গণ্য করতেন। (ইবনে মাজাহ: ৮৮৪)

সহিহ বুখারির বর্ণনায়, ইবনু আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করিম সা. ইরশাদ করেছেন, ‘আমি ৭টি অঙ্গের দ্বারা সেজদা করার জন্য নির্দেশিত হয়েছি। কপাল দ্বারা এবং তিনি হাত দিয়ে নাকের প্রতি ইশারা করে এর অন্তর্ভুক্ত করেন, আর দু’হাত, দু’হাঁটু এবং দু’পায়ের আঙ্গুলসমূহ দ্বারা। আর আমরা যেন চুল ও কাপড় গুটিয়ে না নেই’। (সহিহ বুখারি: ৮১২)

ইয়া আল্লাহ! সব মুসলিম উম্মাহকে নামাজের মাসলা-মাসায়েলসহ সব বিষয়ে ইসলামি শরিয়তের বিধান মেনে জীবন পরিচালনা করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

চলে গেলেন পবিত্র রওজা শরিফের প্রবীণ সেবক

আপনজন ডেস্ক: সৌদি আরবের পবিত্র মসজিদে নববীর সেবক শায়খ আগা আবদুহু আলি ইদরিস ইন্তেকাল করেছেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিউন। গত সোমবার মদিনায় তাঁর মৃত্যু হয় এবং মাগরিবের নামাজের পর মসজিদে নববীতে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক জানিয়েছেন মক্কা ও মদিনার পবিত্র দুই মসজিদের ধর্মবিষয়ক পরিচালনা পর্ষদের প্রধান শায়খ ড. আবদুর রহমান আস-সুদাইস। শায়খ আস-সুদাইস তাঁর জন্য মহান আল্লাহর কাছে পরকালে উঁচু মর্যাদার জন্য দোয়া করেন।

আগা আবদুহু ইদরিস ছিলেন পবিত্র রওজা শরিফের প্রবীণ সেবকদের একজন। তাঁর মৃত্যুতে এখন মাত্র দুজন আগা রয়েছেন। একজনের বয়স ১০০ বছরের বেশি এবং অন্যজনের বয়স ৮০ বছর অতিক্রম করেছে। জানা যায়, ‘আগা’ অনারব শব্দ। শব্দটি একবচন এবং এর বহুবচন ‘আগাওয়াত’। ফারসি, কুর্দি ও তুর্কি ভাষায় এর ব্যবহার রয়েছে। বাড়ি বা পরিবারের প্রধান কিংবা প্রধান সেবকসহ এর নানা অর্থ রয়েছে। তবে মক্কা ও মদিনায় বিশেষ অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যাঁরা পবিত্র মসজিদুল হারাম ও মসজিদে নববীর গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শনগুলোর সুরক্ষাসেবায় নিযুক্ত থাকেন তাঁদের আগা বলা হয়। মূলত আইয়ুবি যুগ থেকে (১১৬১ খ্রি. মোতাবেক ৫৫৭ হি.) পবিত্র রওজা শরিফের সুরক্ষায় আগাদের আত্মপ্রকাশ ঘটে। তাঁদের বেশির ভাগ হাবশা থেকে এলেও কেউ কেউ ভারতীয় উপমহাদেশ ও ট্রান্স-অক্সানিয়া অর্থাৎ নিম্নমধ্য এশিয়া অঞ্চল থেকে এসেছেন।

মসজদে নববীতে মহানবী সা.-এর পবিত্র হুজুরাসহ গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শনগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করা তাঁদের মূল দায়িত্ব। ইসলামী যুগে তাঁরা সমাজে উঁচু মর্যাদার অধিকারী ছিলেন।

হারামাইন এলাকায় কাজ করার সুবাদে মানুষ তাঁদের খুবই সম্মান করত। বাদশাহ, আমিরসহ সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁদের ওঠাবসা ছিল। ১৩৪৬ হিজরিতে সৌদি আরবের প্রতিষ্ঠাতা বাদশাহ আবদুল আজিজ আগাদের নিজ নিজ দায়িত্বে বহাল রাখেন। হাজরে আসওয়াদ, রুকন, মাকামে ইবরাহিমে সুগন্ধি লাগানো, পবিত্র কাবাঘর ধোয়া, পবিত্র রওজা শরিফ পরিচ্ছন্ন রাখাসহ বিভিন্ন দায়িত্ব তাঁরা পালন করেন। ১৯৭৮ সালে মোতাবেক ১৩৯৯ হিজরিতে সৌদি আরবের সাবেক গ্র্যান্ড মুফতি আবদুল আজিজ বিন বাজ (রহ.) তাদের আগমন বন্ধ করতে বাদশাহ ফাহাদকে চিঠি লিখেন। কারণ হিসেবে বলা হয়, হাবশার অনেক পরিবারের মধ্যে সন্তানদের নপুংসক করার প্রচলন রয়েছে। সন্তানদের তারা মদিনায় কাজের জন্য পাঠাত। মানুষের মর্যাদার পরিপন্থী হওয়ায় ইসলামে এ ধরনের কাজ নিষিদ্ধ। এক সময় তাদের সংখ্যা শতাধিক হলেও এবং বর্তমানে মাত্র দুই জন আগা জীবিত আছেন। ভবিষ্যতে তাদের সব দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট বিভাগের পক্ষ থেকে পালন করা হবে।

সংঘাত ও ফাউলের সুপার ক্লাসিকোতে ব্রাজিলকে হারাল আর্জেন্টিনা

আপনজন ডেস্ক: দুই বছর আগে সর্বশেষ ব্রাজিলে খেলতে গিয়ে না খেলেই ফিরে এসেছিল আর্জেন্টিনা। সেবার সাও পাওলোতে ম্যাচ শুরুর কয়েক মিনিট পর ব্রাজিলের জাতীয় স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ এজেন্সির (আনভিসা) কর্মকর্তারা মাঠে ঢুকে খেলা পণ্ড করেন। আর্জেন্টিনার চার খেলোয়াড়ের বিপক্ষে কোয়ারেন্টিন বিধিমালা ভাঙার অভিযোগে ম্যাচটি খেলতে দেননি তাঁরা। ভিন্ন কারণে আজ আবার ব্রাজিলের মাটিতে পণ্ড হতে বসেছিল আর্জেন্টিনার বিপক্ষে সুপার ক্লাসিকোর ম্যাচ। তবে এবার মারাকানার ম্যাচটিকে খাদের কিনারায় ঠেলে দিয়েছিল গ্যালারির দাঙ্গা। ম্যাচ শুরুর কয়েক মিনিট আগে গ্যালারিতে উত্তাপের সূচনা। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম গার্ডিয়ান এই ম্যাচের লাইভ বিবরণীতে ব্রাজিলের সংবাদমাধ্যম গ্লোবোর ধারাভাষ্যের বরাত দিয়ে জানিয়েছে, ‘আর্জেন্টিনার জাতীয় সংগীত বাজার সময় ব্রাজিলের সমর্থকেরা দুয়ো দেওয়ায় ঝামেলার শুরু হয়।’
একপর্যায়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে লাঠিপেটা শুরু করে পুলিশ। লিওনেল মেসিসহ আর্জেন্টিনা দল ও মারকিনিওস গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন। যদিও তাতে কোনো লাভ হয়নি।
একপর্যায়ে সতীর্থদের নিয়ে মাঠ থেকে বেরিয়ে যান মেসি। এরপর পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হলে ম্যাচ শুরু হয় নির্ধারিত সময়ের প্রায় আধা ঘণ্টা পর। যা শেষ পর্যন্ত নিষ্পত্তি হয় আর্জেন্টিনার ১-০ গোলের জয়ে। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের জয়ে একমাত্র গোলটি করেন নিকোলাস ওতামেন্দি।
খেলায় কী হতে পারে, সে ইঙ্গিত অবশ্য দুই দল মাঠে নামার পরই পাওয়া যায়। মাঠে নামতেই কথার লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়েন দুই দলের খেলোয়াড়েরা। শুরুটা হয় রদ্রিগো ও মেসিকে দিয়ে। একটু পর অন্যরাও জড়িয়ে পড়েন। এমনকি খেলা শুরুর পরও একটুও কমেনি এর রেশ। ম্যাচটা যে গোলের এবং গোল করেই জিততে হবে, সেটি যেন ভুলেই গিয়েছিলেন খেলোয়াড়েরা। ফাউল ও কার্ডের ছড়াছড়ি ছিল শুরু থেকেই। ফাউল ও কার্ড দেখায় যেমন ব্রাজিল এগিয়ে ছিল, তেমনি মাঠে বল পায়েও খানিকটা আধিপত্য ছিল ব্রাজিলেরই। ছোট পাস ও ড্রিবলিংয়ে মাঝমাঠ ও অ্যাটাকিং থার্ডে আকস্মিক কিছু হুমকি তৈরি করেছেন রদ্রিগো-জেসুসরা। যদিও সেসব পেরোতে পারেনি আর্জেন্টিনার রক্ষণ। অন্য দিকে ম্যাচ শুরুর আগের ঘটনায় কিনা প্রথমার্ধে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার খেলায় ছিল না পরিকল্পনার ছাপ। অবশ্য ফাউল সামলাতে গিয়েও বেশ হিমশিম খেতে হয়েছে ‘আলবিসেলেস্তে’দের।
ম্যাচের দুই মিনিটের মাথায় একক প্রচেষ্টায় চমকে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন রাফিনিয়া। তবে রেফারি অফসাইডের পতাকা তোলায় থামতে হয়। ম্যাচের ৬ মিনিটে ‘রিবাউন্ড’ থেকে বল পান জেসুস। চেষ্টা করেন রদ্রিগো দি পলকে ড্রিবল করে এগিয়ে যেতে, কিন্তু তাঁর হাত গিয়ে লাগে দি পলের মুখে। ফলাফল ম্যাচের প্রথম হলুদ কার্ড দেখেন জেসুস। এ ঘটনায় দুই দলের মধ্যে আবার ছড়িয়ে পড়ে উত্তাপ। এর মধ্যেও অবশ্য ব্রাজিল চেষ্টা করে আক্রমণে গিয়ে সুযোগ তৈরি করতে। তবে ১৩ মিনিটে দি পলকে ফাউল করে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখেন রাফিনিয়া। প্রথম ১৮ মিনিটে এদিন ব্রাজিল ফাউল করে ৮টি। সংঘাতপূর্ণ এ ম্যাচের প্রথম ২৫ মিনিটে অন্তত ১০ খেলোয়াড়কে মাঠে গড়িয়ে পড়তে দেখা গেছে। ম্যাচের ২৬ মিনিটে গিয়ে প্রথমবারের মতো বল পায়ে আক্রমণে দেখা যায় মেসিকে। যদিও সেই আক্রমণে গোলের কোনো সম্ভাবনা তৈরি করতে পারেননি ইন্টার মায়ামি তারকা। এরপর আরও কয়েকবার আক্রমণে গেলেও তাতে কোনো গোল আসেনি। ৩৩ মিনিটে অ্যালিসন বেকারের ট্রেডমার্ক পাস থেকে বল পেয়ে এগিয়ে যান গ্যাব্রিয়েল মার্তিনেল্লি। দারুণভাবে নাহুয়েল মলিনা ও দি পলকে ড্রিবল করলেও বক্সের কাছাকাছি গিয়ে নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেননি।
৩৭ মিনিটে বক্সের কাছাকাছি জায়গায় ফ্রি কিক পায় ব্রাজিল। রাফিনিয়ার শট কর্নারের বিনিময়ে ঠেকান এমিলিয়ানো মার্তিনেজ। প্রথমার্ধের শেষ দিকে গিয়ে আর্জেন্টিনা বক্সের কাছাকাছি জায়গায় বেশ হুমকি তৈরি করেন রদ্রিগো-জেসুসরা। ৪৪ মিনিটে মার্তিনেল্লির শট মার্তিনেজকে পেরিয়ে গেলেও গোললাইনের কাছাকাছি জায়গা থেকে ক্লিয়ার করেন এক আর্জেন্টাইন ডিফেন্ডার। প্রথমার্ধে সব মিলিয়ে ২২টি ফাউল করেছে দুই দল।

‘অদ্ভুত সূচি’তে পণ্ড অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপ উদযাপন অনুষ্ঠান

আপনজন ডেস্ক: বিশ্বকাপ জেতার পর আজ দেশে ফিরেছেন প্যাট কামিন্সসহ অস্ট্রেলিয়া দলের কয়েকজন, তবে ঠাসা ক্রিকেট সূচিতে ঠিক নায়কোচিত সংবর্ধনা পাওয়া হয়নি তাঁদের। বিশ্বকাপ ফাইনালের চার দিন পরই যে আগামীকাল বৃহস্পতিবার শুরু হচ্ছে ভারতের বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়ার টি-টোয়েন্টি সিরিজ। গত রোববার আহমেদাবাদে প্রায় এক লাখ দর্শকের সামনে টুর্নামেন্টে ফাইনালের আগপর্যন্ত অপরাজিত ভারতকে হারিয়ে ষষ্ঠবারের মতো শিরোপা জেতে অস্ট্রেলিয়া। কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের সূচির কারণে সে অর্থে উদ্যাপনই করা হয়নি তাদের।
ফাইনালে দুর্দান্ত শতক করা ট্রাভিস হেড, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, স্টিভেন স্মিথসহ বিশ্বকাপজয়ী ওয়ানডে দলের সাত সদস্য টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য ভারতে রয়ে গেছেন। ফলে অস্ট্রেলিয়ার আগের বিশ্বকাপজয়ী দলগুলোর মতো রাস্তায় মিছিল দূরে থাক, কামিন্সসহ বাকিরা দেশে ফিরেছেন কিছুটা বিচ্ছিন্নভাবে, অনেকটা নিভৃতেই।
অ্যাডিলেডে ফিরে সাংবাদিকদের উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান অ্যালেক্স ক্যারি বলেছেন, ‘আমরা যার যার ভিন্ন ভিন্ন পথে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি, টি-টোয়েন্টি সিরিজ আসছে, এই মুহূর্তে কয়েকজন দেশে ফেরার বিমানে আছে। বেশ অদ্ভুত এক সূচি, বিশ্বকাপ জেতার কয়েক দিন পরই আবার খেলতে হচ্ছে।’
আগামীকাল শুরু হতে যাওয়া সিরিজে বিশ্বকাপ ফাইনাল খেলা বেশ কয়েকজনকে বিশ্রাম দিয়ে দল ঘোষণা করেছে ভারত, রোহিত শর্মার অনুপস্থিতিতে আগামী ৩ ডিসেম্বর শেষ হতে যাওয়া সিরিজে অধিনায়কত্ব করবেন সূর্যকুমার যাদব। বিশ্বকাপ দলের মাত্র তিনজন আছেন এ সিরিজের দলে।
সাবেক ইংল্যান্ড অধিনায়ক মাইকেল ভন অবশ্য ক্যারির মতো অমন কূটনৈতিক থাকেননি এ ব্যাপারে। গত মঙ্গলবার ডেভিড ওয়ার্নার এ সিরিজ থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেওয়ার পর ভন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লেখেন, ‘বিশ্বকাপ জেতা সব খেলোয়াড়েরই যেমন এটি (সরিয়ে নেওয়া) করা উচিত। তাদের সরিয়ে নেওয়া উচিত বিশ্রামের জন্য, কিন্তু আরও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ায় ফিরে উদ্যাপন করা।’
বিশ্বকাপ জেতার চার দিন পরই সিরিজ খেলতে নামছে অস্ট্রেলিয়া বিশ্বকাপ জেতার চার দিন পরই সিরিজ খেলতে নামছে অস্ট্রেলিয়াএএফপি
এর আগে ভন এ সিরিজকে বলেছিলেন ‘পুরোটাই লোভ’। এক্সে তিনি লিখেছিলেন, ‘আমরা কেন খেলোয়াড়দের বিশ্বকাপের পর একটু বিশ্রামের সুযোগ দিতে পারি না, যারাই জিতুক না কেন, কয়েক সপ্তাহ ঠিকঠাক উদ্যাপনের সুযোগ দিতে পারি না!’ ক্রিকেটের এমন অদ্ভুত সূচি অবশ্য এবারই নতুন নয়। গত বছর অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতার কয়েক দিন পরই স্বাগতিকদের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ খেলতে হয়েছিল ইংল্যান্ডকে।

সৌদি আরবে খেলার খবর নাকচ করল মায়ামি

আপনজন ডেস্ক: সমর্থকেরা আশার জাল বুনতে শুরু করেছিলেন। আবারও মাঠে লিওনেল মেসি ও ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর লড়াই দেখার প্রত্যাশা শুরু হয়েছিল। দুই কিংবদন্তির এই মুখোমুখি হওয়াকে ‘লাস্ট ড্যান্স’ বলা হচ্ছিল।
বার্তা সংস্থা এএফপি জানিয়েছিল, আগামী ফেব্রুয়ারিতে রিয়াদ সিজন কাপে মেসির মুখোমুখি হবেন রোনালদো। একই খবর দিয়েছিল ইউরোপের অনেক সংবাদমাধ্যমও। তবে মেসির ক্লাব ইন্টার মায়ামি এক বিবৃতিতে খবরটি নাকচ করে দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাবটি জানিয়েছে, প্রাক্-মৌসুম সফরে এমন কোনো পরিকল্পনা নেই।
বিবৃতিতে মায়ামি জানিয়েছে, ‘আজ (গতকাল) একটু আগে, একটি ঘোষণায় বলা হয়েছে ইন্টার মায়ামি রিয়াদ সিজন কাপে খেলবে, এটি সঠিক নয়। বিবৃতিতে দলের মালিক জর্জ মাসের কথাও বলা হয়েছে। মাস এ বিষয়ে ব্যক্তিগত কিংবা জনসম্মুখে প্রাক্-মৌসুম সফর-সম্পর্কিত কোনো মন্তব্য করেননি।’
মায়ামি বিবৃতিতে আরও বলেছে, ‘প্রথম দিন থেকেই ইন্টার মায়ামি এক বৈশ্বিক ব্র্যান্ড হতে চেয়েছে। ২০২৪ প্রাক্-মৌসুমের সূচি কেমন হবে, সেটা নিয়ে এখনো আমরা আলোচনা করছি। আমরা ইন্টার মায়ামি প্রথম আন্তর্জাতিক সফরে খেলোয়াড়দের প্রদর্শনের জন্য উন্মুখ হয়েছি, যা আসছে সপ্তাহে ঘোষণা করা হবে।’
বার্তা সংস্থা এএফপি এর আগে জানিয়েছিল, রিয়াদ সিজন কাপে আল নাসর ও আল-হিলালের পাশাপাশি মেসির ক্লাব ইন্টার মায়ামিকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। রাউন্ড রবিন লিগ পদ্ধতির এই টুর্নামেন্টের দিন-তারিখ তারা জানায়নি। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম ‘মার্কা’ এ নিয়ে লা লিগার দল আলমেরিয়ার মালিক এবং সৌদি আরবের জেনারেল এন্টারটেইনমেন্ট অথরিটি (জিইএ) বিভাগের চেয়ারম্যান তুর্কি আল-শেখের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ‘এক্স’-এ (সাবেক টুইটার) করা পোস্টের উদ্ধৃতি প্রকাশ করে। তুর্কি আল-শেখ এক্সে লিখেছেন, ‘রিয়াদ সিজন উৎসবের অংশ হিসেবে রিয়াদ সিজন কাপে অংশ নিতে সম্মত হয়েছে ইন্টার মায়ামি। এই টুর্নামেন্টে ইন্টার মায়ামির সঙ্গে সৌদি ক্লাব আল নাসর এবং আল হিলালও খেলবে। লিগ পদ্ধতিতে খেলাগুলো হবে এবং টুর্নামেন্টের দিন-তারিখ পরে জানানো হবে। এটি ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা।’
রিয়াদ সিজন কাপে আল নাসর ও আল-হিলালের পাশাপাশি মায়ামিকেও আমন্ত্রণ জানানোর খবর দিয়েছিল এএফপিছবি: এক্স
ইন্টার মায়ামি এর আগে প্রাক্-মৌসুমে চীন সফরের ঘোষণা দিলেও পরে তা বাতিল করা হয়। রোনালদো আল নাসরে যোগ দেওয়ার পর গত জানুয়ারিতে রিয়াদ অলস্টার একাদশের হয়ে পিএসজির মুখোমুখি হয়ে ৫-৪ গোলে হেরেছিলেন। পিএসজির হয়ে সে ম্যাচে মেসি, নেইমার ও কিলিয়ান এমবাপ্পে খেলেছিলেন। সেই ম্যাচে জোড়া করেছিলেন রোনালদো। গোল করেছিলেন মেসিও।

‘ভালো হয়ে যাও’, পাকিস্তানের মন্তব্যের কড়া জবাব শামির

আপনজন ডেস্ক: বিশ্বকাপে ভারতের বিপক্ষে আনা সাবেক পাকিস্তান ক্রিকেটারদের ‘অদ্ভুত’ অভিযোগের কড়া জবাব দিয়েছেন মোহাম্মদ শামি। কেউ তাঁদের চেয়ে ভালো করুন, এমন চান না বলেই পাকিস্তানের সাবেক ওই ক্রিকেটাররা এমন মন্তব্য করে থাকেন বলেও মনে করেন এবারের বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি। এসব শুনে হাসা ছাড়া আর কিছু করার থাকে না, এমন উল্লেখ করে শামি তাঁদের ‘ভালো হয়ে যাওয়ার’ পরামর্শও দিয়েছেন।
বিশ্বকাপে ভারতের পেসাররা ছিলেন দুর্দান্ত। হার্দিক পান্ডিয়ার চোটে দলে আসা শামি প্রথম চারটি ম্যাচ না খেললেও পরের সাত ম্যাচে নেন ২৪ উইকেট। তবে পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটার হাসান রাজা বিশ্বকাপের সময় অদ্ভুত এক অভিযোগ করে বসেন। তাঁর দাবি ছিল, ভারতীয় বোলারদের ভিন্ন একটি বল দেওয়া হচ্ছে। এ কারণেই তাঁরা বোলিংয়ে বাড়তি সুবিধা পাচ্ছেন।
বিশ্বকাপ চলার সময়ই নিজের ইনস্টাগ্রামে এর এক দফা জবাব দিয়েছিলেন শামি। ফাইনালের পর স্পোর্টসওয়্যার কোম্পানি পুমা ক্রিকেটকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে শামি এর জবাবে বলেন, ‘আমি বিশ্বকাপের শুরুতে খেলিনি। যখন খেলেছি, ৫ উইকেট নিয়েছি, পরের ম্যাচে ৪টি নিয়েছি, এরপর আবার ৫টি নিয়েছি। কিছু পাকিস্তান খেলোয়াড়ের ব্যাপারটা হজম হচ্ছিল না, আমার কী করার আছে!’ এরপর তিনি বলেন, ‘আমার তো কখনো হিংসা হয় না। অন্যদের সাফল্যও যদি উপভোগ করতে পারেন, তাহলেই আপনি আরও ভালো খেলোয়াড় হতে পারবেন।’ শামির মতে, কয়েকজন পাকিস্তানি খেলোয়াড় মনে করেন তাঁদের চেয়ে কেউ ভালো হতে পারেন না। এ কারণেই তাঁরা অমন মন্তব্য করেন এবং সেগুলো বুমেরাং হয়ে যায়। তিনি বলেন, ‘তাদের মনে আছে, “আমরাই সেরা”। সেরা সে-ই হয়, যে প্রয়োজনের সময় পারফর্ম করে। কিন্তু আপনি বিতর্ক তৈরি করেই যাচ্ছেন—তারা (ভারতীয় বোলাররা) ভিন্ন রঙের বল পাচ্ছে, ভিন্ন কোম্পানির বল পাচ্ছে।’ তাঁদের প্রতি শামির বার্তা, ‘ভালো হয়ে যাও হে!’
অবশ্য রাজার এমন মন্তব্যের সমালোচনা খোদ পাকিস্তানেই হয়েছে। কিংবদন্তি ওয়াসিম আকরাম যেমন রাজার অমন মন্তব্য উড়িয়ে দিয়ে কোনো ম্যাচে বল কীভাবে নির্বাচন করা হয়—সেটিও ব্যাখ্যা করেছিলেন। একসময় আইপিএলের দল কলকাতা নাইট রাইডার্সে ওয়াসিমের অধীনে কাজ করা শামি তা দেখেছেনও। তিনি বলেন, ‘ওয়াসিম ভাই একটা সাক্ষাৎকারে এটিই ব্যাখ্যা করেছেন, কীভাবে একটা বল নির্বাচন করা হয়।’

আইনশৃংখলা রক্ষার পাশাপাশি এবার ফুটবলার তৈরিতে হাত লাগাল পুলিশ

আপনজন ডেস্ক: বুধবার বসিরহাট পুলিশ জেলার মিনাখাঁ ফুটবল মাঠে বিনা খরচে ফুটবল প্রশিক্ষণ শিবির শুরু করলো পুলিশ কর্মীরা। বসিরহাট মহাকুমার বিভিন্ন এলাকা থেকে ৮০ জন প্রতিভাবান ফুটবলার কোচিংয়ের জন্য মিনাখাঁ ফুটবল মাঠে হাজির হয়। ঠিক হয়েছে সপ্তাহে দুদিন এই ৮০ জনকেই বসিরহাট পুলিশ জেলার উদ্যোগে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। তাহলে প্রশিক্ষণ দেবে বসিরহাট মহকুমার বিশিষ্ট ফুটবল কোচ সমিরন ব্রহ্ম। প্রসঙ্গত ভারতীয় ফুটবলে একের পর এক ফুটবলার সাপ্লাই দিয়েছে বসিরহাট মহকুমা। মিহির বোস, দিপেন্দু বিশ্বাস, অলক ঘোষ, তপন ঘোষ থেকে শুরু করে নাজমুল ইসলাম, হাবিবুর রহমান মন্ডল সহ একাধিক ফুটবলার ভারতীয় দলের পাশাপাশি বিভিন্ন ক্লাব ফুটবলে খেলেছে সুনামের সঙ্গে । তবে বেশ কিছু বছর বসিরহাটের ফুটবলের যেন ভাটা পড়েছে বলে মনে করা হয়। কারণ সেভাবে বসিরহাট থেকে ফুটবলার সাপ্লাই হচ্ছে না কলকাতার ক্লাব গুলিতে। বসিরহাটের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ফুটবলারদের সম্ভাবনার দিক চিন্তা করে বসিরহাট পুলিশ জেলার মিনাখাঁ থানার কৃত্রিম ঘাসের মাঠে শুরু হয়েছে ফুটবল কোচিং সেন্টার। এদিন কোচিং সেন্টারের উদ্বোধন করেন পুলিশ সুপার যোবি থমাস কে, উপস্থিত ছিলেন অ্যাডিশনাল এসপি সৌতম ব্যানার্জি, মিনাখাঁর এসডিপিও আমিনুল ইসলাম খান, মিনাখা ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক আমিনুল ইসলাম, মিনাখা থানার ওসি অরিন্দম হালদার, বসিরহাট জেলার পুলিশ আধিকারিকরা।

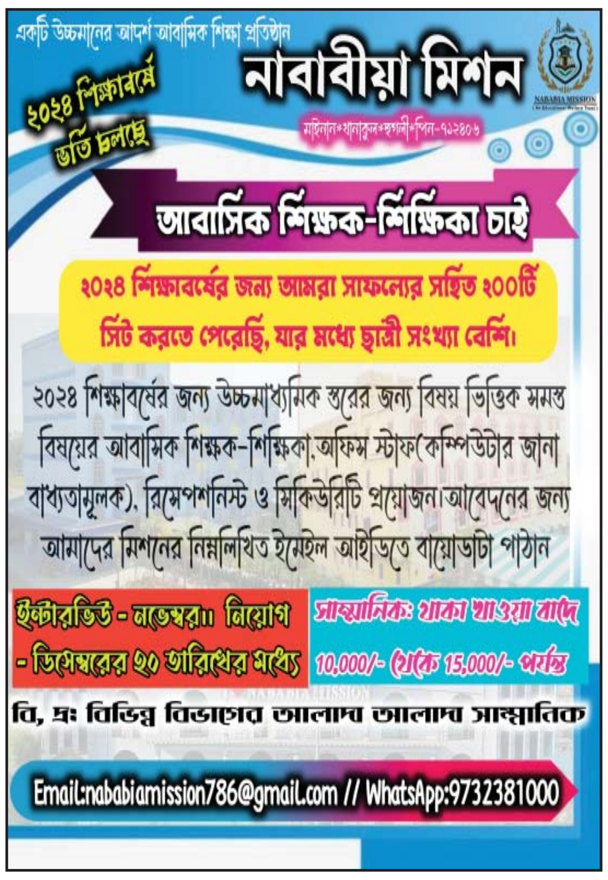

আত্মবিশ্বাসের অভাবে ভুগছে দল: অস্ট্রিয়ার কাছে হেরে জার্মানি কোচ

আপনজন ডেস্ক: সময়টা ভালো যাচ্ছে না জার্মানির। বিশ্বকাপের পর ১১ ম্যাচ খেলে মাত্র ৩ জয় পেয়েছে চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। হেরেছে ৬ ম্যাচে। ২টি ড্র। তার মধ্যে নিজেদের শেষ তিন ম্যাচে জয়হীন জার্মানরা হেরেছে টানা দুই ম্যাচ। মঙ্গলবার রাতে আর্নেস্ট হ্যাপেল স্টেডিয়ামে আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচে অস্ট্রিয়ার কাছে ২-০ গোলে হারে জার্মানি। ম্যাচ শেষে জার্মানি কোচ ইউলিয়ান নাগেলসম্যান বলেন, আত্মবিশ্বাসের অভাবে ভুগছে সানে-জিনাব্রিরা।
বিশ্বকাপ ব্যর্থতার পরও দুর্দশা কাটিয়ে উঠতে পারছিল না জার্মানি। এতে গত সেপ্টেম্বরে প্রধান কোচের দায়িত্ব হারান হ্যান্সি ফ্লিক। তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে জার্মানির সুদিন ফেরাতে পারছেন না ইউলিয়ান নাগেলসম্যানও।
আগের ম্যাচে তুরস্কের কাছে হারা জার্মানি অস্ট্রিয়ার মাঠে প্রথম গোলটি খায় ম্যাচের ২৯তম মিনিটে। গোলটি করেন বরুশিয়া ডর্টমুন্ডের অস্ট্রিয়ান মিডফিল্ডার মার্সেল সাবিৎজার। ১০ মিনিট পর প্রতিপক্ষকে ফাউল করে লাল কার্ড দেখেন জার্মান ফরোয়ার্ড লেরয় সানে। আর ৭৩তম মিনিটে ২-০ গোলের জয় নিশ্চিত করেন আরবি লাইপজিগের অস্ট্রিয়ান মিডফিল্ডার ক্রিস্তফ বমগার্টনার।
ম্যাচশেষে জার্মানি কোচ ইউলিয়ান নাগেলম্যান বলেন, ‘আমরা স্বাধীনভাবে খেলতে পারছি না। প্রত্যেক পজিশনে আমাদের অবিশ্বাস্যভাবে কাজ করতে হবে। আমরা এই পরিস্থিতিকে গ্রহণ করতে পারি না। আবার প্রতি ম্যাচে ভুক্তভোগী হতে চাই না।’

প্রয়াত বিধায়ক মোল্যা তছমাতুল্যা স্মৃতি কাপ অনুষ্ঠিত হাসনাবাদে

আপনজন ডেস্ক: উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহাকুমার হাসনাবাদের রাজাপুর লোটাস ক্লাবের উদ্যোগে দুইদিন ব্যাপী দিবারাত্রি ফুটবল টুর্নামেন্ট সূচনা হলো। তৎকালীন সময়ে হাসনাবাদ বিধানসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন বিধায়ক মোল্লা তছমাতুল্লার স্মৃতিতে অনুষ্ঠিত হলো ১৬ দলীয় নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্ট। দীর্ঘ প্রায় এক দশক ধরে মোল্যা তছমাতুল্যা স্মৃতি উপলক্ষে ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজন করে আসছে এই ক্লাবটি। বুধবার সকাল দশটা নাগাদ এই টুর্নামেন্টের উদ্বোধন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন হাসনাবাদ পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি এসস্কেন্দার গাজী, প্রয়াত প্রাক্তন বিধায়ক মোল্লা
তছমাতুল্লার ভাইপো তথা হাসনাবাদ ব্লক তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি আসাদুজ্জামান মোল্লা, বিশিষ্ট সমাজসেবী রাজু ঢালী, রাজাপুর লোটাস ক্লাবের সম্পাদক আবু তালেব গাজী, ক্লাবের সহকারী সভাপতি আনারুল মোল্লা, ক্রিয়া সম্পাদক ফারুক ও সরদার আলিম মোল্লা সহ বিশিষ্টজনেরা। এই খেলার উদ্যোক্তা তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী রাজু ঢালী বলেন, “ প্রয়াত প্রাক্তন বিধায়ক মোল্লা তছমাতুল্লা সাহেবের স্মৃতি উপলক্ষে এই খেলা চলছে দীর্ঘ নয় থেকে দশ বছর ধরে। মোল্লা চশমতুল্লাহ সাহেব ছিলেন তৎকালীন সময়ের হাসনাবাদ বিধানসভা কেন্দ্রের জাতীয় কংগ্রেসের বিধায়ক। এলাকায় তিনি বহু উন্নয়ন এবং সমাজসেবামূলক কাজ করেছিলেন। তিনি সম্প্রীতির উর্ধ্বে দাঁড়িয়ে মানব সেবার কাজ করেছেন যা অনন্যা নজির। তাই তার স্মৃতি বিজাড়িত এলাকা আমাদের রাজাপুর। তাই তার স্মৃতিতে আমরা হিন্দু মুসলিম ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই ১৬ তারিখে ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করেছি লোটাস ক্লাব এর পক্ষ থেকে। আমরা চাই তার স্মৃতি যেন প্রত্যেকটি মানুষের অন্তরে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকুক।”

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**